মুনাফিকী আচরণ
Islamicalo.com

সূচীপত্র

আব্দুল হামীদ মাদানী

প্রারম্ভিক কথা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسـلين، نبينـا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد:

সমাজে এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদেরকে দেখে মনে হয় না যে, তারা মুসলমান। তারা মুসলিম সমাজে বাস করে, আচার-ব্যবহার ও নাম-পরিচয়ে তারা মুসলমান বলে প্রকাশও করে, কিন্তু তাদের বুকে মূল ইসলামের কিছু নেই। তারা আসলে মুনাফিক।

অন্য এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যাদের বুকে হয়তো ঈমান আছে, কিন্তু অনেক আচরণ এমন করে, যা মুসলিমদের নয়।

উভয় শ্রেণীর আচরণ দ্বারা মুসলিমরা কষ্ট পায়, অমুসলিমরা মুসলিম ও ইসলামের প্রতি বিপরীত ধারণা গ্রহণ করে। ক্ষতি হয় ইসলামের, ক্ষতি হয় মুসলিমদের।

তাদের সেই আচরণ দেখেশুনে এবং শায়খ আয়েয আল-ক্বারনীর 'সিফাতুল মুনাফিকীন' পড়ে এই পুস্তিকার অবতারণা। যাতে অন্ততঃপক্ষে মুসলিমরা যেন তাদের আচরণ থেকে সতর্ক হতে পারে এবং মুনাফিকী আচরণে অভ্যস্ত মুসলিমরা আল্লাহর কাছে তওবা করতে পারে।

আল্লাহ সকলকে সেই তওফীক দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

ইতি -

আব্দুল হামীদ মাদানী

আল-মাজমাআহ

সঊদী আরব

২৩/২/০৯

মুনাফিক কাকে বলে?

মুনাফিক্ব শব্দটি 'নিফাক্ব' থেকে গঠিত। যার উৎপত্তি হয়েছে 'না-ফিক্বা' অথবা 'নাফাক্ব' থেকে।

ইঁদুরের গর্তের চোরা বাহির-পথকে 'না-ফিক্বা' বলা হয়, যে পথ দিয়ে সে প্রয়োজনে লুকিয়ে শত্রুর চোখে ফাঁকি দিয়ে বের হয়ে পালাতে পারে।

আর সুরঙ্গ পথকে 'নাফাক্ব' বলা হয়, যা এমার্জেন্সি সময়ে ব্যবহার করা হয়।

বলা বাহুল্য, নিফাক বা মুনাফিকীর সাথে উক্ত অর্থের অপূর্ব মিল রয়েছে। যেহেতু মুনাফিক নিজেকে বাঁচানোর জন্য অনুরূপ চোরা বাহির-পথ অথবা সুরঙ্গ পথ ব্যবহার ক'রে থাকে।

শরয়ী পরিভাষায় 'মুনাফিক্ব' সেই ব্যক্তিকে বলা হয়, যে বাহ্যতঃ নিজেকে 'মুসলিম' বলে প্রকাশ ও দাবী করে, অথচ মনের ভিতর 'কুফরী' ও অবিশ্বাস গুপ্ত রাখে। যেহেতু মুনাফিক এক দরজা দিয়ে শরীয়তে প্রবেশ করে, কিন্তু অন্য দরজা দিয়ে সে তা হতে বের হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } [التوبة : ٦٧]

অর্থাৎ, মুনাফিকরাই হচ্ছে সত্যত্যাগী। *(সূরা তাওবাহ ৬৭ আয়াত)*

অর্থাৎ, তারাই সত্য ও দ্বীন ত্যাগ ক'রে বের হয়ে যায়।

বাংলায় 'মুনাফিক' অর্থে 'কপট' ও কোন কোন ক্ষেত্রে 'বিশ্বাসঘাতক', 'বকধার্মিক' ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়ে থাকে।

আমাদের সমাজে কি মুনাফিক আছে?

মহানবী ﷺ-এর যুগে মুনাফিক ছিল। যখন কুরআন ও জিবরীলের মাধ্যমে তাদের অন্তরের গোপন খবর প্রকাশ ক'রে লাঞ্ছিত করা হত, তখন যদি মুনাফিক থাকতে পারে, তাহলে তার পরবর্তী সমাজে, যখন কারো মনের গোপন খবর জানার কোন উপায় নেই, তখন কি মুনাফিক না থাকে? বরং আমাদের সমাজে যে মুনাফিকের সংখ্যা বেশী, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ধর্মনীতিতে, রাজনীতিতে,

প্রেম-ভালবাসায়, ব্যবসা ও ব্যবহারে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মুনাফিক দেখা যায়। কপটদের প্রতারণায় ধোঁকা খায় কত শত সরল-সিধা মানুষ। অনেক সময় বড় চালাক মানুষও তাদের কপটতার জালে ফেঁসে যায়।

মুনাফিক প্রকাশ্যে যখন কাউকে পেরে ওঠে না, তখন গোপনে তার প্রতি বিদ্বেষ ও প্রকাশ্যে মৈত্রী প্রদর্শন করে। সে কলেমা পড়ে, নামায পড়ে, টুপী লাগিয়ে মসজিদেও আসে, মুসলিমদের আচরণে অনেকটা অভ্যস্তও থাকে, কিন্তু তা সত্ত্বেও সে আল্লাহর প্রতি যথার্থ ঈমান রাখে না, রসূলের প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধা রাখে না এবং ইসলামী শরীয়তের প্রতি আস্থা রাখে না।

ইসলামী স্বর্ণযুগে মুনাফিক ছিল, লৌহযুগে তো আছেই। তবে সে যুগে তারা গোপনীয়তা অবলম্বন করত। আর এ যুগে করে না। কারণ, বর্তমানে এমন আইন নেই, যাতে তাদেরকে শায়েস্তা করা যায়।

কাফের অপেক্ষা মুনাফিক বেশী ভয়ঙ্কর

কাফের ও মুনাফিক জাহান্নামে যাবে; কিন্তু মুনাফিক জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (١٤٥)

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। *(সূরা নিসা ১৪৫)*

নিশ্চয় পুকুর বা নদীর কুমীর থেকে সাবধান থাকা যায়, বাঁচাও সহজ। কিন্তু ঘরের ঢেঁকিই যদি কুমীর হয়, তাহলে তো বাঁচা দায়। পর চোরকে পার আছে, ঘর চোরকে পার নেই। ঘরের লোক যদি মীরজাফরী করে, তাহলে নিশ্চয় তা অধিক সাংঘাতিক, অধিক ভয়ানক।

মুনাফিকদের অবস্থা এত ভয়ানক ও এত বিপজ্জনক যে, তাদের ব্যাপারে সতর্কতা জরুরী ছিল। তাই মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে তাদের সকল রহস্য খুলে দিয়েছেন। ভূমিকার পর যে আলোচনা দিয়ে তিনি গ্রন্থ শুরু করেছেন, তাতে তিন শ্রেণীর মানুষের কথা উল্লেখ করেছেন; মু'মিন, কাফের ও মুনাফিক। মু'মিনদের জন্য চারটি এবং কাফেরদের জন্য দু'টি আয়াত উল্লেখ করেছেন। আর মুনাফিকদের জন্য উল্লেখ করেছেন তেরোটি আয়াত! এখানে তাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত ক'রে মুসলিমদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, যাতে অজান্তে তাদের

দুরভিসন্ধি দ্বারা মুসলিমরা ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। যাদেরকে বাহ্যতঃ বন্ধু মনে হয়, অথচ আসলে তারা ইসলাম ও মুসলিমদের বড় শত্রু।

উমার ﷺ বলেন, 'আমি তোমাদের জন্য দুই ব্যক্তির ভয় করি না, (প্রথম) যার ঈমান স্পষ্ট এবং (দ্বিতীয়) যার কুফরী স্পষ্ট। কিন্তু আমি তোমাদের জন্য ভয় করি মুনাফিক ব্যক্তির, যে ঈমান দ্বারা নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং কাজ করে বেঈমানের।' *(স্বিফাতুন নিফাক্ব ফিরয়াবী ১/৩০)*

অহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, 'মুনাফিকের নিদর্শন হল, তার সালাম হবে অভিশাপ, তার খাদ্য হবে হারাম, তার গনীমত হবে চুরির মাল, তার দিন যাবে হৈচৈ-এ এবং রাত কাটবে কাঠের মত ঘুমিয়ে।' *(ঐ ১/৬০)*

মুনাফিক হওয়ার আশঙ্কা করা

মুনাফিকী যেহেতু মনের ব্যাপার, সেহেতু মনের ঐ প্যাঁচে যে কেউ পড়ে যেতে পারে। মন অনেক সময় অনেক বিষয়ে সন্দিহান হয়। তখন ধারণা হয় যে, হয়তো বা তা ঈমানের খিলাপ। হয়তো বা তা মুনাফিকের কাজ।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রঃ) বলেন, 'মু'মিন অনেক সময় মুনাফিকীর কোন না কোন শাখার সম্মুখীন হয়। অতঃপর সে তওবা করে এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করে নেন। কখনো বা তার মনে এমন কথা গায়, যাতে সে অনিবার্য মুনাফিক হয়ে যেতে পারে; কিন্তু আল্লাহ তার তরফ থেকে তা দূর করে দেন। মু'মিন অনেক সময় শয়তানী ও কুফরী অসঅসা (চিন্তা ও কল্পনা) দ্বারা দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং তার ফলে তার হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে ওঠে। যেমন, একদা সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের কারো কারো মনের মধ্যে এমন কথা উদয় হয়, যা মুখে প্রকাশ করা তার নিকট আকাশ থেকে পড়ে যাওয়ার চেয়ে উত্তম।' নবী ﷺ বললেন, "এটা তো স্পষ্ট ঈমান।" *(মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'যা মুখে প্রকাশ করতে সে বিশাল ভারী মনে করে।' তিনি বললেন, "সেই আল্লাহর প্রশংসা যিনি তার চক্রান্তকে কুমন্ত্রণাতেই প্রতিহত করেন।" *(আবূ দাউদ)*

অর্থাৎ, এই কল্পনা ও কুমন্ত্রণার সাথে সাথে তা মনের মধ্যে বিশাল ভারী ও অপছন্দনীয় হওয়া এবং তা মন থেকে দূর করাটাই হল স্পষ্ট ঈমান। *(কিতাবুত তাওহীদ ১/২৫)*

পক্ষান্তরে আসল মুনাফিকের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ} [البقرة : ١٨]

অর্থাৎ, তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৮)*

অর্থাৎ, তারা আন্তরিকতার সাথে ইসলামের দিকে ফিরবে না।

তিনি আরো বলেছেন,

{ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ }

অর্থাৎ, তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণও করে না। *(সূরা তাওবাহ ১২৬ আয়াত)*

একদা কিছু সাহাবা মহানবী ﷺ-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কা'বার রবের কসম! আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' তিনি বললেন, "তা কেন?" তাঁরা বললেন, 'মুনাফিকীর আশঙ্কা হয়, মুনাফিকীর!' তিনি বললেন, "তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "এটা মুনাফিকী নয়।"

অতঃপর তাঁরা দ্বিতীয়বার তাঁকে একই কথা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কা'বার রবের কসম! আমরা ধ্বংস হয়ে যাব।' তিনি বললেন, "তা কেন?" তাঁরা বললেন, 'মুনাফিকীর আশঙ্কা হয়, মুনাফিকীর!' তিনি বললেন, "তোমরা কি সাক্ষ্য দাও না যে, আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং আমি তাঁর রসূল?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "এটা মুনাফিকী নয়।"

অতঃপর তাঁরা তৃতীয়বার তাঁকে একই কথা বললেন। তিনি বললেন, "এটা মুনাফিকী নয়।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার কাছে থাকি, তখন এক অবস্থায় থাকি। আর যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই, তখন সংসার ও পরিবার আমাদেরকে ব্যস্ত ক'রে তোলে।' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "যখন তোমরা আমার নিকট থেকে বের হয়ে যাও, তখন যদি সেই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থাতে তোমরা আমার নিকটে থাক, তাহলে ফিরিশ্তাগণ মদীনার পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহ করতেন।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/২৭৫)*

আবূ রিব্য়ী হান্যালাহ বিন রাবী' উসাইয়িদী ﷺ বলেন, একদা আবূ বাকর ﷺ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, 'হে হানযালাহ! তুমি কেমন আছ?' আমি বললাম, 'হানাযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে!' তিনি (আশ্চর্য হয়ে) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ! এ কি কথা বলছ?' আমি বললাম, '(কথা এই যে, যখন) আমরা

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকটে থাকি, তিনি আমাদের সামনে এমন ভঙ্গিমায় জান্নাত ও জাহান্নামের আলোচনা করেন, যেন আমরা তা স্বচক্ষে দেখছি। অতঃপর যখন আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট থেকে বের হয়ে আসি, তখন স্ত্রী সন্তান-সন্ততি ও অন্যান্য (পার্থিব) কারবারে ব্যস্ত হয়ে অনেক কিছু ভুলে যাই।' আবু বাক্র ﷺ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমাদেরও তো এই অবস্থা হয়।' সুতরাং আমি ও আবূ বাক্র গিয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে হাজির হলাম। অতঃপর আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! হানযালাহ মুনাফিক হয়ে গেছে।' রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সে কি কথা?" আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যখন আপনার নিকটে থাকি তখন আপনি আমাদেরকে জান্নাত-জাহান্নামের কথা এমনভাবে শুনান, যেমন নাকি আমরা তা প্রত্যক্ষভাবে দেখছি। অতঃপর আমরা যখন আপনার নিকট থেকে বের হয়ে যাই এবং স্ত্রী সন্তান-সন্ততিও কারবারে ব্যস্ত হয়ে পড়ি, তখন অনেক কথা ভুলে যাই।' (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ আছে! যদি তোমরা সর্বদা এই অবস্থায় থাকতে, যে অবস্থায় তোমরা আমার নিকটে থাক এবং সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মগ্ন থাকতে, তাহলে ফিরিশ্তাগণ তোমাদের বিছানায় ও তোমাদের পথে তোমাদের সঙ্গে মুসাফাহ করতেন। কিন্তু ওহে হানযালাহ! (সর্বদা মানুষের এক অবস্থা থাকে না।) কিছু সময় (ইবাদতের জন্য) ও কিছু সময় (সাংসারিক কাজের জন্য)।" তিনি এ কথা তিনবার বললেন। *(মুসলিম)*

সুতরাং শির্ক ও মুনাফিকী থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা কারো জন্য উচিত নয়। যেহেতু মুনাফিক ছাড়া অন্য কেউ নিজেকে মুনাফিকী থেকে নিরাপদ মনে করে না। আর যে মু'মিন, সে নিজের মধ্যে মুনাফিকীকে ভয় করে। ইবনে আবী মুলাইকাহ বলেন, 'আমি নবী ﷺ-এর ত্রিশজন সাহাবীকে দেখেছি, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের মধ্যে মুনাফিকীকে ভয় করতেন!' *(বুখারী)*

উমার বিন খাত্তাব ﷺ, সারা বিশ্বের মুসলিমদের মধ্যে নবী ﷺ-এর পর যাঁর দ্বিতীয় মর্যাদা, তিনিও নিজের মধ্যে মুনাফিকীর আশঙ্কা করতেন। হুযাইফা বিন য়্যামান ﷺ, যিনি মুনাফিকদের অনেক্য রহস্য জানতেন, নবী ﷺ তাঁকে অনেক মুনাফিকদের নাম গোপনে বলেছিলেন। একদা উমার ﷺ তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে আল্লাহর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, আল্লাহর রসূল ﷺ যে সব মুনাফিকদের নাম তোমাকে জানিয়েছেন, তাদের মধ্যে আমার নামও কি নিয়েছেন?' হুযাইফা ﷺ বললেন, 'না। আর আপনার পর অন্য কাউকে পবিত্র মনে করি না।'

এর দ্বারা উমার ﷺ অধিক নিশ্চিত হতে চেয়েছিলেন মাত্র। নচেৎ তিনি ছিলেন, নবী ﷺ কর্তৃক বেহেশ্তের সুসংবাদপ্রাপ্ত। *(আল-ক্বাওলুল মুফীদ ১/৮০)*

একদা আবু দারদা ﷺ নামাযের শেষাংশে তাশাহহুদের শেষে বারবার মুনাফিকী থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছিলেন। তা শুনে জুবাইর বিন নুফাইর তাঁকে বললেন, 'হে আবু দারদা! আপনার সাথে মুনাফিকীর কি সাথ?' তিনি বললেন, 'ছাড়ো জী! আল্লাহর কসম! মানুষ নিমেষের মধ্যে নিজ দ্বীন থেকে বের হয়ে যেতে পারে।' *(স্বিফাতুল মুনাফিক্বীন ১/৬৯)*

ইবনে সীরীন বলেন, 'যে ব্যক্তি কলেমা পড়েছে, তার উপর এই আয়াত ছাড়া অন্য কিছুর তত ভয় নেই, "মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী', কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়।" *(সূরা বাক্বারাহ ৮ আয়াত, ঐ ১/৭৩)*

সুতরাং আমি-আপনি কে? আমাদের কি সে ভয় নেই?

মুনাফিকীর প্রকারভেদ

মুনাফিক বললেই যে, তার মানে সে কাফের তা সর্বক্ষেত্রে নয়। বরং কুফরীর যেমন ছোট-বড় আছে, তেমনি মুনাফিকীরও দু'টি ভাগ আছে; বিশ্বাসগত (বড়) ও কর্মগত (ছোট) মুনাফিক।

বিশ্বাসগত (বড়) মুনাফিকীর কিছু নিদর্শন নিম্নরূপ ঃ-

সে উপরে মুসলিম সেজে তলায় তলায় ---

১। রসূল ﷺ-কে অথবা তাঁর আনীত কিছু বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করে।

২। রসূল ﷺ অথবা তাঁর আনীত কিছু বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করে।

৩। ইসলামের পরাজয়ে আনন্দবোধ অথবা তার বিজয়ে কষ্টবোধ করে।

এই মুনাফিক কাফের অপেক্ষা অধিক ভয়ানক। আর এ জন্যই জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে তার ঠাঁই হবে।

কর্মগত (ছোট) মুনাফিকীর নিদর্শন হল ৫টি ঃ-

সে কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে, তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে খিয়ানত (বিনষ্ট) করে এবং বাদানুবাদ করলে অশ্লীল বলে।

কোন মুসলিমের চরিত্রে যদি উপর্যুক্ত কোন আচরণ থেকে যায়, তাহলে তাকে কাফের বলা যাবে না। বলা যাবে, তার মধ্যে মুনাফিকের আচরণ রয়েছে। অবশ্য উক্ত পাঁচটি নিদর্শন যে ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে, তার খাঁটি মুনাফিক হওয়ার

আমরা পরবর্তীতে মুনাফিকের যে চরিত্রাবলী নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হব, তার কিছু কুফরী ও কিছু ফাসেকী। সুতরাং সে ক্ষেত্রে মুনাফিকের আসল ঈমান দেখে 'কাফের' বলা যাবে, নচেৎ না।

মুনাফিকীর কারণ কি?

প্রধান কারণ স্বার্থপরতা। চরিত্রের সাথে সমাজের সন্ধি। সমাজের মানুষের সাথে রাজনীতি। এরা পাপ গোপন করার জন্য কাপ করে। যাতে সাপটাও মরে এবং লাঠিটাও না ভাঙ্গে। যাতে কুলও বাঁচে এবং শ্যামও লাভ হয়।

মুসলিম সমাজে ও ইসলামী পরিবেশে কিছু লোক নিজেকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে বাধ্য হয়; হয় কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য, না হয় কোন শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচানোর জন্য।

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর হিজরতের পর ইসলাম যখন বিজয়ী বেশে উন্নত হল, তখন কিছু লোক মুসলিম সমাজে বাস করতে বাধ্য ছিল। তারা কোন স্বার্থ বা সুযোগের সন্ধানে নিজেদেরকে 'মুসলিম' প্রকাশ করতে বাধ্য ছিল। নচেৎ তারা সে সমাজে বাস করতে পারত না। অথচ তারা ইসলামকে ভালবাসত না, মুসলিমদেরকে পছন্দ করত না। আর তখনই তারা কপটতা, ছলনা ও প্রতারণার আশ্রয় নিল। যেমন দেশ, তেমন বেশ ধারণ করল। তাদের নীতি হল,

دَارِهِمْ مَا كُنتَ فِي دَارِهِمْ ، وَأَرْضِهِمْ مَا كُنتَ فِي أَرْضِهِمْ.

অর্থাৎ, যতদিন তাদের ঘরে থাকবে, ততদিন তাদের তোষামদ ক'রে থাক এবং যতদিন তাদের মাটিতে থাকবে, ততদিন তাদেরকে সন্তুষ্ট রাখ। 'যস্মিন দেশে যদাচার ও দেশ বুঝে বেশ ধর।'

মুনাফিকের মান ও পরিণাম

হুযাইফা বিন য়্যামান বলেন, 'হৃদয় হল চার প্রকার; এক প্রকার হৃদয় হল মোহর মারা, আর তা হল কাফেরের হৃদয়। দ্বিতীয় প্রকার হৃদয় হল দু'মুখো, আর তা হল মুনাফিকের হৃদয়। তৃতীয় প্রকার হৃদয় হল উদার, যাতে আছে দেদীপ্যমান প্রদীপ, আর তা হল মু'মিনের হৃদয়। চতুর্থ প্রকার হৃদয়, যাতে আছে ঈমান ও

আশঙ্কা রয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা খেলাপ করে। এবং (৩) আমানত রাখা হলে তাতে খিয়ানত করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম।"

তিনি আরো বলেছেন, "যার মধ্যে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক হয়ে যাবে। আর যার মধ্যে এগুলোর একটি স্বভাব থাকবে তার মধ্যে মুনাফিকীর একটি স্বভাব থেকে যাবে; যতক্ষণ না সে তা বর্জন করবে। (১) তাকে আমানত দেওয়া হলে সে খিয়ানত করবে। (২) কথা বললে মিথ্যা বলবে। (৩) ওয়াদা করলে খেলাপ করবে। এবং (৪) ঝগড়া করলে গালি-গালাজ করবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

ছোট ও বড় মুনাফিকীর মধ্যে যে পার্থক্য তা এইভাবে বুঝা যেতে পারে,

১। বড় মুনাফিকী মুনাফিককে ইসলাম থেকে খারিজ ক'রে দেয়। ছোট মুনাফিকী তা করে না।

২। বড় মুনাফিকী হল বিশ্বাসগত কপটতা। পক্ষান্তরে ছোট মুনাফিকী হল কর্মগত কপটতা। অর্থাৎ, তার বুকে ঈমান থাকে। কিন্তু কর্মক্ষেত্রে কিছু আচরণ এমন করে, যা মুনাফিকের।

৩। বড় মুনাফিকী কোন মু'মিনের আচরণ হতে পারে না। ছোট মুনাফিকী হতে পারে।

৪। বড় মুনাফিকীর মুনাফিক সাধারণতঃ তওবা করতে তওফীক লাভ করে না। তওবা করলেও দুনিয়াতে কাযী তার তওবাকে সত্য বলে গ্রহণ করবেন কি না, সে নিয়ে মতভেদ আছে। পক্ষান্তরে ছোট মুনাফিকীর মুনাফিক তওবা করতে পারে এবং আল্লাহ তার তওবা কবুল করে থাকেন। *(কিতাবুত তাওহীদ ১/২৪)*

কিছু উলামা বলেছেন, ছোট মুনাফিকীর যে সকল আচরণ রয়েছে, তা কোন মু'মিনও করতে পারে। অর্থাৎ, বিশ্বাসগত ঈমান রেখে কর্মগত মুনাফিক কেউ হতেও পারে। কিন্তু যখন সেই সকল আচরণ তার মনে-প্রাণে শিরার মাঝে রক্তের আকার ধারণ করবে এবং তার কাজে-কর্মে বদ্ধমূল অভ্যাসে পরিণত হবে, তখন সে ইসলাম থেকে পূর্ণরূপে বের হয়ে যেতে পারে। যদিও সে নামায পড়ে, রোযা রাখে এবং নিজেকে 'মুসলিম' ধারণা করে। কেননা, ঈমান উক্ত আচরণ থেকে মু'মিনকে বিরত রাখে। তা সত্ত্বেও যদি কোন মুসলিম উক্ত আচরণসমূহে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে, তাহলে জানতে হবে যে, তার ঈমান জাগ্রত নয়। সুতরাং সে ক্ষেত্রে সে পূর্ণ মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে। *(খামসূনা সুআলান অজাওয়াবান ফিল আক্বীদাহ ১/৭)*

(কর্মগত) মুনাফিকী। ঈমানের উদাহরণ হল সেই গাছের মত, যা পবিত্র পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়। আর মুনাফিকী হল ফোঁড়ার মত, যা বদ রক্ত ও পুঁজ দ্বারা পরিপুষ্ট হয়। সুতরাং এমন হৃদয়ে উভয়ের মধ্যে যে বিজয়ী হয়, সেই হৃদয়ের মানুষ সেই দিকে ঢলে যায়।’ *(ঈমান, ইবনে তাইমিয়্যাহ ১/১০৬)*

কোন কোন মুনাফিক কাফের এবং কোন কোন মুনাফিক ফাসেক। তাদের নেক আমল পণ্ড, আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

قُلْ أَنفِقُوا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْماً فَاسِقِينَ (٥٣) وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلا يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ (٥٤)

অর্থাৎ, তুমি (আরো) বলে দাও, তোমরা সন্তুষ্টির সাথে ব্যয় কর কিংবা অসন্তুষ্টির সাথে, তোমাদের পক্ষ থেকে তা কখনই গৃহীত হবে না; নিঃসন্দেহে তোমরা আদেশ লংঘনকারী (ফাসেক) সমাজ। আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে থাকে। *(সূরা তাওবাহ ৫৩-৫৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ-এর যুগে যে সকল মুনাফিক ছিল, তাদের জন্য তাঁর ক্ষমাপ্রার্থনাও কোন কাজে লাগেনি। মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে বললেন,

{سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٦) سورة المنافقون

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। *(সূরা মুনাফিকূন ৬ আয়াত)*

{اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاَ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ اللّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٨٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না; যেহেতু তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে। আর

আল্লাহ অবাধ্য সম্প্রদায়কে পথপ্রদর্শন করেন না। *(সূরা তাওবাহ ৮০ আয়াত)*

পরবর্তীতে তাঁকে তাদের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে এবং তাদের কবরের ধারে-পাশে দাঁড়াতে নিষেধ করা হল। মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন মারা গেল, তখন আল্লাহর রসূল ﷺ-কে তার জানাযা পড়ার জন্য আহবান করা হল। আল্লাহর রসূল ﷺ জানাযা পড়ার জন্য উঠে দাঁড়ালেন। উমার বিন খাত্তাব ؓ তাঁর কাপড় ধরে বাধা দিয়ে বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি ওর জানাযা পড়বেন, অথচ আল্লাহ আপনাকে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধ করেছেন?!’

আল্লাহর রসূল ﷺ মুচকি হেসে বললেন, “আমাকে ছেড়ে দাও হে উমার!” কিন্তু উমার ؓ বাধা দিতেই থাকলে তিনি বললেন, “আমাকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছে। সুতরাং আমি একটি এখতিয়ার গ্রহণ করেছি। আমাকে বলা হয়েছে, ‘তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর (উভয়ই সমান); যদি তুমি তাদের জন্য সত্তর বারও ক্ষমা প্রার্থনা কর, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।’ সুতরাং আমি যদি জানতাম যে, সত্তর বারের অধিক ক্ষমাপ্রার্থনা করলে আল্লাহ তাকে ক্ষমা ক’রে দেবেন, তাহলে আমি সত্তর বারের বেশী ক্ষমা প্রার্থনা করতাম।”

উমার ؓ বললেন, ‘সে একজন মুনাফিক।’

কিন্তু মহানুভব মহানবী ﷺ উমার ؓ-এর সে বাধা উপেক্ষা ক’রে সকরুণ হৃদয় নিয়ে তার জানাযা পড়লেন। সাহাবাগণও সেই জানাযায় অংশগ্রহণ করলেন। অতঃপর নবী ﷺ তার কবরের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। তাকে দাফন করার কাজ শেষ হলে তিনি ফিরে এলেন। অতঃপর কিছুক্ষণের মধ্যেই আল্লাহর তরফ থেকে নির্দেশ নিয়ে আয়াত অবতীর্ণ হল,

{وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا وَلاَ تَقُمْ عَلَىَ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُواْ وَهُمْ فَاسِقُونَ } (٨٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। *(সূরা তাওবাহ ৮৪ আয়াত)*

এই নির্দেশের পর মহানবী ﷺ আজীবন আর কোন মুনাফিকের জানাযা পড়েননি এবং তার কবরের পাশে দাঁড়াননি। *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ প্রমুখ)*

বলাই বাহুল্য যে, এই নির্দেশের ভিত্তিতে কোন মুনাফিকের জানাযায় অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়। বৈধ নয় তাদের জন্য দুআ করা। আর দুআর অনুষ্ঠান বা মীলাদ পড়া তো এমনিই বিদআত। মুনাফিকের জন্য তা হারাম ও বিদআত উভয়ই। আত্মীয়তা বা রাজনীতির খাতিরেও সে জানাযা বা দুআ-অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ বৈধ হবে না। কারণ, হারাম জেনেও লোককে দেখানোর জন্য তাতে অংশগ্রহণ করাও এক প্রকার মুনাফিকী।

কিন্তু কেউ যদি তাতে বাধ্য হন এবং তিনি যদি আল্লাহর নির্দেশে পরিপূর্ণ ঈমান রাখেন, তাহলে তিনি কি অন্তর থেকে তার জন্য দুআ করবেন ভাবছেন? কক্ষনই না। আল্লাহর বন্ধু কোনদিন সেই মানুষকে ক্ষমা করতে বলবেন না, যে মানুষ মুসলিমদের শত্রু, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দুশমন।

মুনাফিকরা অভিশপ্ত, ক্ষমা করা হবে না তাদেরকে বিচারের দিনে। মহান আল্লাহ তাদের জন্য জাহান্নামের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

{وَعَدَ الله الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ} (٦٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও কাফেরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, এটা তাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ করেছেন। আর তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী শাস্তি। *(সূরা তাওবাহ ৬৮ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, কিয়ামতের দিন ঈমানদারকে রাব্বুল আলামীনের এত নিকটে নিয়ে আসা হবে যে, আল্লাহ তাআলা তার উপর নিজ পর্দা রেখে তার পাপসমূহের স্বীকারোক্তি আদায় করে নেবেন। তাকে জিজ্ঞেস করবেন, এই পাপ তুমি জান কি? এই পাপ চিন কি? মু'মিন বলবে, হে আমার প্রতিপালক! আমি জানি। অতঃপর যখন সে ভাববে যে, সে ধ্বংস হয়ে যাবে, তখন তিনি বলবেন, আমি পৃথিবীতে তোমার পাপকে গোপন রেখেছি, আর আজ তা তোমার জন্য ক্ষমা করে দিচ্ছি। অতঃপর তাকে তার নেক আমলের আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফিকের ব্যাপারে সাক্ষী (ফিরিশ্তা)গণ বলবেন, এরা ঐ লোক যারা নিজেদের প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছিল। জেনে রেখো, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। *(বুখারী ও মুসলিম, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

আজ মুনাফিকরা মুসলিমদের সাথে বাস করছে। কিন্তু কাল তাদেরকে ছাঁটাই-

বাছাই ক'রে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। আজ মুসলিমরা তাদেরকে সাথে নিয়ে দুনিয়া করতে বাধ্য। কিন্তু কাল তাদেরকে সাথছাড়া ক'রে দেবে। সেদিন তাদের হবে নিকৃষ্ট ঠিকানা। মহান আল্লাহ বলেন,

يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٢) يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُوراً فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ (١٣) يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ (١٤) فَالْيَوْمَ لا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ (١٥) سورة الحديد

অর্থাৎ, সেদিন তুমি মু'মিন নর-নারীদেরকে দেখবে, তাদের সামনে ও ডানে তাদের আলো প্রবাহিত হবে। (বলা হবে,) 'আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের; যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য।' সেদিন মুনাফিক (কপট) পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদেরকে বলবে, 'তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো কিছু গ্রহণ করতে পারি।' বলা হবে, 'তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর।' অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে করুণা এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমরা কি (দুনিয়ায়) তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' তারা বলবে, 'অবশ্যই, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত অলীক আশা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল; আর আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী। আর কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম!' *(সূরা হাদীদ ১২-১৫ আয়াত)*

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের পর রাসূলুল্লাহ ﷺ তখনো মুরাইসী' ঝর্ণার নিকট অবস্থান করছিলেন, এমন সময় কতকগুলো লোক পানি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে সেখানে আগমন করে। আগমনকারীদের মধ্যে উমার ؓ-এর একজন শ্রমিক ছিল, যার নাম ছিল জাহজাহ গিফারী। ঝর্ণার নিকট আরো একজন ছিল, যার নাম ছিল সিনান বিন অবার জুহানী। কোন কারণে এই দু'জনের মধ্যে বাক-বিতন্ডা হতে হতে শেষ পর্যায়ে ধস্তাধস্তি ও মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। এক পর্যায়ে জুহানী চিৎকার শুরু ক'রে দেয়, 'হে আনসার দল! (আমাকে সাহায্যের জন্য দ্রুত এগিয়ে এস।)' অপর পক্ষে জাহজাহ আহবান করতে থাকে, 'হে মুহাজির দল! (আমাকে সাহায্য করার জন্য তোমরা শীঘ্র এগিয়ে এস।)'

রসূল ﷺ তা দেখে বললেন, "আমি তোমাদের মধ্যে বর্তমান আছি অথচ তোমরা অজ্ঞতার যুগের আচরণ করছ? তোমরা এসব পরিহার করে চল, এ সব হচ্ছে দুর্গন্ধযুক্ত।"

আব্দুল্লাহ বিন উবাই উক্ত ঘটনা অবগত হয়ে ক্রোধে একদম ফেটে পড়ল এবং বলল, 'এর মধ্যেই এই রকম কার্যকলাপ শুরু করেছে? আমাদের অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে তারা আমাদের সঙ্গেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু করেছে এবং আমাদের সমকক্ষ হতে চাচ্ছে? আল্লাহর কসম! আমাদের এবং তাদের উপর সেই উদাহরণ প্রযোজ্য হতে যাচ্ছে, যা পূর্বযুগের লোকেরা বলেছে, "নিজের কুকুরকে লালন-পালন ক'রে হৃষ্টপুষ্ট কর, যেন সে তোমাকে ফেড়ে খেতে পারে।" (অর্থাৎ, আমরা যেন দুধ দিয়ে কালসাপ পুষছি!) শোন, আল্লাহর কসম! যদি আমরা ফিরে যেতে পারি, তাহলে দেখবে যে, আমাদের সম্মানিত ব্যক্তিগণই হীন ব্যক্তিদেরকে মদীনা থেকে অবশ্যই বহিষ্কার করবে।'

অতঃপর উপস্থিত লোকজনদেরকে লক্ষ্য ক'রে সে বলল, 'এই বিপদ তোমরা নিজেরাই ক্রয় করেছ। তোমরা তাদেরকে নিজ শহরে স্থান দিয়েছ এবং আপন আপন সম্পদ বন্টন করে দিয়েছ। দেখ! তোমাদের হাতে যা কিছু আছে তা দেওয়া যদি বন্ধ করে দাও, তাহলে সে তোমাদের শহর ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবে।'

ঐ সময় উক্ত বৈঠকে যায়েদ বিন আরক্বাম নামক এক যুবক সাহাবী উপস্থিত ছিলেন। তিনি এসে তাঁর চাচাকে ঐ সমস্ত কথা বলে দিলেন। তাঁর চাচা তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে সবকিছু অবহিত করলেন। সে সময় সেখানে উমার ؓ উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আব্বাদ বিন বিশ্‌রকে নির্দেশ দিন, সে

জাহান্নামের বিভিন্ন স্তর আছে। পানির সর্বনিম্নে যেমন চাপ বেশী থাকে, আগুনের সর্বনিম্নে তেমনি চাপ ও তাপ বেশী থাকবে। আর সেই সর্বনিম্ন স্তরে স্থান পাবে কপটরা। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَن تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا} (١٤٥)

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা অবশ্যই দোযখের সর্বনিম্ন স্তরে অবস্থান করবে এবং তাদের জন্য তুমি কখনও কোন সাহায্যকারী পাবে না। *(সূরা নিসা ১৪৫)*

আজ আইনের সাহারা নিয়ে কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতায় মুনাফিকরা বেঁচে যেতে পারে, কিন্তু কাল কোন সরকার, কোন পীর-আউলিয়া, কোন ওজর-অজুহাত তাদেরকে সাহায্য করতে পারবে না।

বাংলার প্রবাদে বলে, 'দোদেল বান্দা কলেমা চোর, না পায় বেহেশ্ত্ না পায় গোর।'

মুনাফিকদের সাথে মুসলিমদের সহাবস্থান

যেহেতু তারা মুসলিম সমাজে মিশে থাকে, সেহেতু তারা মুসলিমদের মতই। তাদের সাথে মুসলিমরা মুসলিম মনে ক'রেই ব্যবহার ও লেনদেন করবে। মহানবী ﷺ-এর যুগের মুনাফিকদের সাথে তিনি তাই করেছিলেন।

যায়েদ ইবনে আরক্বাম ؓ বলেন, আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সঙ্গে এক সফরে বের হলাম, যাতে লোকেরা সাংঘাতিক কষ্ট পেয়েছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (মুনাফিকদের সর্দার, স্বমতাবলম্বী লোকদেরকে সম্বোধন ক'রে) বলল, 'তোমরা আল্লাহর রসূলের সঙ্গীদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা সরে দাঁড়ায়।' এবং সে আরো বলল, 'আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে। (যায়েদ বলেন,) আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এসে তা জানিয়ে দিলাম। সুতরাং রাসূলুল্লাহ ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে উবাইকে ডেকে পাঠালেন। আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই (কিন্তু) বারবার শপথ করে বলল যে, সে তা বলেনি। লোকেরা বলল, 'যায়েদ রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে মিথ্যা কথা বলেছে।' (যায়েদ বলেন,) লোকেদের কথা শুনে আমার মনে অত্যন্ত দুঃখ হল। অবশেষে আল্লাহ আমার কথার সত্যতায় সূরা 'ইযা জা-আকাল মুনাফিকুন' অবতীর্ণ করলেন। তারপর নবী ﷺ (আল্লাহর নিকট) তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ডাকলেন। কিন্তু তারা নিজেদের মাথা ফিরিয়ে নিল। *(বুখারী ও মুসলিম)*

ওকে হত্যা করুক।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "উমার! এ কাজ কি করে সম্ভব? লোকে বলবে যে, মুহাম্মাদ নিজের সঙ্গী-সাথীদের হত্যা করছে। না, তা হতে পারে না। তবে তোমরা কুচ করার কথা ঘোষণা করে দাও।"

সময় ও অবস্থাটা তখন এমন ছিল, যে সময়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ কুচ করতেন না। সুতরাং লোকজনেরা কুচ করতে শুরু করল। এমন সময়ে উসাইদ বিন হুযাইর ؓ নবী ﷺ-এর খিদমতে উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকে সালাম জানানোর পর আরজ করলেন, 'আজ এমন অসময়ে যাত্রা আরম্ভ করা হল (কি ব্যাপার)?'

নবী ﷺ বললেন, "তোমাদের সাথী (অর্থাৎ, ইবনে উবাই) যা বলেছে, তার সংবাদ কি তুমি পাওনি?" জিজ্ঞাসা করলেন, 'সে কী বলেছে?' নবী ﷺ বললেন, "তার ধারণা হচ্ছে এই যে, সে যদি মদীনায় প্রত্যাবর্তন করে, তাহলে সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ হীন ব্যক্তিবর্গকে মদীনা থেকে বহিস্কার করে দেবে।"

তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি যদি চান, তাহলে আমরা তাকেই মদীনা থেকে বের করে দেব। আল্লাহর কসম! সেই হীন এবং আপনি পরম সম্মানিত।'

অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তার সঙ্গে সহনশীলতা ব্যবহার করুন। কারণ, আল্লাহই ভাল জানেন। তিনি আপনাকে আমাদের মাঝে এমন এক সময়ে নিয়ে আসেন, যখন তার গোত্রীয় লোকেরা তাকে মুকুট পরানোর জন্য মণিমুক্তার মুকুট তৈরী করছিল। এ কারণে এখন সে মনে করছে যে, আপনি তার নিকট থেকে তার রাজত্ব কেড়ে নিয়েছেন।'

অতঃপর তিনি সন্ধ্যা পর্যন্ত পূর্ণ দিবস এবং সকাল পর্যন্ত পূর্ণ রাত্রি পথ চলতে থাকেন। এমনকি পরবর্তী দিনের পূর্বাহ্ন ঐ সময় পর্যন্ত ভ্রমণ অব্যাহত রাখেন, যখন রৌদ্রের প্রখরতা বেশ কষ্টদায়ক অনুভূত হচ্ছিল। এরপর এক জায়গায় অবতরণপূর্বক শিবির স্থাপন করা হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সফরসঙ্গীগণ এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, ভূমিতে দেহ রাখতে না রাখতেই সকলে ঘুমে অচেতন হয়ে পড়েন। এই একটানা দীর্ঘ ভ্রমণের ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, লোকজনেরা যেন আরামে বসে গল্প-গুজব করার সুযোগ না পায়।

এদিকে আব্দুল্লাহ বিন উবাই যখন জানতে পারল যে, যায়েদ বিন আরক্বাম তার সমস্ত কথাবার্তা প্রকাশ করে দিয়েছে, তখন সে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খিদমতে

উপস্থিত হল এবং বলল যে, 'আল্লাহর শপথ! যায়েদ আপনাকে যে সকল কথা বলেছে, আমি তা কখনই বলিনি এবং এমন কি মুখেও আনিনি।'

ঐ সময় আনসার গোত্রের যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এখন ও নাবালক ছেলেই আছে এবং হয়তো ওর শুনতে ভুল হয়েছে। সে ব্যক্তি যা বলেছিল, তা হয়তো ও ঠিক-ঠিকভাবে স্মরণ রাখতে পারেনি।'

এ কারণে নবী ﷺ ইবনে উবাইয়ের কথা সত্য বলে মেনে নিলেন। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যায়েদ ؓ বলেন, এরপর এই ব্যাপারে আমি এতই দুঃখিত হয়ে পড়েছিলাম যে, ইতিপূর্বে আর কখনই কোন ব্যাপারে আমি এতটা দুঃখিত হইনি। সেই চিন্তাজনিত দুঃখে আমি বাড়িতেই বসে রইলাম। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা সূরা মুনাফিকূন অবতীর্ণ করলেন, যার মধ্যে উভয় প্রসঙ্গেই উল্লেখ রয়েছে ঃ-

"যখন মুনাফিক (কপট)রা তোমার নিকট আসে, তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিরত রাখে। তারা যা করছে তা কত মন্দ! এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা বুঝবে না। তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যখন কথা বলে তখন তুমি সাগ্রহে তা শ্রবণ কর; তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটি, তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? যখন তাদেরকে বলা হয় তোমরা এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করবেন, তখন তারা মাথা ফিরিয়ে নেয় এবং তুমি তাদেরকে দেখবে যে, তারা দম্ভভরে ফিরে যায়। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর অথবা না কর, উভয়ই তাদের জন্য সমান। আল্লাহ তাদেরকে কখনো ক্ষমা করবেন না। আল্লাহ পাপাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। তারাই বলে, আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। বস্তুতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা বুঝে না।) তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে। বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু

মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না। *(১-৮ আয়াত)*

যায়েদ বলেন, এরপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে ডেকে পাঠালেন এবং এই আয়াতগুলি পাঠ করে শোনালেন। অতঃপর বললেন, আল্লাহ তাআলা তোমার কথার সত্যায়ন করেছেন।" *(বুখারী, ইবনে হিশাম ২/২৯০-২৯২ পৃঃ)*

উল্লিখিত মুনাফিকের সন্তানের নামও ছিল আব্দুল্লাহ। সন্তান ছিলেন পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত, অত্যন্ত সৎ স্বভাবের মানুষ এবং উত্তম সাহাবাদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি পিতার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে মদীনার দরজায় দন্ডায়মান হলেন। যখন তার পিতা সেখানে গিয়ে পৌঁছল, তখন তিনি বললেন, 'আল্লাহর কসম! তুমি এখান থেকে আর এক পা-ও অগ্রসর হতে পারবে না; যতক্ষণ রাসূলুল্লাহ ﷺ অনুমতি না দিবেন। কারণ, তিনিই পবিত্র ও সম্মানিত এবং তুমিই হীন ও নিকৃষ্ট।'

এরপর নবী করীম ﷺ যখন সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে মদীনা প্রবেশের অনুমতি দিলেন, তখন পুত্র পিতার পথ ছেড়ে দিলেন। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের ঐ ছেলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এই বলে আরজ করলেন, 'আপনি তাকে হত্যা করার ইচ্ছা পোষণ করলে আমাকে নির্দেশ প্রদান করুন। আল্লাহর কসম! আমি তার মস্তক কেটে এনে আপনার খিদমতে হাযির করে দেব। *(আর-রাহীকুল মাখতূম ২/১৩৮-১৪১)*

কিন্তু নিতান্ত দূরদর্শী ও প্রজ্ঞার অধিকারী নবী তাঁকেও সে কাজে অনুমতি না দিয়ে ক্ষমা করে দিলেন।

যেহেতু বাহ্যিকভাবে তারা মুসলিম এবং তাদেরকে হত্যা করলে অমুসলিমরা নিজেদের সাথী-সঙ্গী হত্যা করা হচ্ছে মনে করবে, তাই তাদেরকে হত্যা করা নিষেধ ছিল।

একদা এক মুনাফিক মহানবী ﷺ-এর গনীমত ভাগ করার ব্যাপারে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে 'ইনসাফহীন' বলে অপবাদ দিলে উমার বিন খাত্ত্বাব ও খালেদ বিন অলীদ তাকে হত্যা করার ব্যাপারে অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি বলেছিলেন, "না। হয়তো বা সে নামায পড়ে।"

খালেদ বলেছিলেন, 'কিন্তু কত নামাযী এমন আছে, যারা মুখে যা বলে, মনে তা মানে না।'

মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "আমি মানুষের মন ও হৃদয় চিরে দেখতে আদিষ্ট

হইনি।" *(ইরওয়াউল গালীল ৩/৩৬৯)*

অনুরূপ অন্য অনেক মুনাফিককে হত্যা করতে অনুমতি চাওয়া হলে, তিনি বলেছিলেন, "না। লোকে বলবে, মুহাম্মাদ তার নিজের সঙ্গীদেরকে হত্যা করছে।"

তাদেরকে হত্যা করার ব্যাপারে তাঁকে এখতিয়ার দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তিনি হত্যা না করাটাই গ্রহণ করেছিলেন। মহান আল্লাহ বলেছিলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ} (٧٣) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম, আর তা কত নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তনস্থল! *(সূরা তাওবাহ ৭৩, তাহরীম ৯ আয়াত)*

বিশেষ এক শ্রেণীর মুনাফিকের জন্য বলেছিলেন,

{مَلْعُونِينَ أَيْنَمَا ثُقِفُوا أُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقْتِيلًا} (٦١) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তারা অভিশপ্ত ; ওদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে, সেখানেই ধরা হবে এবং নির্দয়ভাবে হত্যা করা হবে। *(সূরা আহযাব ৬১ আয়াত)*

কিন্তু বর্তমানে কোন মুসলিম রাষ্ট্র কোন মুনাফিক সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হলে তাকে হত্যা করতে পারে। ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, 'নিশ্চিত মুনাফিককে হত্যা না করার বিধান কেবল নবী ﷺ-এর জীবনে ছিল।' *(আল-ক্বাওলুল মুফীদ ২/১৯১)*

প্রিয় পাঠক! এবারে আসুন, আমরা মুনাফিকদের স্বভাব-চরিত্র ও নিদর্শনাবলী নিয়ে আলোচনা করি। আল্লাহ আমাদেরকে মুনাফিক ও মুনাফিকী থেকে দূরে রাখুন। আমীন।

মিথ্যাবাদিতা

মুনাফিকদের চরিত্রই হল সত্যের বিপরীত। তাদের একটি চরিত্রগত গুণ মিথ্যা বলা। এরা কথায় কথায় মিথ্যা বলে। নিজের স্বার্থের জন্য, নিজেকে বাঁচানোর জন্য এরা হলাহল মিথ্যা বলে। মিথ্যা না বললে এদের ব্যবসা চলে না, দুনিয়া চলে না, রাজনীতি চলে না, সংসার চলে না। মিথ্যাবাদিতাই এদের ধর্ম।

মহান আল্লাহ বলেন,

{لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لاَّتَّبَعُوكَ وَلَكِن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَاللّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ}

অর্থাৎ, আশু লাভের সম্ভাবনা থাকলে এবং সফরও সহজ হলে তারা অবশ্যই তোমার সহগামী হতো, কিন্তু তাদের নিকট পথের দূরত্বই দীর্ঘতর বোধ হতে লাগল। আর তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, যদি আমাদের সাধ্য থাকত, তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে বের হতাম। তারা (মিথ্যা বলে) নিজেরাই নিজেদেরকে ধ্বংস করছে। আর আল্লাহ জানেন যে, নিশ্চয় তারা মিথ্যাবাদী। *(সূরা তাওবাহ ৪২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{أَلَمْ تَرى إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَداً أَبَداً وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (١١) لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الأَدْبَارَ ثُمَّ لا يُنْصَرُونَ} (١٢) سورة الحشر

অর্থাৎ, তুমি কি মুনাফিকদেরকে দেখনি? তারা আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তাদের সেই ভাইদেরকে বলে, তোমরা যদি বহিষ্কৃত হও, তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদের সাথে দেশত্যাগী হব এবং আমরা তোমাদের ব্যাপারে কখনো কারো কথা মানব না এবং যদি তোমরা আক্রান্ত হও, তবে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করব। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। বস্তুতঃ তারা বহিষ্কৃত হলে মুনাফিকরা তাদের সাথে দেশ ত্যাগ করবে না এবং তারা আক্রান্ত হলে তারা তাদেরকে সাহায্য করবে না এবং তারা সাহায্য করতে এলেও অবশ্যই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, অতঃপর তারা কোন সাহায্যই পাবে না। *(সূরা হাশ্‌র ১১-১২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{إِذَا جَاءكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ} (١) سورة المنافقون

অর্থাৎ, যখন মুনাফিক (কপট)রা তোমার নিকট আসে তখন তারা বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি নিশ্চয়ই

তাঁর রসূল এবং আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। *(সূরা মুনাফিকূন ১ আয়াত)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিকের চিহ্ন তিনটি; (১) কথা বললে মিথ্যা বলে। (২) ওয়াদা করলে তা ভঙ্গ করে এবং (৩) তার কাছে আমানত রাখা হলে তার খিয়ানত করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, "যদিও সে রোযা রাখে এবং নামায পড়ে ও ধারণা করে যে, সে মুসলিম (তবুও সে মুনাফিক)।"

অন্য বর্ণনায় রয়েছে, "চারটি স্বভাব যার মধ্যে থাকবে সে খাঁটি মুনাফিক গণ্য হবে। আর যে ব্যক্তির মাঝে তার মধ্য হতে একটি স্বভাব থাকবে, তা ত্যাগ না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফিকদের একটি স্বভাব থেকে যাবে। (সে স্বভাবগুলি হল,) ১। তার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে। ২। কথা বললে মিথ্যা বলে। ৩। ওয়াদাহ করলে তা ভঙ্গ করে এবং ৪। ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হলে অশ্লীল ভাষা বলে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

বিশ্বাসঘাতকতা ও চুক্তি ভঙ্গ করা

মুনাফিকদের একটি স্বভাব হল, তারা কোন কাজের ওয়াদা ক'রে তা পালন করে না, কিছুতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়ে তা পূরণ করে না, কাউকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে না, কারো সাথে করা চুক্তি পুরা করে না। বরং এরা ওয়াদা-খেলাপি করে, অঙ্গীকার নষ্ট করে, প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি ভঙ্গ করে, মানুষকে ধোঁকা দেয়, মুসলিমদের সাথে প্রতারণা করে, যুদ্ধের ক্ষেত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা ও মীরজাফরী করে। আল্লাহর নবী ﷺ-এর জীবনে তারা এ চরিত্রের প্রকৃষ্ট প্রমাণ দিয়েছে এবং আজও সে বিশ্বাসঘাতকতার প্রমাণ দুর্লভ নয়।

কিছু মুনাফিক আল্লাহর নামে নযর মেনে তাঁকে ফাঁকি দেয়। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ফেল করে! গলার নিচে কাঁটা গেলে মানত ভুলে যায়। অসুখের যন্ত্রণায় কৃত অঙ্গীকার সুখের আমেজে ভুলে যায়। মহান আল্লাহ তাদের সম্বন্ধে বলেন,

{وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (٧٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা দান-খয়রাত করব এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। পরিণামে আল্লাহ তাদের শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরসমূহে মুনাফিকী (কপটতা) স্থায়ী করে দিলেন তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার দিন পর্যন্ত। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যা বলত। *(সূরা তাওবাহ ৭৫-৭৭ আয়াত)*

অনুরূপ এক শ্রেণীর মানুষের জন্য মহান আল্লাহ বলেন,

هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ لَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (٢٢) فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (٢٣)

অর্থাৎ, তিনিই (সেই মহান সত্তা), যিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে ও জলভাগে ভ্রমণ করান; এমন কি যখন তোমরা নৌকায় অবস্থান কর আর সেই নৌকাগুলো লোকদের নিয়ে অনুকূল বায়ুর সাহায্যে চলতে থাকে, আর তারা তাতে আনন্দিত হয়। (হঠাৎ) তাদের উপর এক প্রচণ্ড (প্রতিকূল) বায়ু এসে পড়ে এবং প্রত্যেক দিক হতে তাদের উপর তরঙ্গমালা ধেয়ে আসে, আর তারা মনে করে যে, তারা (বিপদে) বেষ্টিত হয়ে পড়েছে, (তখন) সকলে আল্লাহর আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে, '(হে আল্লাহ!) যদি আপনি আমাদেরকে এ হতে রক্ষা করেন, তাহলে আমরা অবশ্যই কৃতজ্ঞ হয়ে যাব।' অতঃপর যখনই আল্লাহ তাদেরকে উদ্ধার করেন, তখনই তারা ভূ-পৃষ্ঠে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহাচরণ করতে থাকে। হে লোক সকল! (শুনে রাখ) তোমাদের বিদ্রোহাচরণ তোমাদেরই (জন্য ক্ষতিকর) হবে, (এ হল) পার্থিব জীবনের উপভোগ্য, তারপর আমারই দিকে তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। অতঃপর আমি তোমাদেরকে তোমাদের যাবতীয় কৃতকর্ম জানিয়ে দেব। *(সূরা ইউনুস ২২-২৩ আয়াত)*

অনুরূপ একই শ্রেণীর এক দম্পতির জন্য তিনি বলেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلاً خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ (١٨٩) فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحاً جَعَلاَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ} (١٩٠)

অর্থাৎ, তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতে সৃষ্টি করেছেন এবং তা থেকে তার সঙ্গিনী সৃষ্টি করেছেন, যাতে সে তার নিকট শান্তি পায়। অতঃপর যখন সে তার সাথে মিলন করে, তখন সে এক লঘু গর্ভ ধারণ করে এবং এ নিয়ে সে (চলাফেরা ক'রে) কাল অতিবাহিত করে। অতঃপর তার গর্ভ যখন গুরুভার হয়, তখন তারা উভয়ে তাদের প্রতিপালক আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করে, 'যদি তুমি আমাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান কর, তাহলে অবশ্যই আমরা কৃতজ্ঞ থাকব।' সুতরাং তিনি যখন তাদেরকে এক পূর্ণাঙ্গ সন্তান দান করেন, তখন তারা তাদেরকে যা দেওয়া হয়, সে সম্বন্ধে আল্লাহর অংশী করে। কিন্তু তারা যাকে অংশী করে, আল্লাহ তা অপেক্ষা অনেক ঊর্ধ্বে। *(সূরা আ'রাফ ১৮৯-১৯০ আয়াত)*

বড় দুঃখের কথা যে, কিছু মানুষ ওয়াদার সাথে 'ইনশাআল্লাহ' যোগ করে। তা কিন্তু গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য অথবা আল্লাহর সাহায্য কামনার জন্য নয়। বরং ধোকা দেওয়ার জন্যই ব্যবহার ক'রে থাকে।

প্রসিদ্ধ আছে যে, এক অমুসলিম এক মুসলিমকে কিছু টাকা ঋণ দিয়েছিল। চাইতে গেলে সে বলত, 'আগামী সপ্তাহে দেব ইনশাআল্লাহ।' পরের সপ্তাহে গেলে সে একই কথা বলত, 'আগামী সপ্তাহে দেব ইনশাআল্লাহ।'

এইভাবে গিয়ে গিয়ে তার পায়ের চপ্পল ক্ষয় হয়ে গেল। একদিন ফেরার পথে অন্য এক মুসলিমের সাথে দেখা হলে অমুসলিম ভদ্র লোকটি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ইনশাল্লা মানে কি?'

ব্যাপার জানতে চাইলে সে ঘটনা খুলে বলল। মুসলিম লোকটি তাকে বলল, অমুককে আপনি টাকা ধার দিয়েছেন? ওর 'ইনশাল্লা' মানে 'দেব নারে শালা!'

আর এ কথা বিদিত যে, মুনাফিক মুসলিম অপেক্ষা অমুসলিম অনেক ক্ষেত্রে ভাল।

অশ্লীল বলা

কথায় কথায় অশ্লীল ভাষা প্রয়োগ করা এবং বিশেষ করে তর্ক-বিবাদ বা ঝগড়ার সময় খারাপ কথা বলা, রেগে গেলে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করা অসভ্য মুনাফিকদের আচরণ। এদের মন যেমন নাপাক, তেমনি মুখও বড় নাপাক। মুখ

আয়াত)

এ বিধান মু'মিন মান্য করে। কিন্তু মুনাফিক অমান্য করে।

আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়া

মুনাফিকদের একটি চরিত্র হল, তারা আল্লাহ, তাঁর রসূল ও মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেয়। মুনাফিকদের বিশ্বাস না থাকার কারণে তারা আল্লাহকেও ধোঁকা দিতে চায়। রসূল ﷺ-কে ধোঁকা দেওয়া যায়, মুসলিমদেরকে ধোঁকা দেওয়া যায়, কিন্তু আল্লাহকে কিভাবে ধোঁকা দেওয়া যায়? আল্লাহ গায়বের খবর জানেন, সকলের অন্তরের খবর তাঁর নিকট স্পষ্ট। অন্তর্যামীকে প্রতারিত করা যায় কিভাবে?

আসলে তাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে, সেই ব্যাধির কারণে তারা নিজেদেরকেই ধোঁকা দিয়ে থাকে। অথবা তাদের বোধশক্তি নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٨) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلاَّ أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (٩) فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمْ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} (١٠)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী', কিন্তু তারা বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ এবং মু'মিনগণকে তারা প্রতারিত করতে চায়, অথচ তারা যে নিজেদের ভিন্ন কাউকেও প্রতারিত করে না। এটা তারা বুঝতে পারে না। তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ৮-১০ আয়াত)*

ইবাদতে আলস্য প্রদর্শন

মুনাফিকের একটি অভ্যাস হল, ইবাদতে অলসতা প্রদর্শন করা। আর এটাই স্বাভাবিক। যেহেতু তাদের হৃদয়ে আল্লাহর প্রতি যথেষ্ট বিশ্বাস নেই। সুতরাং তাঁর

খিস্তি করা এদের মজ্জাগত অভ্যাস। উপর্যুক্ত হাদীসে সে কথার সাক্ষী রয়েছে।

মহানবী ﷺ বলেন, "লজ্জাশীলতা ও মুখচোরামি ঈমানের দু'টি শাখা। আর মুখ খিস্তি করা ও বাক্পটু হওয়া মুনাফিকীর দু'টি শাখা।" *(তিরমিযী)*

খিয়ানত করা

পূর্বোক্ত একটি হাদীসে বলা হয়েছে, আমানতে খিয়ানত করা মুনাফিকীর একটি আলামত।

আল্লাহর দেওয়া সম্পদ, দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, ইবাদত ইত্যাদি আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

সরকারের দেওয়া দায়িত্ব, চাকুরিতে পাওয়া দায়িত্ব আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

অপরের ব্যবসা করলে তার দেওয়া মাল ও লাভ ইত্যাদি আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

কোন সমিতি, প্রতিষ্ঠান বা ফাণ্ড্ ইত্যাদির টাকা ইত্যাদি আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

স্কুল-কলেজ-মাদ্রাসার ছাত্ররা কর্তৃপক্ষ তথা শিক্ষকদের কাছে আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

নিজের ছেলেমেয়ে, স্ত্রী ইত্যাদি আপনার আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

স্বামীর ধন-মাল ও নিজের দেহ স্ত্রীর কাছে আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

প্রত্যেক দায়িত্বশীলের কাছে তার দায়িত্ব এক প্রকার আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়।

{إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ إِنَّ اللّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا} (٥٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, আমানত তার মালিককে প্রত্যর্পণ করবে। আর যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার-কার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট ! নিশ্চয় আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা নিসা ৫৮*

ইবাদতে উদ্যম প্রকাশ করবে কিভাবে? তারা তো কেবল মুসলিম সমাজে বাস ক'রে তাদেরকে ধোঁকা দিয়ে দেখানোর জন্য ইবাদত করে। আর যে কাজের পশ্চাতে স্পষ্ট কোন উদ্দেশ্য থাকে না, সে কাজে শৈথিল্য স্বাভাবিক। যে কাজের পরিণামে বিশ্বাস নেই, সেই কাজে গড়িমসি অবশ্যই হবে। যে কাজে কোন পারিশ্রমিক আছে বলে বিশ্বাস নেই, সে কাজ তো ভারী লাগবেই। এ জন্যই মুনাফিকদেরকে নামায ভারী লাগে। বিশেষ করে এশা ও ফজরের নামায তাদের জন্য বড় ভারী। সারাদিন মেহনতের পর মানুষ ক্লান্ত হয়ে রাতের খাবার খেয়ে ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে চায়। সেই ঘুম ঠেলে ওযূ ক'রে নামায পড়তে যাওয়া এবং ফজরের সময় ঘুম ছেড়ে গোসল ও ওযূ ক'রে নামায পড়া সহজ কাজ নয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিক (কপট)দের উপর ফজর ও এশার নামায অপেক্ষা অধিক ভারী নামায আর নেই। যদি তারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হত।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

বর্তমানে এশার নামায পড়ে খুব কম লোকই বিছানায় আশ্রয় গ্রহণ করে। চাষী ও মেহনতী মানুষ এবং যাদের ঘরে বা আড্ডাখানায় টিভি নেই তারা ছাড়া বাকী সবাই টিভির পর্দার সামনে অনেকটাই রাত কাটায়। ফলে তাদের পক্ষে এশার নামায সহজ হলেও ফজরের নামায ডবল ভারী হয়ে যায়। ঘড়ি বা মোবাইলে এলার্ম ব্যবহার ক'রে জাগতে পারে, কিন্তু ঘুমরানীর প্রেমমাখা বাহু সরিয়ে জাগলে সুখের আমেজ নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এমন সময় এলার্ম লাগায়, যে সময় তাকে ডিউটিতে যেতে হয়। কেননা, মাঝে ফজরের সময় উঠে নামায পড়ে পুনরায় শুলেও আর ঘুম আসে না অথবা নির্মল ঘুমে ব্যাঘাত ঘটে। এরা নামায পড়ে, কিন্তু তার সময় পার ক'রে পড়ে।

পক্ষান্তরে ফজরের নামায না পড়ে ঘুমিয়ে থাকলে তার পৃথক শাস্তি রয়েছে। এক রাতে মহানবী ﷺ স্বপ্নে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলেন, তিনি দেখলেন, এক ব্যক্তির মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছে। সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ করে তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে। *(বুখারী)*

মুনাফিকরা নামাযে গেলে জড়ানো পায়ে যায়। সবশেষে মসজিদে আসে, পিছন কাতারে দাঁড়ায়। নামাযে দাঁড়ালে শৈথিল্যের কারণে তাদের ঘন ঘন হাই ওঠে, গায়ে-পায়ে চুলকানি ধরে এবং তাদের মনের সাথে দেহের মধ্যেও চাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। নামাযে তাদের 'খুশূখুযূ' বা বিনয়ভাব থাকে না। তাদের দেহে অস্থিরতা লক্ষ্য করা যায়। জামাআত বা নামায ছুটে গেলে তাদের কোন আফসোস হয় না।

পক্ষান্তরে মু'মিনদের হৃদয় মসজিদের সাথে লটকে থাকে। অপেক্ষায় থাকে কখন আযান হবে? তারা নামাযের ব্যাপারে স্ফূর্তিময় আগ্রহী থাকে। নিজেদের নামাযে বিনয়নম্র থাকে। মহান আল্লাহ তাদের গুণ বর্ণনা ক'রে বলেছেন,

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ (٢)

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। *(সূরা মু'মিনূন ১-২ আয়াত)*

নামায আল্লাহর ভয় ও বিনয়-নম্রতা থেকে খালি হলে তা ধীর-স্থিরতার সাথে আদায় করা বড়ই কঠিন হয়। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

[وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ]

অর্থাৎ, বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। *(সূরা বাক্বারাহ ঃ ৪৫ আয়াত)*

হাদীসে নবী করীম ﷺ বলেন, "এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায, এটা মুনাফিকের নামায। সে বসে বসে সূর্যের অপেক্ষা করতে থাকে। অবশেষে যখন সূর্য শয়তানের দু'টি শিঙের মধ্যবর্তী স্থানে (অস্ত যাওয়ার কাছাকাছি সময়ে) পৌঁছে, তখন (ত্বরিঘড়ি) উঠে চারটি ঠোকর মেরে নেয়।" *(সহীহ মুসলিম, মাসাজিদ অধ্যায়, মুঅত্তা, কুরআন অধ্যায়)*

ইবাদতে লোকপ্রদর্শন

যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, তারা আবার তাঁর ইবাদত করবে কেন? আসলে তারা কোন না কোন স্বার্থে লোককে দেখিয়ে নামায পড়ে, লোককে দেখিয়ে দান-খয়রাত করে, সমাজে সুখ্যাতি ও সুনাম নেওয়ার জন্য ভালো কাজ করে। কোন ইবাদতেই তাদের আল্লাহর ভয় বা সওয়াবের আশা থাকে না, জাহান্নামের ভয় বা জান্নাতের আশা থাকে না। তাদের এ আচরণের কথা খোদ সৃষ্টিকর্তা বলে দিয়েছেন,

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى
يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায়, তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা

অল্পই স্মরণ করে থাকে। *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} (٥٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান করে থাকে। *(সূরা ৫৪ আয়াত)*

একদা সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামতের দিন আমরা কি আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পাব?' তিনি বললেন, "তোমরা কি মেঘহীন দিন-দুপুরে সূর্য দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর?" তাঁরা বললেন, 'জী না।' তিনি বললেন, "তোমরা কি মেঘহীন রাতে পূর্ণিমার চাঁদ দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর?" তাঁরা বললেন, 'জী না।' তিনি বললেন, "সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার জীবন আছে! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে দেখতে কোন অসুবিধা বোধ করবে না, যেমন ঐ দু'টির একটিকে দেখতে কোন অসুবিধা বোধ কর না। আল্লাহ বান্দার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে বলবেন, 'হে অমুক! তোমাকে কি সম্মানিত করিনি, তোমাকে কি নেতা বানাইনি? তোমাকে কি বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করিনি? তোমার জন্য কি ঘোড়া ও উটকে বশীভূত ক'রে দিইনি? তোমাকে কি নেতৃত্ব করতে ও ধন-মালে হুকুম চালাতে ছেড়ে দিইনি?' বান্দা বলবে, 'অবশ্যই।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি কি ধারণা করতে যে, তুমি আমার সাথে সাক্ষাৎ করবে?' বান্দা বলবে, 'না।' আল্লাহ বলবেন, 'তাহলে আমি তোমাকে ভুলে যাব, যেমন তুমি আমাকে ভুলে ছিলে।'

অতঃপর দ্বিতীয় এক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে অনুরূপ বলবেন। অতঃপর তৃতীয় এক বান্দার সাথে সাক্ষাৎ ক'রে অনুরূপ বলবেন। সে বলবে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার প্রতি, তোমার কিতাব ও রসূলসমূহের প্রতি ঈমান এনেছি, নামায পড়েছি, রোযা করেছি, দান-খয়রাত করেছি।' এই শ্রেণীর সে আরো যথাসাধ্য ভালো কাজের উল্লেখ করবে। আল্লাহ বলবেন, 'সুতরাং থামো এখানে!' অতঃপর বলবেন, 'এখন তোমার বিরুদ্ধে আমার সাক্ষী খাড়া করব।' সে তখন মনে মনে চিন্তা করবে, 'আমার বিরুদ্ধে কে সাক্ষি দেবে?' অতঃপর তার মুখে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হবে এবং তার জাং, মাংস ও হাড়কে বলা হবে, 'কথা বল।' সুতরাং তার জাং, মাংস ও হাড় তার কৃতকর্মের ব্যাপারে কথা বলবে; যাতে

তার কোন ওযর অবশিষ্ট না থাকে। এ হবে মুনাফিক। এ হবে সেই ব্যক্তি, যার প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত হবেন।" *(মুসলিম ৭৬২৮নং)*

এ কথা বিদিত যে, লোক দেখিয়ে কোন ইবাদত করা শির্ক।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন, "আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলে দেন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর করে পড়ে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেন, "তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শির্ক।" সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কি জিনিস?' উত্তরে তিনি বললেন, "রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন করে দুনিয়াতে তোমরা আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!" *(আহমাদ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাকীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)*

এ শির্কের ভয়াবহতা কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। *(সূরা মাউন ৪-৬ আয়াত)*

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ-

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও তাঁর (পৃথিবীতে) দেওয়া সকল নেয়ামত স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে

বিদআত। পক্ষান্তরে আল্লাহ ছাড়া অন্যের সন্তুষ্টি লাভের জন্য, লোককে দেখানোর জন্য, লোকের কাছে প্রসিদ্ধি ও সুনাম পাওয়ার জন্য কোন ইবাদত করা অথবা লোককে সন্তুষ্ট করতে কোন ইবাদত ত্যাগ করা রিয়া বা ছোট শির্ক। আর তা সাধারণতঃ মুনাফিকের কাজ।

আল্লাহর যিক্‌র না করা

আল্লাহর যিক্‌রের জন্য মুনাফিক খাড়া হয়, কিন্তু অবস্থা ও মুখের সাথে মনের সংযোগ থাকে না। ফলে যে নামায আল্লাহকে বিশেষভাবে স্মরণ করার জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, তাতেও সে ফাঁকি দেয়। মহান আল্লাহ বলেন - যেমন পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, "নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ করে থাকে।" *(সূরা নিসা ১৪২ আয়াত)*

অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণ নামে মাত্র করে অথবা নামায সংক্ষিপ্তাকারে পড়ে। যেমন অনেক ক্ষেত্রে নামাযের সময় গড়িয়ে কাকের দানা খাওয়ার মত ঠোকর মেরে দায় সারা ক'রে পড়ে নেয়।

আল্লাহর যিক্‌র তাদের মনে থাকে না। থাকবেই বা কেন? তারা তো আর আল্লাহকে যথার্থরূপে বিশ্বাস করে না। পক্ষান্তরে মু'মিনদের হৃদয় আল্লাহর যিক্‌রে প্রশান্ত থাকে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُواْ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللّهِ أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ} (২৮)

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের হৃদয় প্রশান্ত হয়। জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই হৃদয় প্রশান্ত হয়। *(সূরা রা'দ ২৮ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, মু'মিন হয়েও যদি কেউ নামায নষ্ট করে, সময় পার ক'রে নামায পড়ে, তাহলে তারও রেহাই নেই। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا }

অর্থাৎ, তাদের পর এল অপদার্থ পরবর্তীগণ, তারা নামায নষ্ট করল ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হল; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। *(সূরা মারয়্যাম ৫৯)*

গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে আদেশ করা হবে। তাঁরা তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নিয়ামতের বিনিময়ে তুমি কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্‌ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখেছ; যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ; যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হবে। তাঁরা তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুজীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নিয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নিয়ামতের বিনিময়ে কি আমল করে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও, সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর ফিরিশ্তাবর্গকে হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং, নাসাঈ)*

তিনি আরো বলেছেন যে, "যে ব্যক্তি লোককে শুনাবার জন্য (সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে) আমল করবে আল্লাহ তার সেই (বদ নিয়তের) কথা সারা সৃষ্টির সামনে (কিয়ামতে) প্রকাশ করে তাকে ছোট ও লাঞ্ছিত করবেন।" *(ত্বাবারানী, বাইহাকী, সহীহ তারগীব ২৩ নং)*

বলাই বাহুল্য যে, প্রত্যেক আমল ও ইবাদত কবুল হওয়ার মৌলিক শর্ত হল দুটি; ইখলাস ও মুহাম্মাদী তরীকা। এ দুই শর্ত পূরণ ছাড়া আমল হয় শির্ক, না হয়

وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٦٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিক পুরুষেরা এবং মুনাফিক নারীরা এক অপরের অনুরূপ। তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের হাতগুলিকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই হচ্ছে অতি অবাধ্য। *(সূরা তাওবাহ ৬৭ আয়াত)*

{اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (١٩) سورة المجادلة

অর্থাৎ, শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা হল শয়তানের দল। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। *(সূরা মুজাদিলাহ ১৯ আয়াত)*

মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে তাদের মত হতে নিষেধ করেছেন, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়। তিনি বলেছেন,

{وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (١٩)

অর্থাৎ, তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা আল্লাহকে বিস্মৃত হয়েছে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করেছেন। তারাই তো পাপাচারী। *(সূরা হাশ্‌র ১৯)*

জুমআহ ও জামাআত ত্যাগ করা

জুমআহ ও জামাআত ত্যাগ করা মুনাফিকদের একটি নিদর্শন। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিনা ওজরে তিনটি জুমআহ ত্যাগ করবে, সে মুনাফিকদের দলভুক্ত গণ্য হবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৬১৪৪নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, মুনাফিক (কপট)দের উপর ফজর ও এশার নামায অপেক্ষা অধিক ভারী নামায আর নেই। যদি তারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানত তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হতো। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাকে এ কথা আনন্দ দেয় যে, সে কাল কিয়ামতের দিন আল্লাহর সঙ্গে মুসলিম হয়ে সাক্ষাৎ করবে, তার

নামায বিনষ্ট করার অর্থ একেবারে নামায না পড়া; যা মূলতঃ কুফরী, অথবা নামাযের সময় বিনষ্ট করা; যার অর্থ সঠিক সময়ে নামায আদায় না করা, যখন ইচ্ছা পড়া বা বিনা ওযরে দুই বা ততোধিক নামাযকে একত্রে পড়া, অথবা কখনো দুই, কখনো চার, কখনো এক, কখনো পাঁচ অক্তের নামায পড়া। এ সমস্ত নামায বিনষ্ট করার অর্থে শামিল। এ রকম ব্যক্তি অত্যন্ত পাপী এবং আয়াতে বর্ণিত শাস্তির যোগ্য। **غَي** এর অর্থ ধ্বংস, অমঙ্গল, অশুভ পরিণাম অথবা জাহান্নামের একটি উপত্যকার নাম। *(আহসানুল বায়ান)*

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦)

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। *(সূরা মাঊন ৪-৬ আয়াত)*

নামাযে অমনোযোগী বা উদাসীন বলে ঐ সমস্ত লোকদেরকে বুঝানো হয়েছে যারা মোটেই নামায পড়ে না অথবা প্রথম দিকে পড়ত অতঃপর তাদের মধ্যে অলসতা এসে পড়েছে অথবা নামায যথাসময়ে আদায় করে না; বরং যখন মন চায় তখন পড়ে নেয় অথবা দেরী করে আদায় করতে অভ্যাসী হয় অথবা বিনয়-নম্রতার (ও একাগ্রতার) সাথে নামায পড়ে না ইত্যাদি। এই সমস্ত প্রকার ত্রুটি ঐ অর্থের শামিল।

এই শ্রেণীর নামাযীদের নিদর্শন এই যে, তারা লোক মাঝে থাকলে নামায পড়ে নেয়; নচেৎ তারা নামায পড়ার প্রয়োজনই বোধ করে না। অর্থাৎ, তারা কেবলমাত্র লোক প্রদর্শন করার জন্যই নামায পড়ে। *(আহসানুল বায়ান)*

আল্লাহকে ভুলে যাওয়া

তারা আল্লাহকে যখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে না, তখন তাঁকে ভুলে যাওয়া তো স্বাভাবিক কথা। তাঁর স্মরণ না রাখা, তাঁর যিক্‌র না করা, তাঁকে মনে না রাখাই তো প্রাকৃতিক আচরণ। মানুষ যাকে ভালবাসে, তাকেই বেশী বেশী স্মরণ করে। মুনাফিকরা তো আল্লাহকে ভালবাসে না। সুতরাং তাঁর স্মৃতি শয়নে-স্বপনে-নিশি জাগরণে তাদের হৃদয়-পটে জাগরিত হবে কিভাবে?

মহান আল্লাহ বলেন,

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ

মহানবী ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি চল্লিশ দিন জামাআত সহকারে নামায পড়বে, যাতে সে প্রথম তাকবীর পাবে, তার জন্য দুটি মুক্তি লেখা হবে; (এক) জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং (দুই) মুনাফিকী থেকে মুক্তি।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/ ১৫৪)*

বেশী বেশী কসম খাওয়া

মুনাফিকদের একটি স্বভাব এই যে, তারা তাদের নিজের কথাকে প্রমাণ করার জন্য খুব বেশী কসম করে এবং নিজেদেরকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে কসমকে ঢাল স্বরূপ ব্যবহার করে, বরং অধিকাংশ সময় তারা মিথ্যা কসম করে।

{وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ} (٥٦)

অর্থাৎ, তারা (মুনাফিকরা) আল্লাহর কসম ক'রে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা হচ্ছে ভীতু সম্প্রদায়। *(সূরা তাওবাহ ৫৬ আয়াত)*

{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ}

অর্থাৎ, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ করে থাকে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল হচ্ছেন বেশী হকদার (এই বিষয়ে) যে, তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে; যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে। *(সূরা তাওবাহ ৬২ আয়াত)*

{يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ} (٩٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না। *(সূরা তাওবাহ ৯৬ আয়াত)*

{سَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ إِذَا انقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمْ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ} (٩٥) سورة التوبة

অর্থাৎ, যখন তোমরা তাদের কাছে ফিরে যাবে, তারা তখন অচিরেই তোমাদের সামনে শপথ করে বলবে, যেন তোমরা তাদেরকে উপেক্ষা কর; অতএব তোমরা

উচিত, সে যেন এই নামাযসমূহ আদায়ের প্রতি যত্ন রাখে, যেখানে তার জন্য আযান দেওয়া হয় (অর্থাৎ, মসজিদে)। কেননা, মহান আল্লাহ তোমাদের নবী ﷺ-এর নিমিত্তে হিদায়াতের পন্থা নির্ধারণ করেছেন। আর নিশ্চয় এই নামাযসমূহ হিদায়েতের অন্যতম পন্থা ও উপায়। যদি তোমরা (ফরয) নামায নিজেদের ঘরেই পড়, যেমন এই পিছিয়ে থাকা লোকে নিজ ঘরে নামায পড়ে, তাহলে তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা পরিহার করবে। আর (মনে রেখো,) যদি তোমরা তোমাদের নবীর তরীকা ছেড়ে দাও, তাহলে নিঃসন্দেহে তোমরা গুমরাহ (পথহারা) হয়ে পড়বে। আমি আমার লোকেদের এই পরিস্থিতি দেখেছি যে, নামায (জামাতসহ পড়া) থেকে কেবল সেই মুনাফিক (কপট মুসলিম) পিছিয়ে থাকে, যে প্রকাশ্য মুনাফিক। আর (দেখেছি যে, পীড়িত) ব্যক্তিকে দু'জনের উপর ভর দিয়ে নিয়ে এসে (নামাযের) সারিতে দাঁড় করানো হতো। *(মুসলিম)*

এই কারণেই যে ব্যক্তি আযান হওয়ার পর মসজিদ থেকে বিনা প্রয়োজনে বের হয়ে যায় এবং পুনরায় জামাআতে নামাযের জন্য ফিরে না আসে, আশঙ্কা হয় যে, সে মুনাফিক। *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৬/ ১৫৪)*

দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে মসজিদ কমিটির মেম্বরও অনেকে বেনামাযী। মসজিদ নিয়ে মাথা ঘামায়, মসজিদকে চকচকে করার ব্যবস্থা নেয়, অথচ মসজিদ আবাদ রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করে না। মসজিদে মিটিং ডাকা হলে এবং যথা সময়ে আযান হলে, তারা মসজিদ ছেড়ে পলায়ন করে। যেহেতু তারা নামাযী নয়। অবশ্য লোক শরমে মিটিংয়ের দিন যারা নামায পড়ে নেয়, তারাও উক্ত অপবাদ থেকে বাঁচতে পারবে না।

মসজিদের দায়িত্ব কারা বহন করবে, কারা মসজিদ আবাদ করবে, তাদের বর্ণনা দিতে গিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّهِ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلاَةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلاَّ اللّهَ فَعَسَى أُوْلَئِكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ الْمُهْتَدِينَ} (١٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারাই তো আল্লাহর মসজিদ রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যারা আল্লাহতে ও পরকালে বিশ্বাস করে এবং যথাযথভাবে নামায পড়ে, যাকাত আদায় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকেও ভয় করে না, ওদেরই সম্বন্ধে আশা যে, ওরা সৎপথ প্রাপ্ত হবে। *(সূরা তাওবাহ ১৮ আয়াত)*

জামাআতে নিয়মিত নামায পড়লে মুনাফিকীর খাতা থেকে নাম কাটা যায়।

তাদেরকে উপেক্ষা কর; তারা হচ্ছে অতিশয় ঘৃণ্য, আর তাদের ঠিকানা হচ্ছে জাহান্নাম, তা হল তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল। *(সূরা তাওবাহ ৯৫ আয়াত)*

{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} (١٦) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তারা তাদের শপথগুলোকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে, (এভাবে) তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে নিবৃত্ত করে। সুতরাং তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। *(সূরা মুজাদালাহ ১৬ আয়াত)*

{اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (٢)

অর্থাৎ, তারা তাদের শপথগুলোকে ঢালরূপে ব্যবহার করে, আর তারা আল্লাহর পথ হতে মানুষকে বিরত রাখে। তারা যা করছে তা কত মন্দ! *(সূরা মুনাফিকুন ২)*

মহান আল্লাহ এই শ্রেণীর শপথকারীদের অনুসরণ ও আনুগত্য করতে নিষেধ ক'রে বলেছেন,

{وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ} (١٠) سورة القلم

অর্থাৎ, অনুসরণ করো না তার যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত। *(সূরা ক্বালাম ১০ আয়াত)*

কৃপণতা

কার্পণ্য কোন কোন মু'মিনও করতে পারে। কিন্তু তা মুনাফিকদের একটি বিশেষ নিদর্শন। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنْ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦) فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقاً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (٧٧) أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ (٧٨)

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক রয়েছে যারা আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল, আল্লাহ যদি আমাদেরকে নিজ অনুগ্রহ হতে দান করেন, তাহলে অবশ্যই আমরা দান-খয়রাত করব এবং সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হবো। অতঃপর যখন আল্লাহ তাদেরকে নিজ অনুগ্রহ দান করলেন, তখন তারা তাতে কার্পণ্য করতে লাগল এবং বিমুখ হয়ে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করল। পরিণামে আল্লাহ তাদের

শাস্তিস্বরূপ তাদের অন্তরে মুনাফেকী (কপটতা) স্থায়ী ক'রে দিলেন তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাৎ হওয়ার দিন পর্যন্ত। যেহেতু তারা আল্লাহর সাথে নিজেদের কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল এবং তারা মিথ্যা বলত। তারা কি জানত না যে, আল্লাহ তাদের মনের গুপ্ত কথা এবং গোপন পরামর্শ অবগত আছেন? এবং নিশ্চয় আল্লাহ অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী? *(সূরা তাওবাহ ৭৫-৭৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٦٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিক পুরুষেরা এবং মুনাফিক নারীরা এক অপরের অনুরূপ। তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের হাতগুলিকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ ক'রে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই হচ্ছে অতি অবাধ্য। *(সূরা তাওবাহ ৬৭ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় লজ্জাশীলতা, যৌন-পবিত্রতা, মুখচোরামি ও দ্বীনী জ্ঞান ঈমানের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি পরকালের সম্বল বৃদ্ধি করবে এবং ইহকালের সম্বল হ্রাস করবে। পক্ষান্তরে কার্পণ্য, অশ্লীলতা ও নোংরা ভাষা মুনাফিকীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি পরকালের সম্বল হ্রাস করে এবং ইহকালের সম্বল বৃদ্ধি করে। আর পরকালের যা হ্রাস পায়, তা ইহকালের যা বৃদ্ধি করে তা অপেক্ষা অধিক।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৩৮১নং)*

তিনি আরো বলেন, "কোনও বান্দার পেটে আল্লাহ রাস্তায় ধুলো ও দোযখের ধুঁয়ো কখনই একত্রিত হবে না। আর কৃপণতা ও ঈমান কোন বান্দার অন্তরে কখনই জমা হতে পারে না।" *(আহমদ ২/৩৪২, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম ২/৭২, সহীহুল জামে' ৭৬১৬নং)*

ভীরুতা ও যুদ্ধ-ভয়

মু'মিন ভীরু হয় না। জিহাদের নাম শুনে খোঁড়া ওজুহাত পেশ করে না। বরং আল্লাহর পথে গাযী হয়ে সওয়াব লাভের আশাধারী হয় অথবা শহীদ হয়ে আরো বৃহৎ সওয়াবের অধিকারী হয়। পক্ষান্তরে মুনাফিক তার বিপরীত। যুদ্ধের নাম শুনে

তারা যেন চাক্ষুষ মরণ-দর্শন করে। জিহাদে অংশগ্রহণ করতে মিথ্যা নানা ওজর খোঁজ করে। আবার অপরকেও জিহাদে যেতে বাধা দান করে। জিহাদে অংশগ্রহণ করতে দেখে তারা মনে করে, মুসলিমদেরকে ওদের ধর্ম ধোঁকায় ফেলেছে। ধর্মযুদ্ধ করতে গিয়ে খামাখা বেচারারা মারা যাবে। মহান আল্লাহ মুনাফিকদের সে পর্দাও উন্মোচন করেছেন।

{إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ}

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন মুনাফেক (কপট) ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলতে লাগল, এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত করেছে? অথচ যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, (সে বিজয়ী হয়।) নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আনফাল ৪৯ আয়াত)*

وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ (١٦٧) الَّذِينَ قَالُوا لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١٦٨) وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (١٦٩) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ (١٧١) الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا أَجْرٌ عَظِيمٌ (١٧٢) الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ (١٧٤) إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٧٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের যে

বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটেছিল। যাতে তিনি মু'মিনদেরকে (ভালরূপে) জানতে পারেন। এবং কপটদেরকে (ভালরূপে) জানতে পারেন। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এস! তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর।' তারা বলেছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা বিশ্বাস (ঈমান) অপেক্ষা অবিশ্বাসের (কুফরীর) অধিক নিকটতম ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। যারা (ঘরে) বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, 'তারা তাদের কথা মত চললে নিহত হতো না।' তাদেরকে বল, 'যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর।' যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন, তাতে তারা আনন্দিত। এবং (যুদ্ধের সময়) তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি, তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে; এ জন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর (অনন্ত) নিয়ামত ও অনুগ্রহের জন্য তারা (বিশ্বাসিগণ) আনন্দ প্রকাশ করে এবং নিশ্চয় আল্লাহ মু'মিনদের শ্রমফল নষ্ট করেন না। আঘাত পাওয়ার পরও যারা আল্লাহ ও রসূলের ডাকে সাড়া দিয়েছে, তাদের মধ্যে যারা সৎকাজ করে এবং সাবধান হয়ে চলে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, 'তোমাদের বিরুদ্ধে লোক জমায়েত হয়েছে। সুতরাং তোমরা তাদেরকে ভয় কর।' কিন্তু এ (কথা) তাদের বিশ্বাসকে দৃঢ়তর করেছিল এবং তারা বলেছিল, 'আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম কর্মবিধায়ক।' তারপর তারা আল্লাহর নিয়ামত ও অনুগ্রহসহ ফিরে এসেছিল, কোন অনিষ্ট তাদেরকে স্পর্শ করেনি এবং আল্লাহ যাতে সন্তুষ্ট হয়, তারা তারই অনুসরণ করেছিল। আর আল্লাহ মহা অনুগ্রহশীল। ঐ (বক্তা) তো শয়তান; যে (তোমাদেরকে) তার (কাফের) বন্ধুদের ভয় দেখায়; সুতরাং যদি তোমরা মু'মিন হও, তাহলে তোমরা তাদেরকে ভয় করো না, বরং আমাকেই ভয় কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৬-১৭৫ আয়াত)*

وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلاَّ غُرُوراً (١٢) وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ

কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না। আল্লাহ অবশ্যই জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদের যুদ্ধে অংশ গ্রহণে বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদেরকে বলে, আমাদের সঙ্গে এসো। আর ওরা অল্পই যুদ্ধ করে থাকে। তোমাদের সহযোগিতায় ওরা কুণ্ঠিত, যখন বিপদ আসে, তখন তুমি দেখবে মৃত্যুভয়ে বেহুঁশ ব্যক্তির মত চোখ উলটিয়ে ওরা তোমার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু যখন বিপদ চলে যায়, তখন ওরা যুদ্ধলব্ধ ধনের লালসায় তোমাদের সাথে বাকচাতুরী করে। ওরা মু'মিন নয়; এ জন্য আল্লাহ ওদের কার্যাবলী নিষ্ফল করেছেন। আর আল্লাহর জন্য এ সহজ। ওরা মনে করে (শত্রুর সম্মিলিত) বাহিনী চলে যায়নি। (শত্রু) বাহিনী আবার এসে পড়লে ওরা কামনা করবে যে, ভাল হত যদি ওরা যাযাবর মরুবাসীদের সাথে থেকে তোমাদের সংবাদ নিত। আর ওরা তোমাদের সঙ্গে অবস্থান করলেও ওরা যুদ্ধ অল্পই করত। *(সূরা আহযাব ১২-২০ আয়াত)*

{وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (٢٠) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ} (٢١)

অর্থাৎ, মু'মিনরা বলে, একটি সূরা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অতঃপর যদি সুস্পষ্ট মর্মবিশিষ্ট কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয় এবং তাতে যুদ্ধের কোন নির্দেশ থাকে, তাহলে তুমি দেখবে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা মৃত্যুভয়ে বিহ্বল মানুষের মত তোমার দিকে তাকাচ্ছে। সুতরাং তাদের জন্য উত্তম ছিল, আনুগত্য করা ও ন্যায়সঙ্গত কথা বলা। সুতরাং জিহাদের সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহকে দেওয়া অঙ্গীকার পূরণ করত, তাহলে তাদের জন্য এটা মঙ্গলজনক হত। *(সূরা মুহাম্মাদ ২০-২১ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সে ব্যক্তি মারা গেল অথচ সে (জীবনে একটি বারও) জিহাদ করল না, অথবা জিহাদ করার ব্যাপারে নিজ মনে কোন নিয়ত (সংকল্প) করল না, সে ব্যক্তি মুনাফেকীর একটি শাখায় মৃত্যুবরণ করল।" *(মুসলিম ১৯১০নং, আবূদাউদ ২৫০২নং, নাসাঈ)*

বর্তমান যুগে অবশ্য প্রকৃত জিহাদ নেই বললেই চলে। কোথাও গদির জন্য লড়াই লড়ে জিহাদের নাম দেওয়া হচ্ছে। কোথাও জিহাদের নামে সন্ত্রাস কাজ করছে। আবার কোথাও সন্ত্রাসের নাম দিয়ে জিহাদের বদনাম করা হচ্ছে। জিহাদের বদনাম করার পিছনে অবশ্যই মুনাফিকদের হাত আছে। সুতরাং মু'মিন প্রকৃত

يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِنْ يُرِيدُونَ إِلاَّ فِرَاراً (١٣) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلاَّ يَسِيراً (١٤) وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لا يُوَلُّونَ الأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولاً (١٥) قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمْ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذاً لا تُمَتَّعُونَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنْ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءاً أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيّاً وَلا نَصِيراً (١٧) قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الْمُعَوِّقِينَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلاَّ قَلِيلاً (١٨) أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَإِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُ أَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنْ الْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ أُوْلَئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوا فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيراً (١٩) يَحْسَبُونَ الأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوا وَإِنْ يَأْتِ الأَحْزَابُ يَوَدُّوا لَوْ أَنَّهُمْ بَادُونَ فِي الأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَنْبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلاَّ قَلِيلاً (٢٠) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যখন মুনাফিক (কপটচারি)গণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, 'আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়।' ওদের একদল বলেছিল, 'হে ইয়াসরিব (মদীনা)বাসিগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই; তোমরা ফিরে চল।' আর ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত।' যদিও ওগুলি অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। যদি শত্রুগণ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করত এবং ওদের নিকট ফিতনা চাওয়া হত, তাহলে ওরা অবশ্যই তা করে বসত; ওরা এতে বিলম্ব করত না। এরা তো পূর্বেই আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, এরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে কৃত এ অঙ্গীকার সম্বন্ধে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে। বল, 'তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পলায়ন কর, তাহলে তাতে তোমাদের কোনই লাভ হবে না এবং তোমরা পলায়নে সক্ষম হলেও তোমাদেরকে সামান্যই উপভোগ করতে দেওয়া হবে।' বল, 'আল্লাহ যদি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন, তাহলে কে তোমাদেরকে রক্ষা করবে এবং তিনি যদি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে ইচ্ছা করেন, তাহলে কে তোমাদেরকে বঞ্চিত করবে?' ওরা আল্লাহ ছাড়া নিজেদের

জিহাদ ও তার শর্তাবলী সম্পর্কে ওয়াকেফ-হাল হয়েই জিহাদ করে এবং আবেগবশে কোন সন্ত্রাসী তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে না। যেমন জিহাদ ও সন্ত্রাসের মাঝে কোন প্রকার তালগোল পাকায় না।

কাপুরুষতা

মুনাফিকদের মনে সাহস নেই। যুদ্ধে এরা কাপুরুষ হয়। আর হবেই না বা কেন? কার জন্য জান দেবে? তারা না গাযীর সওয়াবে বিশ্বাসী, আর না শহীদী মরণ-মর্যাদার আশাধারী। তারা কোন কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করলেও কেবল পার্থিব সম্পদ গনীমতের মাল লাভের জন্য ক'রে থাকে। নচেৎ তাদের আসল প্রকৃতি মহান আল্লাহ প্রকাশ করে দিয়েছেন,

{وَيَحْلِفُونَ بِاللّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُم مِّنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ} (٥٦) {لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْاْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ} (٥٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর কসম ক'রে বলে যে, তারা (মুনাফিকরা) তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত, অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং তারা হচ্ছে ভীতু সম্প্রদায়। যদি তারা কোন আশ্রয়স্থল অথবা গিরি-গুহা কিংবা লুকাবার একটু স্থান (তহখানা) পায়, তাহলে তারা অবশ্যই (লাগামহীন ঘোড়ার মত) ক্ষিপ্রগতিতে সেই দিকে পলায়ন করবে। *(সূরা তাওবাহ ৫৬-৫৭ আয়াত)*

যুদ্ধে যেতে ভয় করে, আর তার জন্য নানা টাল-বাহানা করে, মিথ্যা ওজর পেশ করে।

{وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُواْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ } (٤٩) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলো না। সাবধান! তারা তো ফিতনায় পড়েই গেছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করবে। *(সূরা তাওবাহ ৪৯ আয়াত)*

{وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا} (١٣)

অর্থাৎ, ওদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিব (মদীনা)বাসিগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই; তোমরা ফিরে চল। আর ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত।' যদিও ওগুলি অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। *(সূরা আহযাব ১৩ আয়াত)*

জিহাদে পিছপা থাকা

মুনাফিকরা যেহেতু ভীরু ও কাপুরুষ, সেহেতু তারা জিহাদে অগ্রসর হবে না, এটাই স্বাভাবিক। মহান আল্লাহ সে কথা খুলে বলে দিয়েছেন,

إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ (٤٥) وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ (٤٦) لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٤٧) لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ (٤٨) وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي أَلا فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ (٤٩) إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوا وَهُمْ فَرِحُونَ (٥٠) قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلاَّ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلْ الْمُؤْمِنُونَ (٥١) سورة التوبة

অবশ্য ঐসব লোক তোমার কাছে অনুমতি চেয়ে থাকে যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে না, আর তাদের অন্তরসমূহ সন্দেহগ্রস্ত। অতএব তারা নিজেদের সন্দেহে হতবুদ্ধি হয়ে রয়েছে। আর যদি তারা (যুদ্ধে) বের হওয়ার ইচ্ছা করত, তাহলে এর কিছু সরঞ্জাম তো প্রস্তুত করত, কিন্তু আল্লাহ তাদের যাত্রাকে অপছন্দ করেছেন, এ জন্য তাদেরকে বিরত রাখলেন এবং বলে দেওয়া হলো, তোমরাও বসে থাকা (অক্ষম) লোকদের সাথে বসে থাকো। যদি তারা তোমাদের সাথে বের

হত, তাহলে কেবল তোমাদের মাঝে বিভ্রাটই বৃদ্ধি করত এবং তারা তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় অনুগত (গুপ্তচর) রয়েছে। আল্লাহ যালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন। তারা তো পূর্বেও ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, আর তোমার (ক্ষতি সাধনের) জন্য কর্মসমূহ উলট-পালট করেছিল। পরিশেষে সত্য সমাগত হল এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয় লাভ করল অথচ তাদের কাছে এটা অপ্রীতিকরই ছিল। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলো না। সাবধান! তারা তো ফিতনায় পড়েই গেছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করবে। যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয় তাহলে তাতে দুঃখিত হয়। আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা বলে, আমরা তো প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম, এবং তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়। তুমি বলে দাও, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করে দিয়েছেন, তা ছাড়া অন্য কোন বিপদ আমাদের উপর আসতে পারে না। তিনিই আমাদের কর্মবিধায়ক। আর মু'মিনদের উচিত, কেবল আল্লাহর উপরই ভরসা করা। *(সূরা তাওবাহ ৪৫-৫১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেছেন,

{وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ الْقَاعِدِينَ} (٨٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহতে বিশ্বাস কর এবং তাঁর রসূলের সঙ্গী হয়ে জিহাদ কর এই মর্মে যখন কুরআনের কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যকার সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা তোমার কাছে অনুমতি চায় ও বলে, আমাদেরকে অব্যাহতি দাও, আমরাও বসে থাকা লোকদের সঙ্গী হব। তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল এবং তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং তারা বুঝতে অক্ষম। *(ঐ ৮৬-৮৭ আয়াত)*

তবুক যুদ্ধে সেই সকল লোক অনুপস্থিত ছিল, যারা ছিল অক্ষম অথবা ছিল মুনাফিক। কিছু মুনাফিক মিথ্যা ওজর দেখিয়ে জিহাদে যাওয়া হতে বিরত ছিল। তারা মিথ্যা কসম খেয়ে মিথ্যা অজুহাত প্রদর্শন ক'রে নিজেদের সাফাই পেশ করল। *(আর-রাহীকুল মাখতূম ২/৩২৫)*

তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "যারা (তবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে

গেল তারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে বসে থাকতে আনন্দবোধ করল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো। অধিকন্তু বলতে লাগল, তোমরা গরমে (জিহাদে) বের হয়ো না। তুমি বলে দাও, জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম; যদি তারা বুঝতে পারত! অতএব তারা (দুনিয়াতে) অল্প হাসি হাসুক, আর (আখেরাতে) অনেক কাঁদা কাঁদতে থাকুক, সেই কাজের প্রতিফল স্বরূপ যা তারা করত। আল্লাহ যদি তোমাকে (মদীনায়) তাদের কোন সম্প্রদায়ের কাছে ফিরিয়ে আনেন, অতঃপর তারা (কোন জিহাদে) বের হতে অনুমতি চায় তাহলে তুমি (তাদেরকে) বল, তোমরা কখনো আমার সাথে (কোন জিহাদে) বের হবে না এবং আমার সাথী হয়ে কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না; তোমরা প্রথমবারে বসে থাকাকে পছন্দ করেছিলে, অতএব তোমরা ঐসব লোকেদের সাথে বসে থাক যারা পশ্চাদবর্তী থাকার যোগ্য। ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপর কখনো (জানাযার) নামায পড়বে না এবং তার কবরের কাছেও দাঁড়াবে না; তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে এবং তারা অবাধ্য অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে; আল্লাহ তো শুধু এই চান যে, তিনি সে সবের মাধ্যমে দুনিয়ায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন এবং কুফরী অবস্থাতেই তাদের প্রাণবায়ু বের হয়ে যাবে।" *(সূরা তাওবাহ ৮১-৮৫ আয়াত)*

সূরা তাওবাতে মুনাফিকের বহু অবস্থা খুলে বর্ণনা করা হয়েছে। অনেকে বলেছেন, এই কারণেই এর শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' লিখা হয়নি।

তকদীরে অবিশ্বাস

কিছু মানুষ আছে যারা তকদীরে ঈমান রাখলেও পরিপূর্ণ ঈমান রাখতে পারে না। তার ফলে বিপদে-আপদে 'যদি, যদি না' শব্দ ব্যবহার করে। 'যদি এই করতাম, তাহলে এই হতো না' অথবা 'যদি না এই করতাম, তাহলে এই হতো' বলে আল্লাহর ইচ্ছা ও হিকমতকে অবিশ্বাস করে।

এ স্বভাব কিন্তু মুনাফিকদের। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ} (١٦٨) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যারা (মুনাফিকরা ঘরে) বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা

যদি আমাদের কথা মত চলত, তাহলে নিহত হতো না। তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৮ আয়াত)*

'পলায়ন, সে যে ঘৃণ্য ভীরুতা অগ্রসরেই মান,
পালাবে কোথায় তকদীর হতে নাহিক পরিত্রাণ।'

মু'মিনদেরকে এমন আচরণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেন, "সবল মু'মিন আল্লাহর নিকট দুর্বল মু'মিন অপেক্ষা প্রিয়তর ও ভালো। অবশ্য উভয়ের মাঝেই কল্যাণ রয়েছে। তোমার যাতে উপকার আছে তাতে তুমি যত্নবান হও। আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর, আর অক্ষম হয়ে বসে পড়ো না। কোন মসীবত এলে এ কথা বলো না যে, '(হায়) যদি আমি এরূপ করতাম, তাহলে এরূপ হতো। (বা যদি আমি এরূপ না করতাম, তাহলে এরূপ হতো না।)' বরং বলো, 'আল্লাহ তকদীরে লিখেছিলেন। তিনি যা চেয়েছেন তাই করেছেন।' (আর তিনি যা করেন, তা বান্দার মঙ্গলের জন্যই করেন; যদিও তুমি তা বুঝতে না পার।) পক্ষান্তরে 'যদি-যদি না' (বলে আক্ষেপ) করায় শয়তানের কর্মদ্বার খুলে যায়।" *(আহমদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে' ৬৬৫০ নং)*

মরণ যে ভাবেই আসুক মরতে হবে। ভীরুর মরণও মরণ, বীরের মরণও মরণ। ঘরের মরণও মরণ, আল্লাহর পথের মরণও মরণ। মরণ ভাগ্যে লিখা থাকলে মরণ হবেই। কিন্তু উভয় মরণের মধ্যে যে মরণ শ্রেষ্ঠ, তাই গ্রহণ ক'রে থাকে মু'মিন। মু'মিন জানে যে, সে যেখানেই থাক, যে অবস্থাতেই থাক মরণ আসার সময় হলে, সেখানে সে অবস্থাতেই মরতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَيْنَمَا تَكُونُواْ يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِ اللّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُواْ هَذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلًّ مِّنْ عِندِ اللّهِ فَمَا لِهَؤُلاء الْقَوْمِ لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا} (٧٨) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই; যদিও তোমরা সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান কর। আর যদি তাদের কোন কল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, এ তো আল্লাহর নিকট থেকে, আর যদি তাদের কোন অকল্যাণ হয়, তাহলে তারা বলে, এ তো তোমার নিকট থেকে। বল, সব কিছুই আল্লাহর নিকট থেকে। এ সম্প্রদায়ের কি হয়েছে যে, এরা একেবারেই কোন কথা বোঝে না। *(সূরা নিসা ৭৮ আয়াত)*

'যেখানেই তুমি থাক হে মানব যত হও সাবধান,
মৃত্যু তোমাকে ধরে নেবে ঠিক পাবে না পরিত্রাণ।
মিছে ছলনায় বাঁধলি যে ঘর সে তো নয় তোর কভু,
হায়রে অবোধ আজো কি নিজেরে চিনিতে পারিলি তবু?'

মুসলিম জানে 'সাবধানের মার নেই।' তেমনি সে এ কথাও জানে যে, 'মারেরও সাবধান নেই।' আর নিশ্চয় আত্মহত্যা ও শহীদী মরণ দু'টি মরণই এক সমান নয়। আত্মহত্যায় লাঞ্ছনা আছে, স্বাভাবিক মরণে কোন মর্যাদা নেই। কিন্তু শহীদী মরণে মর্যাদা আছে, গর্ব আছে। 'মৃত্যুতেই বীরের জীবন এবং ভীরুর মৃত্যু তার জীবনেই।'

"উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই---
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই।"

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ} (١٦٩)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৯ আয়াত)*

গুজব রটনা ও অপবাদ প্রচার

বর্তমান যুগ প্রচার মাধ্যমের যুগ। যার হাতে প্রচার মাধ্যম আছে, সে বিজয়ী। তার সাথে আছে পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ। সে খারাপ হলেও তারই ভোট বেশী, যার প্রচার বেশী।

প্রচারের মাধ্যমে একটি সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য প্রমাণ করা যায়। রটনার মাধ্যমে ঘটনার মোড় ঘুরিয়ে দেওয়া যায়। অপপ্রচারের মাধ্যমে সবলকে দুর্বল ও দুর্বলকে সবল করা যায়। যেহেতু মানুষের মনের মাঝে রটনার একটা তা'সীর আছে। তার ফলে 'দশ চক্রে ভগবান ভূত' হতে পারে।

ঘটনার সাথে রটনাকে জুড়ে দিয়ে মুনাফিকরাও যুগে যুগে ফায়দা লুটে। উড়ো খবর উড়িয়ে মু'মিনদের সবল মনকে দুর্বল করতে প্রয়াস পায়। এ যুগের

মুনাফিকরা পত্র-পত্রিকা-রেডিও-টিভি-ইন্টারনেটের মাধ্যমে নানা উড়ো খবর প্রচার ক'রে থাকে।

রটনা শুনে অনেক মুসলমানও ফেঁসে যায়। মিথ্যা গঙ্গার ভাসানে আলতোভাবে ভেসে যায়। অনেকে পুরা বিশ্বাস না করলেও মনে মনে বলে, 'যা রটে তার কিছু না কিছু বটে।' অথচ অনেক ক্ষেত্রে বাস্তব এই যে, 'অনেক এমন রটে, যার কিছুই নাহি ঘটে।'

অনেক মুনাফিক আধা কথা নিয়ে অপপ্রচার করে। অনেকে 'বিয়ায হারাম হ্যায়' শুনে 'পিয়াজ হারাম হ্যায়' রটিয়ে বেড়ায়। আর তাতে ক্ষতি হয় ধর্মপ্রাণ মুসলিমদের। আমরা মহানবী ﷺ-এর জীবনী থেকেই তার উদাহরণ পেতে পারি।

উহুদ যুদ্ধে মহানবী ﷺ-এর শহীদ হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে গেলে সাহাবাগণের মাঝে বড় চাঞ্চল্যকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল! এ খবর শুনে অনেকে যুদ্ধ শিথিল করে দিলেন, অনেকে ময়দান পরিত্যাগ ক'রে মদীনায় ফিরে গেলেন। শুধুমাত্র গুজব রটে যাওয়ার কারণে বিরাট বিভ্রাট সৃষ্টি হতে চলেছিল। মহান আল্লাহ কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ ক'রে সে বিভ্রাট দূর করেন। *(দেখুন ঃ সূরা আলে ইমরান ১৪৪ আয়াত ও তার তফসীর)*

বদর যুদ্ধে বিজয় লাভ হওয়া সত্ত্বেও মদীনায় ইয়াহুদী ও মুনাফিকরা এ গুজব রটিয়েছিল যে, মুসলিমরা পরাজিত হয়েছে। এমনকি এ গুজবও তারা রটিয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে হত্যা করা হয়েছে। একজন মুনাফিক যখন যায়েদ বিন হারেষাহ -কে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর উটনী ক্বাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে আসতে দেখল, তখন বলে উঠল, 'সত্যিই মুহাম্মাদ নিহত হয়েছে। দেখ, এটা তোর তাঁরই উটনী। আমরা এটাকে চিনি। আর এ হল যায়েদ বিন হারেষাহ। পরাজিত হয়ে পালিয়ে এসেছে এবং সে এত ভীত-সন্ত্রস্ত যে, কি বলবে, তা বুঝতে পারছে না।' *(আর-রাহীকুল মাখতূম ১/৪০৪)*

এইভাবে মাঝে-মধ্যে তারা গুজব রটাতে থাকত, 'যুদ্ধ লেগেছে। শত্রু আসছে....' ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তাদেরকে ধমক দিয়ে বললেন,

{لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا} (٦٠) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, মুনাফিক (কপটাচারি)গণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যারা নগরে গুজব রটনা করে তারা বিরত না হলে আমি নিশ্চয়ই তাদের বিরুদ্ধে

তোমাকে প্রবল করব, এরপর তারা এ নগরীতে অল্প দিনই তোমার প্রতিবেশীরূপে থাকবে। *(সূরা আহযাব ৬০ আয়াত)*

বানুল মুস্তালিক যুদ্ধের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ছিল মিথ্যা অপবাদের ব্যাপারটি। উক্ত ঘটনার সার সংক্ষেপ হচ্ছে এই যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ নিয়ম ছিল সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি তাঁর পবিত্র পত্নীগণের মধ্যে লটারী করে নিতেন। লটারীতে যাঁর নাম উঠত তাঁকে তিনি সফরে নিয়ে যেতেন। উক্ত অভিযানকালে লটারীতে আয়েশা (রাঃ)এর নাম বের হয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে সঙ্গে নিয়ে সফরে যান।

অভিযান শেষে মদীনা প্রত্যাবর্তনের পথে এ জায়গায় শিবির স্থাপন করা হয়। শিবিরে থাকা অবস্থায় আয়েশা (রাঃ) নিজ প্রয়োজনে শিবিরের বাইরে গমন করেন। সফরের উদ্দেশ্যে যে স্বর্ণ হারটি তাঁর বোনের নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন এই সময় তা হারিয়ে যায়। হারানোর সময় হারের কথাটি তাঁর স্মরণেই ছিল না। বাইরে থেকে শিবিরে ফিরে আসার পর হারানো হারের কথাটি স্মরণ হওয়া মাত্রই তার খোঁজে তিনি পুনরায় পূর্বস্থানে গমন করেন। খোঁজাখুঁজি করতে বেশ দেরী হয়ে যায়। এ সময়ের মধ্যেই যাঁদের উপর তাঁর হাওদা (ঘেরাটোপ) উটের পিঠে উঠিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব অর্পিত ছিল তাঁরা হাওদা উঠিয়ে দেন। তাঁদের ধারণা যে, উম্মুল মু'মিনীন হাওদার মধ্যেই রয়েছেন। যেহেতু তাঁর শরীর খুব হালকা-পাতলা ছিল, সেই হেতু হাওদা খালি থাকার ব্যাপারটি তাঁদের মনে কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করেনি। তাছাড়া হাওদাটি দুইজনে উঠালে হয়তো তাদের পক্ষে ওজন অনুমান করা সহজ হত এবং সহজেই ভুল ধরা পড়ত। কিন্তু যেহেতু কয়েকজন মিলে-মিশে ধরাধরি করে হাওদাটি উঠিয়েছিলেন, তাই ব্যাপারটি আঁচ করার ব্যাপারে তাঁরা তেমন ভ্রূক্ষেপই করেননি।

যাই হোক, হারানো হারটি প্রাপ্তির পর মা আয়েশা (রাঃ) আশ্রয়স্থলে ফিরে এসে দেখলেন যে, পুরো বাহিনী ইতিমধ্যে সে স্থান পরিত্যাগ করে এগিয়ে গেছে। প্রান্তরটি ছিল সম্পূর্ণ জনশূন্য। সেখানে না ছিল কোন আহবানকারী, না ছিল কোন উত্তরদাতা। তিনি এই ধারণায় সেখানে বসে পড়লেন যে, লোকেরা তাঁকে যখন দেখতে না পাবে, তখন তাঁর খোঁজ করতে করতে অবশ্যই এখানে ফিরে আসবে। কিন্তু সর্বজ্ঞ ও সর্বত্র জ্ঞানময় প্রভু আল্লাহ তাআলা আপন কর্মে সদা তৎপর প্রভাবশালী। তিনি আরশ থেকে যেভাবে যা পরিচালনা করার ইচ্ছা করেন সেভাবেই তা বাস্তবায়িত হয়। অতএব আল্লাহ পাক মা আয়েশার চক্ষুদ্বয়কে ঘুমে জড়িয়ে দেওয়ায় তিনি সেখানে ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর সাফওয়ান বিন

বাহিনীসহ রাসূলুল্লাহ ﷺ মদীনা প্রত্যাবর্তন করলেন। মুনাফিকরা মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর আরো জোটবদ্ধ হয়ে অপপ্রচার শুরু করে দিল।

এদিকে মদীনায় ফিরার পর মা আয়েশা (রাঃ) এক মাস যাবৎ রোগ ভোগ করেন। কিন্তু অপবাদের কোন খবর তিনি জানতেন না। তবে স্বামীর ব্যবহারে অবজ্ঞাভাব তিনি লক্ষ্য করছিলেন। এক রাত্রি পায়খানা-প্রস্রাবের প্রয়োজনে তিনি উম্মে মিস্তাহর সঙ্গে সন্নিকটস্থ মাঠে গমন করেন। হাঁটতে হাঁটতে এক সময় উম্মে মিস্তাহ তাঁর চাদরের সঙ্গে জড়ানো অবস্থায় পা পিছলে মাটিতে পড়ে যান। এই অবস্থায় তিনি তাঁর ছেলেকে গালমন্দ দিতে থাকেন। আয়েশা (রাঃ) তাঁর নিজ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী ছেলেকে গালমন্দ দেওয়া থেকে বিরত থাকার কথা বলায় তিনি বলেন, আপনি কি জানেন, সে আপনার ব্যাপারে অপবাদ সম্পর্কিত অপপ্রচারে জড়িত আছে? আয়েশা (রাঃ) সেই অপবাদ প্রচার সম্পর্কে জানতে চাইলে উম্মে মিস্তাহ তাঁকে সকল কথা খুলে বলেন। এভাবে তিনি অপবাদের কথা জানতে পারেন। উক্ত খবরের সত্যতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তিনি তাঁর পিতা-মাতার নিকট যাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁকে অনুমতি প্রদান করলে তিনি পিতামাতার নিকট গমন করলেন। আম্মা উম্মে রুমানকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'বেটি! কোন পুরুষের কাছে সতীনের সংসারে সুন্দরী সুপ্রিয়া স্ত্রী থাকলে (হিংসায়) লোকে অনেক কথাই বলে।'

আব্বাকে জিজ্ঞাসা করলে, তিনি কেঁদে ফেললেন। অতঃপর পরিস্থিতি সম্পর্কে নিশ্চিতরূপ অবগত হয়ে মা আয়েশা (রাঃ) কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। নিরবচ্ছিন্ন কান্নার মধ্যে তাঁর দুই রাত ও এক দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। এ সময়ের মধ্যে ক্ষণিকের জন্যও তাঁর অশ্রুধারা বন্ধ হয়নি কিম্বা ঘুমও আসেনি। তাঁর এ রকম একটা উপলব্ধি হচ্ছিল যে, কান্নার চোটে তাঁর কলিজা এক্ষণে ফেটে যাবে।

এই অপবাদ ও অপপ্রচারের মুখোমুখী হয়ে রসূলে কারীম ﷺ অহীর মাধ্যমে এর সমাধানের আশায় নীরবতা অবলম্বন করলেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করা সত্ত্বেও অহী নাযিল না হওয়ায় মা আয়েশা (রাঃ) হতে পৃথক হওয়ার ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবাবর্গের সঙ্গে পরামর্শের ব্যবস্থা করলেন। উসামাহ ﷺ বললেন, 'আপনার পরিবারের মাঝে মঙ্গল ছাড়া অন্য কিছু জানি না।'

আলী ﷺ বললেন, 'সে ছাড়া মহিলা আরো আছে। (অর্থাৎ, তাকে তালাক দিয়ে অন্য মহিলা বিবাহ করুন।) আপনি দাসীকে জিজ্ঞাসা করুন, তার কাছে সত্য তথ্য

মুআত্তাল ﷺ-এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি জাগ্রত হলেন। তিনি বলছিলেন, "ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন', রসূলে কারীম ﷺ-এর স্ত্রী?!"

সাফওয়ান ﷺ সেনাদলের শেষ অংশে ঘুমন্ত অবস্থায় ছিলেন। তাঁর অভ্যাস ছিল একটু বেশী ঘুমানো। (অথবা তিনি পশ্চাতে পড়ে থাকা বস্তুর খোঁজ-খবর নেওয়ার জন্য সেনাবাহিনীর পিছনে থাকার কাজে নিয়োজিত ছিলেন।) আয়েশা (রাঃ)কে এই অবস্থায় দেখা মাত্রই তিনি চিনতে পারলেন। কারণ, পর্দার নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। অতঃপর 'ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিউন' পাঠরত অবস্থায় তিনি আপন সওয়ারীকে নবীপত্নীর নিকট বসিয়ে দিলেন। আয়েশা (রাঃ) সওয়ারীর উপর আরোহন করলে তিনি তার লাগাম ধরে হাঁটতে থাকলেন।

সাফওয়ান 'ইন্না লিল্লাহ---' ছাড়া অন্য কোন বাক্য উচ্চারণ করেননি। মা আয়েশার সাথে কোন প্রকার বাক্যালাপ করেননি, তাঁকে কোন জিজ্ঞাসাবাদও করেননি। তিনি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যখন সৈন্যদলে মিলিত হলেন, তখন সময় ছিল ঠিক খরতপ্ত দুপুর। সৈন্যদল শিবির স্থাপন পূর্বক বিশ্রামরত ছিল। আয়েশা (রাঃ)কে এই অবস্থায় আসতে দেখে লোকেরা আপন আপন প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির নিরীখে আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু ক'রে দিল। সৎ প্রবৃত্তির লোকেরা এটাকে সহজভাবেই গ্রহণ করলেন। কিন্তু অসৎ প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির লোকেরা এটাকে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে চিন্তা করতে থাকল নানাভাবে। (কেন আয়েশা পিছনে থেকে গেলেন? তাঁর সাথে সাফওয়ানের নিশ্চয়ই কোন গোপন সম্পর্ক ছিল। ইত্যাদি) বিশেষ ক'রে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর দুশমন খবিস আব্দুল্লাহ বিন উবাই এটিকে তার অপপ্রচারের একটি মোক্ষম সুযোগ হিসাবে পেয়ে বসল। সে তার অন্তরে কপটতা, হিংসা ও বিদ্বেষের যে অগ্নিশিখা প্রজ্বলিত রেখেছিল, এই ঘটনা তাতে ঘৃতাহুতির ন্যায় অধিকতর প্রভাবিত ও প্রজ্বলিত করে তুলল। সে এই সামান্য ঘটনাটিকে তার স্বকপোলকল্পিত নানা আকার-প্রকার ও রঙচঙে ও রঞ্জিত করে ব্যাপকভাবে অপপ্রচার শুরু করে দিল।

পুণ্যের তুলনায় পাপের প্রভাবে মানুষ যে সহজেই প্রভাবিত হয়ে পড়ে এ সত্যটি অত্যন্ত নিষ্করুণভাবে প্রমাণিত হয়ে গেল। আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের এই অপপ্রচারে অনেক ভাল লোকও প্রভাবিত হয়ে পড়লেন এবং তাঁরাও অপপ্রচারের ফাঁসে ফেঁসে গেলেন। এমনিতর দ্বিধাদ্বন্দ্ব ও ভারাক্রান্ত মানসিকতাসম্পন্ন

বন্ধ হয়ে গেল। তাঁর চোখে তখন এক ফোটাও পানি যেন অবশিষ্ট ছিল না। তিনি তাঁর পিতা-মাতাকে বললেন যে, তাঁদেরকেই নবী ﷺ-এর প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। কিন্তু জবাব দেওয়ার মত কোন ভাষাই যেন তাঁরা খুঁজে পেলেন না। পিতা-মাতাকে অত্যন্ত অসহায় এবং নির্বাক দেখে আয়েশা (রাঃ) নিজেই মুখ খুলে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আপনারা যে কথা শুনেছেন তা আপনাদের অন্তরকে প্রভাবিত করেছে এবং আপনারা তাকে সত্য বলে মেনে নিয়েছেন। অতএব আমি যদি বলি যে, আমি সম্পূর্ণ পাক-পবিত্র আছি এবং আল্লাহ অবশ্যই অবগত আছেন যে, আমি পবিত্র আছি, তবুও আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন না। আর যদি আমি ঐ জঘন্য অপবাদকে সত্য বলে স্বীকার করে নিই, অথচ আল্লাহ তাআলা অবগত আছেন যে, আমি তা থেকে পবিত্র আছি, তবে আপনারা আমার কথাকে সত্য বলে মেনে নেবেন। এ মত অবস্থায় আল্লাহর কসম! আমার ও আপনাদের জন্য ঐ কথাই প্রযোজ্য হবে বা ইউসুফ ﷺ-এর পিতা বলেছিলেন,

{فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ} (১৮) سورة يوسف

অর্থাৎ, ধৈর্য ধারণই উত্তম পথ। আর তোমরা যা বলছ, তার জন্য আমি আল্লাহর সাহায্য কামনা করছি।' *(সূরা ইউসুফ ১৮ আয়াত)*

এরপর আয়েশা (রাঃ) অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে পড়লেন এবং ঐ সময়ই রসূলে কারীম ﷺ-এর উপর অহী নাযিলের কঠিন অবস্থা অতিক্রান্ত হল, তখন তিনি মৃদু মৃদু হাসছিলেন। এ সময় তিনি প্রথম যে কথাটি বলেছিলেন তা হচ্ছে, "হে আয়েশা! আল্লাহ তাআলা তোমাকে অপবাদ থেকে মুক্ত ঘোষণা করেছেন।"

এতে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর আম্মা বললেন, '(আয়েশা!) উঠে দাঁড়াও এবং স্বামীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর।'

আয়েশা (রাঃ) স্বীয় সতীত্ব ও রসূলে করীমের ভালবাসায় আস্থা রেখে গর্বের সঙ্গে বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি তো তাঁর সামনে দাঁড়াব না। (এবং তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশও করব না। কারণ তিনি তো অন্যান্য লোকের মত আমার চরিত্রে সন্দেহ পোষণ করেছেন।) আমি শুধুমাত্র আল্লাহর প্রশংসা করব। (কারণ, তিনিই আমাকে অপবাদমুক্ত বলে ঘোষণা করেছেন।)'

আল্লাহ গায়বের খবর জানেন। কিন্তু মহানবী ﷺ গায়বের খবর জানতেন না। তাই অন্যান্য মানুষের মত তাঁর মনও প্রকৃতিগতভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে

পাবেন।'

সুতরাং তিনি বারীরাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "আয়েশার চরিত্রের ব্যাপারে তোমার কোন সন্দেহ আছে কি?" বারীরা বললেন, 'আল্লাহর কসম! তাঁর ব্যাপারে আমি এই দেখে আসছি যে, তিনি আটা ঘুলে ঘুমিয়ে যান, অতঃপর ছাগল এসে তা খেয়ে ফেলে।' (অর্থাৎ, তিনি এমন জঘন্য পাপের ব্যাপারে অত্যন্ত উদাসীন কিশোরী।)

এরপর আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের কপটতাজনিত কষ্ট হতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশে রাসূলুল্লাহ ﷺ মিম্বরে উঠে এক ভাষণের মাধ্যমে জনগণের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। উক্ত প্রেক্ষিতে সা'দ বিন মুআয তাকে হত্যা করার অভিমত ব্যক্ত করেন। কিন্তু সা'দ বিন উবাদা (যিনি আব্দুল্লাহ বিন উবাইয়ের খাযরাজ গোত্রের নেতা ছিলেন) গোত্রীয় প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে খুব শক্তভাবে বিরোধিতা করায় উভয়ের মধ্যে বাকযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে উভয় গোত্রের লোকেরাই উত্তেজিত হয়ে ওঠে। রাসূলুল্লাহ ﷺ অনেক চেষ্টা-চরিত্র ক'রে গোত্রের লোকজনদের উত্তেজনা প্রশমিত করেন এবং নিজেও নীরবতা অবলম্বন করেন।

একদা নবী ﷺ উম্মুল মু'মিনীন যয়নাব বিন্তে জাহশের কাছে এলেন। এই যয়নাব ছিলেন রূপে-গুণে এবং স্বামীর ভালবাসায় আয়েশার প্রতিদ্বন্দ্বিনী। কিন্তু তিনি ছিলেন বড় পরহেযগার মহিলা। নবী ﷺ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, "লোকেরা (আয়েশার ব্যাপারে) যা বলছে, তা কি তুমি শোনোনি?" তিনি বললেন, 'আমি আমার কান ও চোখকে হিফাযতে রাখি। আমি ভাল ছাড়া মন্দ জানি না।'

কিন্তু তাঁর বোন হামনা তাঁর স্বার্থে সুযোগ বুঝে আয়েশার বিপক্ষে অপপ্রচারে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

অতঃপর একদিন আসরের নামায পড়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ আয়েশা (রাঃ)এর নিকট আগমন করলেন এবং কলেমা শাহাদত সমন্বয়ে এক সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন, "হে আয়েশা! তোমার সম্পর্কে কিছু জঘন্য কথাবার্তা আমার কানে এসেছে। যদি তুমি উক্ত কাজ থেকে পবিত্র থাক, তাহলে আল্লাহ তাআলা অনুগ্রহ ক'রে এর সত্যতা প্রকাশ করে দেবেন। আর আল্লাহ না করুন, তোমার দ্বারা যদি কোন পাপকার্য হয়েই থাকে, তাহলে তুমি আল্লাহর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও এবং তওবা কর। কারণ, পাপকার্যের পর কোন বান্দা যখন অনুতপ্ত হয়ে খালেস অন্তরে আল্লাহর দরবারে তওবা করে, তিনি তা কবূল করেন।"

রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর বক্তব্য শোনার পর আয়েশা (রাঃ)এর অশ্রুধারা সম্পূর্ণরূপে

পড়েছিল। উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কিত যে আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয় তা ছিল সূরা নূরের দশটি আয়াত।

"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তো তোমাদেরই একটি দল; এই অপবাদকে তোমরা তোমাদের জন্য অনিষ্টকর মনে করো না; বরং এ তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। ওদের প্রত্যেকের জন্য নিজ নিজ কৃত পাপকর্মের প্রতিফল আছে। আর ওদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে, তার জন্য আছে মহাশাস্তি। এ কথা শোনার পর মু'মিন পুরুষ এবং নারীগণ কেন নিজেদের বিষয়ে সুধারণা করেনি এবং বলেনি, এ তো নির্জলা অপবাদ? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করেনি? যেহেতু তারা সাক্ষী উপস্থিত করেনি, সে কারণে তারা আল্লাহর নিকটে মিথ্যাবাদী। ইহলোকে ও পরলোকে তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে, তোমরা যাতে মগ্ন ছিলে, তার জন্য কঠিন শাস্তি তোমাদেরকে স্পর্শ করত। যখন তোমরা মুখে মুখে এ (কথা) প্রচার করছিলে এবং এমন বিষয় মুখে উচ্চারণ করছিলে, যার কোন জ্ঞান তোমাদের ছিল না এবং তোমরা একে তুচ্ছ গণ্য করেছিলে; যদিও আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ছিল গুরুতর বিষয়। যখন তোমরা এ শ্রবণ করলে, তখন কেন বললে না যে, এ বিষয়ে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। আল্লাহই পবিত্র, মহান! এ তো এক গুরুতর অপবাদ। আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি মু'মিন হও, তাহলে কখনও এরূপ আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না। আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বাক্যসমূহ সুস্পষ্টভাবে বিবৃত করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। যারা মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার কামনা করে, তাদের জন্য আছে ইহলোকে ও পরলোকে মর্মন্তুদ শাস্তি। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জান না। তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে এবং আল্লাহ দয়ার্দ্র ও পরম দয়ালু না হলে (তোমাদের কেউ অব্যাহতি পেত না)।" *(১১-২০ আয়াত)*

এরপর মিথ্যা অপবাদের সাথে জড়িত ব্যক্তিদেরকে অপবাদের দায়ে মিস্তাহ বিন উসাসাহ, হাস্‌সান বিন সাবেত এবং হামনা বিনতে জাহশের উপর আশি চাবুকের শাস্তি কার্যকর করা হল। তবে খবিস মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই উক্ত শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে গেল। অথচ অপবাদ রটানোর কাজে জড়িত জঘন্য ব্যক্তিদের মধ্যে সেই ছিল প্রথম নম্বরে এবং উক্ত ব্যাপারে সব চাইতে অগ্রগামী ভূমিকা ছিল তারই। তাকে শাস্তি না দেওয়ার কারণ হয়তো এটাই ছিল যে, আল্লাহ তাআলা পরকালে তাকে শাস্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাকে এখন শাস্তি প্রদান করা হলে

তার পরকালের শাস্তি হালকা হয়ে যাবে - এই ধারণায় শাস্তির ব্যবস্থা করা হয়নি। কিন্তু অন্যান্য যাদের জন্য শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা হয়, তাদের পরকালীন পাপভার হাল্কা এবং পাপসমূহের কাফ্‌ফারা হিসেবেই তা করা হয়। অথবা এমন কোন ব্যাপার এর মধ্যে নিহিত ছিল, যে কারণে তাকে হত্যা করা হয়নি।

এভাবে এক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর সন্দেহ, আশঙ্কা, অশান্তি ও অশুভ ব্যাকুলতার বিষবাষ্প থেকে মদীনার আকাশ-বাতাস পরিষ্কার হয়ে উঠল। এর ফলশ্রুতিতে আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই এতই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হল যে, সে আর দ্বিতীয়বার মস্তক উত্তোলন করতে সক্ষম হল না।

ইবনে ইসহাক বলেছেন যে, এরপর যখনই সে কোন গন্ডগোল পাকাতে উদ্যত হত, তখনই তার দলের লোকজনেরা তাকে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার করতে থাকত এবং বল প্রয়োগ ক'রে বসিয়ে দিত। উক্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে রসূল ﷺ উমার ﵁-কে বললেন, "হে উমার! এ ব্যাপারে তোমার ধারণা কি? দেখ আল্লাহর শপথ! যেদিন তুমি আমার নিকট অনুমতি চেয়েছিলে, সেদিন যদি আমি অনুমতি দিতাম, আর তুমি তাকে হত্যা করতে, তাহলে এ জন্য অনেকেই বিরূপ মনোভাব পোষণ করত। কিন্তু আজকে যদি সেই সব লোকদের আদেশ দেওয়া হয়, তাহলে তারাই তাকে হত্যা করবে।"

উমার ﵁ বললেন, 'আল্লাহর কসম! আমি ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হয়েছি যে, রসূল ﷺ-এর ব্যাপার আমার তুলনায় অনেক বেশী বরকতপূর্ণ।' *(বুখারী, মুসলিম, আর-রাহীকুল মাখতূম ২/১৪১-১৪৭)*

আল্লাহ ও রসূলের প্রতি কুধারণা

আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর প্রতি সুধারণা রাখা মু'মিনের গুণ। আল্লাহ মু'মিনদেরকে ধ্বংস করবেন না। তিনি তাদের সাহায্য করবেন। তিনি মুসলিমদেরকে অসহায় ছেড়ে দেবেন না। আঘাতের পর তিনি আবার শক্তিশালী করবেন। দুঃখের পর তিনি আবার সুখ দান করবেন। পরীক্ষার পর তিনি আবার শান্তি দান করবেন। তাঁর করুণা থেকে মু'মিনরা কোন সময় নিরাশ হয় না।

পক্ষান্তরে মুনাফিকরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল ﷺ-এর প্রতি কুধারণা রাখে। ভাবে, আল্লাহ মু'মিনদেরকে বিজয়ী করবেন না। তাঁর রসূল তাদের প্রতি ইনসাফ করেন না। ইত্যাদি। মহান আল্লাহ তাদের কথা বলেন,

আল্লাহর নিকট আশা রাখে, কিন্তু আসলে তা দুরাশা। হাসান বাসরী (রঃ) বলেন, মু'মিন জানে, আল্লাহ যা বলেছেন তার অন্যথা হবে না। মুমিনের কর্ম সকল মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহকে সেই অধিক ভয় করে। পর্বতসম দান করলেও যেন তা স্বল্প মনে করে। সে যত সৎকর্ম ও ইবাদত বেশী বেশী করে, তত তার মনে ভয় হয়। মনে করে হয়তো তা কবুল হবে না, হয়তো নাজাত পাবে না। আর মুনাফিক বলে, 'এমন লোক কত আছে। আল্লাহ আমাকে মাফ করে দেবেন। আমি তো এমন কিছু পাপ করিনি।' সে কর্ম তো করে মন্দ, কিন্তু আল্লাহর নিকট আশা রাখে ভালোর! *(আয্ যুহদ, ইবনুল মুবারক ১৮৮পৃঃ)*

বর্তমানেও কি এই শ্রেণীর লোকের অভাব আছে বলছেন?

নবী ও নায়েবে নবীদের সমালোচনা

মুনাফিকদের চিরাচরিত একটি অভ্যাস এই যে, তারা নবী ﷺ ও তাঁর নায়েবদের শানে বেআদবীমূলক কথা বলে, তাঁদের সমালোচনা করে, তাঁদের কাজে খোঁটা ও খোঁচা মারে। তাদের বুকের পাটা খুবই চওড়া, চোবলের খুব জোর, তাদের দুঃসাহস খুব বেশী।

বদর যুদ্ধে একটি লাল চাদর হারিয়ে গেল। মুনাফিকরা 'আল-আমীন' নবী ﷺ-কে অপবাদ দিয়ে বলে ফেলল, 'আল্লাহর রসূল হয়তো নিয়ে থাকবেন!'

এমন বেআদবীমূলক কথার প্রতিবাদে মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

{وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّـا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ} (١٦١) سورة آل عمران

অর্থাৎ, কোন নবীর জন্য সঙ্গত নয় যে, সে আত্মসাৎ করবে। আর যে কেউ কিছু আত্মসাৎ করবে সে তার আত্মসাৎ করা বস্তু নিয়ে কিয়ামতের দিন উপস্থিত হবে। অতঃপর (সেদিন) প্রত্যেকে যে যা অর্জন করেছে তা পূর্ণ মাত্রায় প্রদত্ত হবে এবং তাদের প্রতি কোন যুলুম করা হবে না। *(সূরা আলে ইমরান ১৬১ আয়াত)*

একদা এক মুনাফিক বলে ফেলল, 'মুহাম্মাদ আমাদেরকে মেয়ের লোভ দেখিয়ে ফিতনায় ফেলতে চায়!'

মহান আল্লাহ আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বললেন,

{وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ائْذَن لِّي وَلاَ تَفْتِنِّي أَلاَ فِي الْفِتْنَةِ سَـقَطُواْ وَإِنَّ جَهَـنَّمَ لَمُحِيطَـةٌ

{إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ غَرَّ هَؤُلاءِ دِينُهُمْ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّـهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (٤٩)

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন মুনাফেক (কপট) ও যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা বলতে লাগল, এদের ধর্ম এদেরকে প্রতারিত করেছে? আর যে আল্লাহর উপর নির্ভর করে, (সে বিজয়ী হয়।) নিশ্চয় আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আনফাল ৪৯ আয়াত)*

{وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا}

অর্থাৎ, (যখন ওরা তোমাদের বিরুদ্ধে উচ্চ অঞ্চল ও নিম্ন অঞ্চল হতে সমাগত হয়েছিল-তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করেছিলে। তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলে এবং তারা ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল।) এবং যখন মুনাফিক (কপটচারি)গণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। *(সূরা আহযাব ১০-১২ আয়াত)*

{وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ الـسَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءتْ مَصِيرًا} (٦)

অর্থাৎ, কপট (মুনাফেক) পুরুষ ও কপট নারী, অংশীবাদী (মুশরিক) পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারী, যারা আল্লাহ সম্বন্ধে মন্দ ধারণা পোষণ করে, তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অমঙ্গল চক্র রয়েছে তাদের জন্য, আল্লাহ তাদের প্রতি রুষ্ট হয়েছেন এবং তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন আর তাদের জন্য জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন; ওটা নিকৃষ্ট আবাস! *(সূরা ফাত্হ ৬ আয়াত)*

{بَلْ ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَنقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا} (١٢) سورة الفتح

অর্থাৎ, বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রসূল ও মু'মিনগণ তাদের পরিবার-পরিজনের নিকট কখনই ফিরে আসতে পারবে না এবং এ ধারণা তোমাদের অন্তরে সুশোভিত হয়েছিল; আর তোমরা মন্দ ধারণা করেছিলে। তোমরা তো ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। *(ঐ ১২ আয়াত)*

পক্ষান্তরে অনেক সময় তারা উল্টাভাবে আল্লাহর প্রতি সুধারণাও রেখে থাকে।

بِالْكَافِرِينَ } (٤٩) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমন আছে, যে বলে, আমাকে (যুদ্ধে না যাওয়ার) অনুমতি দাও এবং আমাকে ফিতনায় ফেলো না। সাবধান! তারা তো ফিতনায় পড়েই গেছে। আর নিশ্চয়ই জাহান্নাম কাফেরদেরকে বেষ্টন করবে। *(সূরা তাওবাহ ৪৯ আয়াত)*

একদা এক সফরে মহানবী ﷺ-এর উট হারিয়ে গেল। তিনি গায়বের খবর জানতেন না। সুতরাং উটটি কোথায় লোকেদেরকে তা জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তা দেখে এক মুনাফিক বলে বসল, 'মুহাম্মাদ নবী হওয়ার দাবী ক'রে আসমানের খবর বলে, অথচ তার উট কোথায় তা তার জানা নেই!' তিনি বললেন, "এক ব্যক্তি এই কথা বলে। আল্লাহর কসম! তিনি যা জানান তা ব্যতীত আমার অন্য কিছু জানা নেই। এখন তিনি আমাকে জানিয়েছেন, তা অমুক উপত্যকার এক গাছে লাগাম ফেঁসে আটকে আছে।" *(দালাইলুব নুবুওয়াহ ১/১৩৭, মাগাযী ইবনে ইসহাক)*

তবূক যুদ্ধে ৩০ হাজার সৈন্য নিয়ে নবী ﷺ এক বিপদের সম্মুখীন হলেন। পানি শেষ হয়ে গেলে কোথাও পানির সন্ধান পাওয়া গেল না। তিনি কতক সাহাবাকে পানির খোঁজে চারিদিকে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা যোহরের সময় নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন, পানি পাওয়া গেল না। লোক-লশকর ও উট-ঘোড়া সব পিপাসিত ছিল। যোহরের নামায পড়ে আবার কিছু সাহাবাকে মরুবাসীদের নিকট পানির খোঁজে পাঠালেন। এদিকে মুনাফিকরা খোঁচা মারার একটি সুযোগ পেয়ে গেল; তারা বলল, 'মুহাম্মাদ আকাশের খবর বলে। আর পানি কোথায় তা জানে না!' *(আ'লামুন নুবুওয়াহ ১/১২১)*

খন্দক যুদ্ধে যখন মদীনার উপর বিশাল কষ্ট এসে উপস্থিত হল, তখন মুনাফিকরা নানা কুধারণা ক'রে সমালোচনা শুরু করল। 'মুহাম্মাদ আমাদেরকে কিসরা ও কাইসারের ধনভাণ্ডার লাভের প্রতিশ্রুতি দেয়। আর আজ আমাদের কেউ নিরাপদে পায়খানা পর্যন্ত করতে যেতে পারে না!'

কেউ কেউ নানা মিথ্যা ওজর পেশ ক'রে যুদ্ধ থেকে অব্যাহতি লাভ করতে চাইল। মহান আল্লাহ তাদের খবর দিলেন তাঁর নবীকে,

{ وَإِذْ زَاغَتْ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَـا هُنَالِـكَ ابْتُلِـيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّـرَضٌ مَّـا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا

وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا }

অর্থাৎ, (খন্দকের দিন) যখন তোমাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল, তোমাদের প্রাণ হয়ে পড়েছিল কণ্ঠাগত এবং তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে নানাবিধ ধারণা পোষণ করেছিলে। তখন মু'মিনদেরকে পরীক্ষা করা হয়েছিলে এবং তারা ভয়ানক আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল এবং যখন মুনাফিক (কপটচারি)গণ এবং যাদের অন্তরে ব্যাধি ছিল তারা বলছিল, আল্লাহ এবং তাঁর রসূল আমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। ওদের একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিব (মদীনা)বাসিগণ! এখানে তোমাদের কোন স্থান নেই; তোমরা ফিরে চল। আর ওদের মধ্যে একদল নবীর নিকট অব্যাহতি প্রার্থনা করে বলেছিল, 'আমাদের বাড়ী-ঘর অরক্ষিত।' যদিও ওগুলি অরক্ষিত ছিল না। আসলে পলায়ন করাই ছিল ওদের উদ্দেশ্য। *(সূরা আহযাব ১০-১৩ আয়াত)*

ইহুদী, মুনাফিক, মুশরিকগণ, এক কথায় ইসলামের শত্রুগণ এটা ভালভাবেই ওয়াকেফহাল ছিল যে, মুসলিমদের বিজয়ের কারণ বৈষয়িক, অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনী কিম্বা বাহিনীর লোকজনদের সংখ্যাধিক্য নয়। বরং এর প্রকৃত কারণ ছিল আল্লাহর দাসত্বকরণ এবং একনিষ্ঠ চারিত্রিক গুণাবলী অর্জন; যার দ্বারা পূর্ণ ইসলাম সমাজ প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল এবং এর ফলে দ্বীন ইসলামের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি ব্যক্তি ছিলেন পরিতৃপ্ত ও নিবেদিত-প্রাণ। তাঁরা নিজেদেরকে ভাগ্যবানও মনে করতেন একমাত্র দ্বীনের কারণে। ইসলামে শত্রুগণ এ কথাও ভালভাবেই জানত যে, মুসলিমদের উদারতার মূল উৎস ছিল, রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মুবারক ব্যক্তিত্ব ; যা মুসলিমদের চরিত্র-সম্পদ ও চরিত্র-মাধুর্যের অলৌকিকত্বের চূড়ান্ত পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছনোর ব্যাপারে ছিল সব চাইতে বড় আদর্শ।

অধিকন্তু ইসলাম ও মুসলিমদের শত্রুরা চার-পাঁচ বছর যাবৎ শত্রুতা ও হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে সাধ্যমত সব কিছু ক'রেও যখন তারা এটা উপলব্ধি করল যে, এই দ্বীন এবং এর অনুসারীগণকে অস্ত্রের দ্বারা নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব নয়, তখন তারা ভিন্ন পন্থা অবলম্বনের চিন্তা-ভাবনা করতে থাকল। তাদের এই বিকল্প কৌশল হিসাবে তারা মুসলিমদের শক্তি এবং শৌর্যবীর্যের প্রধান উৎস-চরিত্র সম্পদের উপর আঘাত হানার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল। তাদের হীন চক্রান্তের প্রথম লক্ষ্যস্থল নির্বাচন করল আল্লাহর নবীকে। কারণ, মুনাফিকগণ মুসলিমদের শ্রেণীতে ছিল পঞ্চম বাহিনী। মদীনায় বসবাস করার ফলে মুসলিমদের সঙ্গে মেলামেশায় যথেষ্ট সুযোগ তাদের ছিল।

অপপ্রচারের ব্যাপকতা কতটা বিস্তৃতি লাভ করেছিল। সূরা আহযাবের সূচনাই হয়েছিল এই আয়াতে কারীমা দ্বারা,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا}

অর্থ, হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং মুনাফিক ও কাফেরদের আনুগত্য করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আহযাব ১ আয়াত)*

এই আয়াতে কারীমা ছিল মুনাফিকদের কার্যকলাপ ও কর্মকান্ডের প্রতি একটি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত এবং তাদের চক্রান্তসমূহের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র। নবী কারীম ﷺ তাঁর স্বভাবজাত উদারতা এবং ধৈর্যের সঙ্গে মুনাফিকদের এই সকল অন্যায় আচরণ সহ্য করে আসছিলেন। সাধারণ মুসলিমগণও তাদের হিংসাপরায়ণতা থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে ধৈর্যধারণ করে চলছিলেন। কারণ, তাঁদের নিকট বহুবার এটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল যে, মুনাফিকরা আল্লাহর তরফ থেকেই মাঝে মাঝে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়ে আসছে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা কুরআন মাজীদে ইরশাদ করেছেন,

{أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ}

অর্থ, তারা কি দেখছে না যে, তাদেরকে প্রত্যেক বছর একবার দু'বার বিপদে নিক্ষেপ করা হয়ে থাকে। তবুও তারা না তওবা করছে, আর না উপদেশ গ্রহণ করছে। *(সূরা তাওবাহ ১২৬ আয়াত, আর-রাহীকুল মাখতূম ২/১৩৫-১৩৭)*

একদা জিঈর্রানাতে মহানবী ﷺ গনীমতের মাল বন্টন করছিলেন। এক ব্যক্তি বলে উঠল, 'হে মুহাম্মাদ! আপনি ন্যায়ভাবে বন্টন করুন। ঐ বন্টন ন্যায্য হচ্ছে না!'

মহানবী ﷺ তার এ কথা শুনে বললেন, "দূর হতভাগা! আমি ন্যায্য বন্টন না করলে আর কে করবে?"

উমার রাঃ বললেন, 'আমাকে অনুমতি দিন। আমি ঐ মুনাফিকের গর্দানটি উড়িয়ে দিই।'

রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "ওর কিছু সহচর আছে, যারা কুরআন পড়ে। কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পার হয় না। তারা ইসলাম থেকে ঐভাবে বের হয়ে যাবে, যেভাবে তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়।" *(ইবনে মাজাহ)*

একদা দয়ার নবী ﷺ সাদকার মাল বন্টন করলেন। তা কিছু মুনাফিকের মনঃপূত হল না। শুরু ক'রে দিল সমালোচনা। 'সে অমুক অমুককে দেয় আমাদেরকে দেয় না। এটা কি ইনসাফ হল?' প্রশ্ন ইনসাফ নিয়ে ছিল না, প্রশ্ন ছিল, 'আমরা পেলাম না

এ কারণে কূট-কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের অনুভূতিতে নাড়া দিয়ে সহজভাবে প্রলুব্ধ করার সুযোগও তাদের ছিল। তাদের এই জঘন্য উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার লক্ষ্যে তারা শুরু করল ব্যাপক অপপ্রচার। মুনাফিকরা তাদের এই প্রচারাভিযানের দায়িত্ব তারা নিজে নিজেই নিয়েছিল অথবা তাদেরকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। আর এর নেতৃত্বভার স্বয়ং আব্দুল্লাহ বিন উবাই বহন করছিল।

যখন যায়েদ বিন হারেসা রাঃ যয়নাবকে তালাক প্রদান করেন এবং নবী করীম ﷺ আল্লাহর নির্দেশে তাঁর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তখন মুনাফিকগণ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর চরিত্র সম্পর্কে কটাক্ষ করা ও অপপ্রচার করার একটি মোক্ষম সুযোগ পেয়ে যায়। কারণ, তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথায় পোষ্যপুত্রকে প্রকৃত সন্তানের মর্যাদা ও স্থান দেওয়া হত এবং পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে প্রকৃত পুত্রের স্ত্রীর ন্যায় অবৈধ গণ্য করা হত। এ কারণে, নবী করীম ﷺ যখন যয়নাবকে বিবাহ করলেন, তখন তারা তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা শুরু করে দিল।

এই বিবাহকে কেন্দ্র ক'রে তারা নানা অলীক ও ভিত্তিহীন কাহিনী রচনা করল এবং জোর গুজব ছড়াতে থাকল। লোকে এমনটিও বলতে লাগল যে, 'মুহাম্মাদ যয়নাবকে দেখা মাত্র তাঁর সৌন্দর্যে এমনভাবে আকৃষ্ট হল যে, সঙ্গে সঙ্গে উভয়ের মন দেওয়া-নেওয়া হয়ে গেল। যায়েদ যখন এই খবর জানতে পারল, তখন সে যয়নাবকে তালাক দিল!'

যয়নাবকে রাসূলুল্লাহ ﷺ বিবাহ করার ব্যাপারে মুনাফিকগণ তাদের অপপ্রচারের আরও যে সূত্রটি আবিষ্কার ও ব্যবহার করল, তা হচ্ছে তাঁর পঞ্চম পত্নী। তাদের প্রশ্ন ছিল, কুরআন শরীফে যেখানে চারটির অধিক বিবাহ করার অনুমতি দেওয়া হয়নি। সে ক্ষেত্রে এই বিবাহ কিভাবে বৈধ হতে পারে? তাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন, যয়নাব হচ্ছে মুহাম্মাদের ছেলের (পোষ্যপুত্রের) স্ত্রী। তৎকালীন আরবের প্রচলিত প্রথানুযায়ী এই বিবাহ ছিল অবৈধ এবং কঠিন পাপের কাজ।

মুনাফিকরা এত জোরালোভাবে উক্ত ঘৃণ্য কল্প-কাহিনী প্রচার করতে থাকল যে, এর জের হাদীস এবং তফসীরের কিতাবাদিতে এখনও পর্যন্ত চলে আসছে। ঐ সময় এই সমস্ত অপপ্রচার দুর্বলচিত্ত এবং সরলমনা মুসলিমদের অন্তরকে এমনভাবে প্রভাবিত করেছিল যে, অবশেষে আল্লাহ পাক এ প্রসঙ্গে আয়াত নাযিল করেন। যার মধ্যে সন্দেহ ব্যাধিতে আক্রান্ত অন্তরসমূহের জন্য সুচিকিৎসার ব্যবস্থা ছিল। প্রাসঙ্গিক আয়াতে কারীমা থেকে এটা সহজেই অনুমান করা যায় যে, উক্ত

কেন?' নিজের পাতে ঝোল না পড়লে যা হয় আর কি? মহান আল্লাহ বললেন,

{وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ} (৫৮) {وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوْاْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْ حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينَا اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ} (৫৯) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা সাদকার (বন্টন) ব্যাপারে তোমার প্রতি দোষারোপ করে। অতঃপর যদি তারা ঐ সমস্ত সাদকা হতে (অংশ) প্রাপ্ত হয়, তাহলে তারা সন্তুষ্ট হয়। আর যদি তারা তা থেকে (অংশ) না পায়, তাহলে ক্ষুব্ধ হয়। আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে যা কিছু দান করেছিলেন, যদি তারা তা নিয়ে সন্তুষ্ট হত, আর বলত, 'আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহ হতে আমাদেরকে আরো দান করবেন এবং তাঁর রসূলও, আমরা আল্লাহরই প্রতি আগ্রহান্বিত রইলাম।' (তাহলে তা তাদের জন্য উত্তম হত।) *(সূরা তাওবাহ ৫৮-৫৯ আয়াত)*

চিরকালই মুনাফিকরা ইনসাফ বুঝে না। তারা কেবল নিজের ভাগটাই বুঝে। অথচ সে ভাগ দাতার নিকট থেকে তাদের কোন প্রাপ্য অধিকার নয়, অনুগ্রহ মাত্র। তবুও তা অধিকার মনে ক'রে দাতার সমালোচনা শুরু ক'রে দেয়। নুন পেলে গুণও গায় না। না পেলে চুপও থাকে না; বরং দোষ গাইতে আরম্ভ করে! এমন নিমকহারাম তারা।

মুনাফিকরা মরার পরেও কাউকে ছাড়ে না। তারা লাশেরও সমালোচনা করে। আনাস ﷺ বলেন, সা'দ বিন মুআযের জানাযা উঠানো হলে মুনাফিকরা বলাবলি করতে লাগল, 'ওর জানাযা কত হাল্কা!'

তিনি বানী কুরাইযার বিরুদ্ধে ফায়সালা দিয়েছিলেন, সেই রাগে মুনাফিকরা তাঁর সমালোচনায় কিছু না পেয়ে ঐ কথা বলে বসল!

আল্লাহর নবী ﷺ-এর কাছে সে খবর পৌঁছলে তিনি বললেন, "(অজ্ঞদের জানা নেই যে,) ফিরিশ্তাগণ তাঁর লাশ বহন করছিলেন।" *(তিরমিযী)*

এই মত কত শত সমালোচনা করে মুনাফিকরা। মহানবী ﷺ-এর সমালোচনা, সাহাবাগণের সমালোচনা, আলেম-উলামা ও নেক লোকেদের সমালোচনা, হাজী-গাজী ও পর্দানশীন মহিলাদের সমালোচনা ছাড়া এদের পেটের ভাত হজম হয় না।

ক্লাব, টি-স্টল, কফি হাউস প্রভৃতিতে যেখানেই ফাসেকদের আড্ডা, সেখানেই মুনাফিকদের চা-কফির সাথে এই শ্রেণীর সমালোচনা ও কটাক্ষ এক প্রকার মচমচে

মজাদার বিস্কুট।

গুয়ে মাছির মত এক প্রকার মুনাফিক আছে, যারা কেবল নামাযী লোক ও আলেম-উলামাদের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়। অতঃপর কোন ছিদ্র পেয়ে গেলে তা তাদের জিভের তুরপুনে বড় ক'রে সমাজে প্রচার করে। প্রমাণ করে যে, নামায পড়ে কি লাভ, যদি নামাযীদের এই অবস্থা হয়। তারা আলেম-উলামার দোষ-ত্রুটি উল্লেখ ক'রে সমাজের চোখে বীতশ্রদ্ধ ক'রে তোলে। ফলে মসজিদ-মাদ্রাসাও তাদের কাছে চোখের বালি হয়ে যায়।

আলেমরা তাদের বিরুদ্ধে ফতোয়া দেন, তারা তাঁদের দোষ ছাড়বে কেন? একটা ছোট্ট উদাহরণ শুনুন। একজন ইমাম সাহেব মসজিদে মোবাইল বেজে উঠলে বড় আপত্তি জানান। বিশেষ ক'রে যখন কেউ নামাযের ভিতর রহমানের শব্দের সাথে শয়তানের শব্দের মিলন ঘটায়, তখন চটে ওঠেন। গান-বাজনা হারাম জানিয়ে নসীহত করেন। তাতে গান-বাজনা-প্রেমী মুনাফিকদের প্রেস্টিজে তো লাগবেই। একদিন নামাযের মধ্যে ইমাম সাহেবের মোবাইল বেজে উঠল। সাধারণ রিং। আর যায় কোথা? একজন তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষেপে উঠল। 'আপনারাই ফতোয়া দেন, আবার আপনারাই সেই কাজ করেন। মোবাইল বন্ধ রাখেননি কেন?' ইমাম সাহেব নিম্ন স্বরে বললেন, 'আজ আমি ভুলে গিয়েছিলাম।' বলে, 'ঐ রকম তো সবাই ভুলে যায়।' বললেন, 'ভুলে গেলে তো ভিন্ন কথা। কিন্তু রিং-টনে কেউ গান-বাজনা তো ভুল ক'রে লাগিয়ে রাখে না।'

কথা বেড়ে যায়। ইমাম সাহেব হেরে যান। মুনাফিক কাপড় ঝেড়ে ওঠে। চোখ ঠেরে হাত নেড়ে বলে, 'মৌলবীদের কথাই হল, আম্মা বাদ। আমরা যা করব তোমরা তা করো না! আমাদেরকে করতে আছে, তোমাদেরকে করতে নেই!!'

সৎলোকদের ব্যাপারে সমালোচনা

মুনাফিকদের একটি চরিত্র হল, তারা ভাল লোকদের ছিদ্র অন্বেষণ ক'রে সমালোচনা করে। অনেক সময় ভদ্র ও সরলমনা মানুষদেরকে তারা সমালোচনার মাধ্যমে কষ্ট দিয়ে থাকে।

{وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيِقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَيْرٍ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ آمَنُواْ مِنكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ}

অর্থাৎ, তাদের মধ্যে এমন কতিপয় লোক আছে, যারা নবীকে কষ্ট দেয় এবং

বলে, সে প্রত্যেক কথায় কর্ণপাত করে থাকে। তুমি বলে দাও, সে কর্ণপাত তো তোমাদের জন্য কল্যাণকর। সে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করে এবং মু'মিনদের (কথাকে) বিশ্বাস করে। আর সে তোমাদের মধ্যে মু'মিন লোকদের জন্য করুণাস্বরূপ। যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। *(সূরা তাওবাহ ৬১ আয়াত)*

একদা মুনাফিকরা নবী ﷺ-এর বিরুদ্ধে এক অশালীন আচরণ প্রদর্শন ক'রে বলতে লাগল যে, সে বড় কান-পাতলা! অর্থাৎ, সে প্রত্যেকের (প্রত্যেক) কথা শোনে (ও মেনে) নেয়। (সম্ভবতঃ নবী ﷺ-এর সহনশীলতা, দয়া, ক্ষমাশীলতা ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার দেখে তাদের এ ব্যাপারে ধোকা হয়েছিল।) আল্লাহ তাআলা বললেন, না! আমার পয়গম্বর মন্দ ও অশান্তির কোন কথা শোনে না। যা শোনে, তা তোমাদের জন্য মঙ্গলদায়ক এবং ভাল। (যেমন তোমরা মিথ্যা কসম খেয়ে ও মিথ্যা ওজর পেশ করে তার কাছে ক্ষমা চাইলে সে তোমাদের মুখের কথা শুনে ক্ষমা করে দেয়। আর এটা তোমাদের জন্য অবশ্যই উত্তম।)

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "হে (মুনাফিকের দল!) যারা মুখে মুসলমান হয়েছ এবং যাদের অন্তরে এখনও ঈমান প্রবেশ করেনি (তারা শোন), তোমরা মুসলিমদেরকে কষ্ট দিও না, তাদেরকে লাঞ্ছিত করো না ও তাদের ছিদ্রান্বেষণ করো না। যেহেতু যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভায়ের দোষ অনুসন্ধান করে, আল্লাহ তার দোষ অনুসন্ধান করেন। আর আল্লাহ যার দোষ অনুসন্ধান করেন (অর্থাৎ গোপন না করেন) তাকে অপদস্থ করেন; যদিও সে নিজ গৃহাভ্যন্তরে থাকে।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৭৮৬২নং)*

জাবের ؓ বলেন, একদা আমরা নবী ﷺ-এর নিকট ছিলাম। এমন সময় দুর্গন্ধময় হাওয়া বয়ে গেল। তিনি বললেন, "তোমরা কি জান, এ হাওয়া কিসের? কিছু মুনাফিক লোক কিছু মুসলিমের গীবত করেছে। তারই কারণে এই হাওয়া।" *(আহমাদ, বুখারী-মুফরাদ, ইবনে হিব্বান)*

কোনও সাহাবীকে ঘৃণা করা

কোনও সাহাবীকে বিশেষ ক'রে মহানবী ﷺ-এর পত্নী, আহলে বায়ত বা কোন আনসারী সাহাবীকে ঘৃণা করা, তাঁদের বিরুদ্ধে কটূক্তি ও কুমন্তব্য করা, তাঁদেরকে গালাগালি করা মুনাফিকের লক্ষণ। সকল সাহাবীই মহান আল্লাহর তরফ থেকে সন্তুষ্টির সার্টিফিকেট পেয়েছেন। তিনি তাঁর দ্বীন প্রচারের জন্য রসূল পাঠিয়েছেন

এবং তাঁর সাহচর্য ও সহযোগিতার জন্য তাঁদেরকে মনোনয়ন করেছেন। তাঁদের যুগকে সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ বলে ঘোষণা দিয়েছেন। আল্লাহ যাঁদেরকে ভালবাসেন, তাঁদেরকে ঘৃণা করা আর কার কাজ হতে পারে?

কাফেরদের কথাই তো আলাদা, কিন্তু কেউ যদি মুসলিম নাম ও রূপ নিয়ে তাঁদের সমালোচনা করে, তাহলে সে কি মুনাফিক নয়?

মহানবী ﷺ আনসার সম্পর্কে বলেছেন, "এদেরকে কেবলমাত্র মু'মিনই ভালোবাসে এবং এদের সঙ্গে কেবলমাত্র মুনাফিকরাই বিদ্বেষ রাখে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালবাসবে আল্লাহও তাকে ভালবাসবেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে আল্লাহও তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আলী ؓ সম্পর্কে বলেছেন, "(হে আলী!) তোমাকে মু'মিন ছাড়া কেউ ভালবাসবে না এবং মুনাফিক ছাড়া কেউ ঘৃণা করবে না।" *(মুসলিম)*

ধর্মপ্রাণ মানুষকে বেওকুফ মনে করা

অনেক মানুষ আছে, যারা নিজেদেরকে বড় জ্ঞানী ও চালাক মনে করে। আর সরল-সিধা ও ধর্মপ্রাণ মানুষদেরকে বেওকুফ ভাবে। তারা মনে করে, তারা সভ্য ও প্রগতিশীল। আর মুসলিমরা অসভ্য রক্ষণশীল। এভাবে খাঁটি মুসলিমদেরকে তুচ্ছজ্ঞান করা মুনাফিকদের কাজ। আর আসলে তারাই যে বেওকুফ সে কথা মহান আল্লাহ প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُواْ كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُواْ أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاء أَلا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاء وَلَكِن لاَّ يَعْلَمُونَ} (١٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন তাদের বলা হয়, 'অপরাপর লোকদের মত তোমারাও বিশ্বাস কর', তারা বলে, 'নির্বোধেরা যেরূপ বিশ্বাস করেছে আমরাও কি সেরূপ বিশ্বাস করব?' সাবধান! এরাই নির্বোধ, কিন্তু এরা বুঝতে পারে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৩ আয়াত)*

কে বেওকুফ? যে কলকাতা থেকে দিল্লী যেতে দিল্লী-মেল ট্রেন চড়ে সে, নাকি যে দিল্লী যেতে বারনসী-এক্সপ্রেসে চড়ে নিজেকে বড় চালাক মনে করে?

পরিষ্কার কথা যে, সত্বর (নগদ) অর্জিত হয় এমন লাভের জন্য যা দেরীতে বা পরে অর্জিত হবে এমন লাভের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না দেওয়া, আখেরাতের স্থায়ী ও চিরন্তন জীবনের তুলনায় দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে মানুষকে ভয় করা হল অত্যাধিক নির্বুদ্ধিতা। আর এই

নির্বুদ্ধিতার পরিচয় মুনাফিক্বরা দিয়ে এক বাস্তব সত্য থেকে অজ্ঞই রয়ে গেছে। *(আহসানুল বায়ান)*

মনে পড়ে, এক মজলিসে পাড়ার ছেলেদের লাম্পট্যের কথা আলোচনা হচ্ছিল। এক ভদ্রলোক বললেন, 'আমার ছেলেরা আছে, ও সবে নেই। আর তোমার ছেলেরা ঐ সব ক'রে বেড়ায়।'

জবাবে অপরজন বললেন, 'তোমার ছেলেরা তো নির্বোধ, করবে কেন?!'

সত্যিই তো, এ যুগে যে প্রেম-ভালবাসা (ব্যভিচার) করতে জানে না, সে বেওকুফ বৈকি? তবে ওদের কাছে। মুসলিমদের কাছে ঐ চালাকরাই বড় নির্বোধ, বড় ক্ষতিগ্রস্ত।

সৎশীলদেরকে সৎকর্মে খোঁটা মারা

কিছু মানুষদের অভ্যাস হল, নিজে ভাল কাজ করবে না, অথচ অপরে করলে খোঁটা দেবে। আভাসে-ইঙ্গিতে, ভাবে-ভঙ্গিতে-কথাতে অপরকে ছোট করবে। 'বড় নামাযী, এ নামাযে লাভ কি? বড় দানী, এইটুকু দানে লাভ কি? বড় পর্দাবিবি, এমন পর্দায় ফল কি?' ইত্যাদি।

আবূ মাসউদ উক্ববাহ ইবনে আম্র আনসারী বাদরী ﷺ বলেন, যখন সাদকার আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন (সাদকা করার জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) আমরা নিজের পিঠে বোঝা বহন করতাম (অর্থাৎ মুটে-মজুরের কাজ করতাম)। অতঃপর এক ব্যক্তি এল এবং প্রচুর জিনিস সাদকাহ করল। মুনাফিকরা বলল, এই ব্যক্তি রিয়াকার (লোককে দেখানোর জন্য দান করছে।) আর এক ব্যক্তি এল এবং সে এক সা' (আড়াই কিলো) জিনিস দান করল। তারা বলল, এ (ক্ষুদ্র) এক সা' দানের আল্লাহ মুখাপেক্ষী নন। অতঃপর এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ

{الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لاَ يَجِدُونَ إِلاَّ جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (٧٩) سورة التوبة

অর্থাৎ, মু'মিনদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যারা সাদকা দান করে এবং যারা নিজ পরিশ্রম ব্যতিরেকে কিছুই পায় না, তাদেরকে যারা দোষারোপ করে এবং উপহাস করে, আল্লাহ তাদেরকে উপহাস করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।" *(সূরা তাওবাহ ৭৯, বুখারী-মুসলিম)*

মুনাফিক চরিত্রের এই মানুষরা যে ভাল নয়, তাও কুরআনে বলা হয়েছে,

{وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ} (١) سورة الهمزة

অর্থাৎ, দুর্ভোগ প্রত্যেকের, যে পশ্চাতে ও সম্মুখে লোকের নিন্দা করে। *(সূরা হুমাযাহ ১ আয়াত)*

দ্বীন ও তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ও বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করা

মুনাফিকদের চিরাচরিত একটি অভ্যাস হল দ্বীন নিয়ে, দ্বীনের নবী নিয়ে, সাহাবা নিয়ে অথবা আলেম-উলামা নিয়ে ব্যঙ্গ-উপহাস করা। এরা দ্বীনকে মনে-প্রাণে মেনে নিতে পারে না। দ্বীনের আইন-কানুন মানতে এদের খুব কষ্ট হয়। দ্বীনের পরিবেশে খাপ খাইয়ে চলতে এদের বড় কষ্ট হয়। অথচ দ্বীন অপসরণ করতে পারে না, ফলে তখন শুরু করে ঠাট্টা-বিদ্রূপ। কখনো বা বোরকা ও পর্দা নিয়ে বিদ্রূপ করে। বোরকা পরিহিতা মহিলা দেখলে মুনাফিক মহিলাকে গরম লাগে, পুরুষকে ভূত অথবা হাতি লাগে!

দাড়ি-ওয়ালা পুরুষকে উল্লুক লাগে! 'দেড়েল' বলে ব্যঙ্গ করে। দেখলে 'সন্ত্রাসী' ভাবে! কেউ বয়সে বড় হলেও দাড়ি-ওয়ালাকে 'চাচা' বলে ব্যঙ্গ করে। কেউ আবার বলে 'লাদেন চাচা!'

সঊদী আরবেও এমন ব্যঙ্গ থেকে রেহাই পাওয়া যায় না। দাড়ি-ওয়ালা দেখলে অনেকেই পরিষ্কার ভাষায় বলে দেয়, 'ইরহাবী' (সন্ত্রাসী)। কেউ বলে, 'তালেবান'।

একদা আমাদের অফিসের ড্রাইভার এক ব্যাংকে গিয়েছিল। সেখানকার এক ধূমপায়ী কর্মচারী তার দাড়ি নিয়ে ব্যঙ্গ শুরু ক'রে দিল। বলল, 'দাড়ি কেন রেখেছ? নিজের দেশে রাখ নাকি? নাকি সঊদীদেরকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য রেখেছ? দাড়ি চেঁছে ফেল, আমি তোমাকে পাঁচ রিয়াল দেব।'

ড্রাইভার নিজেকে সামলে নিয়ে বলেছিল, 'আপনি দাড়ি রেখে দিন, আমি আপনাকে দশ রিয়াল দেব।'

অতঃপর উচিত জবাব পেয়ে চুপ হয়ে গিয়েছিল সেই বিদ্রূপকারী।

সমাজে আলেম-উলামার অবদান ও মর্যাদা আছে। সেই কারণে তাঁরা যেখানেই যান, সেখানেই সম্মান পান, ভাল ভাল খাবার পান। এটা কি মুনাফিকদের সহ্য হয়? তাঁদের ভাল পরা দেখে তাদের পরানে কি সয়? ব্যঙ্গ ক'রে বলে, 'মৌলিবীরা

কিন্তু যখন তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হত, তখন পরিষ্কারভাবে বাহানা বের করত আর বলত যে, আমরা এমনি আপোসে হাসি-মজাক করছিলাম। আল্লাহ তাআলা বলেন, হাসি-মজাকের জন্য তোমাদের সামনে (সব বাদ দিয়ে কেবল) আল্লাহ, তাঁর আয়াত এবং তাঁর রসূলই ছিলেন? উদ্দেশ্য এই যে, যদি উদ্দেশ্য আপোসে হাসি-মজাক করাই হত, তাহলে আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহ ও রসূল তার মাঝে কেন আসত? এটা নিঃসন্দেহে তোমাদের সেই কূট আচরণ ও কপটতার বহিঃপ্রকাশ, যা আমার আয়াত ও পয়গম্বরের প্রতি তোমাদের অন্তরে লুক্কায়িত রয়েছে।

তবূকের যুদ্ধে এক মুনাফিক এক মজলিসে আপোসে আলোচনা করতে করতে বলল, 'আমি তো আমাদের ঐ ক্বারীদেরকে মনে করি, তারা আমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী পেটুক, সবার চেয়ে বেশী মিথ্যুক এবং যুদ্ধে সবার চেয়ে ভীরু।'

মহানবী ﷺ-এর নিকট খবর গেলে মুনাফিকরা মিথ্যা ওজর পেশ ক'রে বলতে লাগল, 'আমরা ঠাট্টাছলে এমন কথা বলেছিলাম।' কিন্তু মহান আল্লাহ তাদের মনের কথা খুলে দিয়ে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করলেন,

يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ مَا تَحْذَرُونَ (٦٤) وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ (٦٥) لا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ (٦٦) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিকরা আশংকা করে যে, তাদের (মুসলমানদের) প্রতি এমন কোন সূরা নাযিল হয়ে পড়ে যা তাদেরকে সেই মুনাফিকদের অন্তরের কথা অবহিত করে দেবে। তুমি বলে দাও, তোমরা বিদ্রূপ করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ সেই বিষয়কে প্রকাশ করেই দিবেন, যে সম্বন্ধে তোমরা আশংকা করছিলে। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, তাহলে তারা নিশ্চয় বলবে যে, আমরা তো শুধু আলাপ-আলোচনা ও হাসি-তামাশা করছিলাম। তুমি বলে দাও, তোমরা কি আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং রসূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করছিলে? তোমরা এখন (বাজে) ওযর পেশ করো না, তোমরা তো নিজেদেরকে মু'মিন প্রকাশ করার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী। *(সূরা তাওবাহ ৬৪-৬৬ আয়াত)*

মুনাফিকদের ব্যঙ্গ করার আরো একটি দিক প্রকাশ ক'রে মহান আল্লাহ বলেন,

খেতে ওস্তাদ, পেটে পেটুক। কাপড়ের দাম বাড়িয়ে দিল এরাই।' ইত্যাদি।

অনেকে কুরআন নিয়েও ব্যঙ্গ করে। যেমন, 'আলহাক্কাতু মালহাক্কা, কুরআনে বলছে হুঁকা খা।' 'আলাম তারা কায়ফা ফালা, কানমুতো দিয়ে যায়রে ঢেলা!'

হাদীস নিয়ে ব্যঙ্গ ক'রে বলে, 'হদীসে আছে। আল্লার নবী সাহাবীদেরকে বলল, তোমরা কি জান পেপসী কি জিনিস? সাহাবীরা বলল, না। নবী বলল, তোমরা আমার মজলিস থেকে উঠে যাও। পেপসী কি জিনিস চিনো না?'

সালাম নিয়েও ব্যঙ্গ করে অনেক চোয়াড় মুনাফিকেরা। 'সালামালেকুম!' উত্তরদাতা বলে, 'অলেকুম .....লে সালাম!'

ইসলামের প্রারম্ভিক যুগেও মুনাফিকরা নানা ধরনের ঠাট্টা-বিদ্রূপ করত। মহান আল্লাহ তাদের ভেদ প্রকাশ ক'রে কুরআনের আয়াত অবতীর্ণ করেন,

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٤) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ (١٥) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوْا الضَّلالَةَ بِالْهُدَى فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ (١٦) مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لا يُبْصِرُونَ (١٧) صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لا يَرْجِعُونَ (١٨)

অর্থাৎ, যখন তারা মু'মিনগণের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, আমরা বিশ্বাস করেছি। আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি; আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি। আল্লাহ তাদের সাথে পরিহাস করেন আর তাদের অবাধ্যতায় তাদেরকে বিভ্রান্তের ন্যায় ঘুরে বেড়াবার অবকাশ দেন। এরাই সৎপথের বিনিময়ে ভ্রান্ত পথ ক্রয় করেছে। সুতরাং তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি, তারা সৎপথে পরিচালিতও নয়। তাদের দৃষ্টান্ত, যেমন এক ব্যক্তি অগ্নি প্রজ্বলিত করল; তা যখন তার চারদিক আলোকিত করল, আল্লাহ তখন তাদের জ্যোতিঃ অপসারিত করলেন এবং তাদেরকে ঘোর অন্ধকারে ফেলে দিলেন; তারা কিছুই দেখতে পায় না। তারা বধির, বোবা ও অন্ধ; সুতরাং তারা ফিরবে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৪-১৮ আয়াত)*

মুনাফিকরা আল্লাহর আয়াত নিয়ে বিদ্রূপ করত। মু'মিনদের সাথে ঠাট্টা-ব্যঙ্গ করত। এমনকি রসূল ﷺ সম্বন্ধেও অসভ্য কথা বলা হতেও বিরত থাকত না। যার খবর কোন না কোনভাবে কিছু মুসলিম এবং পরে রসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছে যেত।

وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَاناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَاناً وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (١٢٤) وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْساً إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ (١٢٥) أَوَلا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لا يَتُوبُونَ وَلاَ هُمْ يَذَّكَّرُونَ (١٢٦) وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ (١٢٧)

অর্থাৎ, যখনই কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ বলে, এই সূরা তোমাদের মধ্যে কার ঈমান বৃদ্ধি করল? আসলে যেসব লোক ঈমান এনেছে, এই সূরা তাদের ঈমানকে বর্ধিত করেছে এবং তারা আনন্দ লাভ করছে। পক্ষান্তরে যাদের অন্তরে রোগ রয়েছে, এই সূরা তাদের অপবিত্রতার সাথে আরো অপবিত্রতা বর্ধিত করেছে এবং তারা কাফের অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করেছে। আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে, তারা প্রতি বছর একবার বা দু'বার কোন না কোন বিপদে পতিত হয়ে থাকে? তবুও তারা তওবা করে না এবং উপদেশ গ্রহণও করে না। আর যখন কোন সূরা অবতীর্ণ করা হয়, তখন তারা একে অপরের দিকে তাকাতে থাকে (এবং ইঙ্গিতে বলে); তোমাদেরকে কেউ দেখছে না তো? অতঃপর তারা ফিরে যায়; আল্লাহ তাদের অন্তরকে ফিরিয়ে দিয়েছেন। কারণ, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। *(সূরা তাওবাহ ১২৪-১২৭ আয়াত)*

এই সূরাতে মুনাফিকদের যে স্বভাব-চরিত্র বর্ণনা করা হয়েছে, এই আয়াতগুলি তারই পরিশিষ্ট ও পরিপূরক। প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের অনুপস্থিতিতে কোন সূরা বা তার কোন অংশ অবতীর্ণ হত এবং যখন তারা জানতে পারত, তখন তারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ স্বরূপ নিজেরা পরস্পর বলাবলি করত যে, এর দ্বারা তোমাদের কার ঈমান বৃদ্ধি হল?

অন্তরে রোগের অর্থ হল মুনাফিকী এবং আল্লাহর আয়াত বিষয়ে সন্দেহ। (আল্লাহ তাআলা) বলেন, 'এই সূরাসমূহ মুনাফিকদেরকে তাদের মুনাফিকী ও অপবিত্রতা আরো বৃদ্ধি করে এবং তারা নিজেদের কুফরী ও মুনাফিকীতে এমন সুদৃঢ় হয়ে যায় যে, তাদের ভাগ্যে তওবা করার সুযোগই লাভ হয় না; ফলে কুফরীর উপরেই তাদের মৃত্যু ঘটে।' যেমন আল্লাহ তাআলা অন্য স্থানে বলেছেন, "আমি অবতীর্ণ করি কুরআন, যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও করুণা, কিন্তু তা সীমালংঘনকারীদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" *(বানী ইস্রাঈল ঃ ৮২)* এটা ঠিক তাদের

চূড়ান্ত দুর্ভাগ্য যে, যে জিনিস দ্বারা মানুষের অন্তর হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়, সেই জিনিসই তাদের ভ্রষ্টতা ও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও পেট খারাপ থাকলে, যে খাবার দ্বারা মানুষ শক্তি ও সুস্বাদ গ্রহণ করে, সেই খাবার সেই ব্যক্তির রোগ বৃদ্ধির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

পরিশেষে বলা হয়েছে, তাদের উপস্থিতিতে যখন এমন সূরা অবতীর্ণ হয়, যাতে মুনাফিকদের বদমাশি ও চক্রান্তের দিকে ইঙ্গিত থাকে, তখন তারা একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করে চুপি চুপি কেটে পড়ে, ইঙ্গিতে অথবা মনে মনে বলে, মুসলিমদের কেউ তোমাদেরকে দেখছে না তো? *(আহসানুল বায়ান)*

আল্লাহ, তাঁর রসূল, সাহাবা ও কুরআন ইত্যাদি নিয়ে কাফেরদের মতই বিদ্রূপকারী নামধারী মুসলিমের আজও কোন অভাব নেই। আসলে তারা যে মুনাফিক, তাতে কারো সন্দেহই নেই।

অশান্তি সৃষ্টি ক'রে শান্তি প্রতিষ্ঠার দাবী করা

'ফাসাদ' (অশান্তি, হাঙ্গামা, সন্ত্রাস) হল 'সালাহ' (শান্তি বা সংস্কার)-এর বিপরীত। কুফরী ও পাপাচারের কারণে যমীনে ফ্যাসাদ ও অশান্তি সৃষ্টি হয়। আর আল্লাহর আনুগত্যে নিরাপত্তা ও শান্তি পাওয়া যায়। প্রত্যেক যুগের মুনাফিকদের কাজই হল যে, তারা অশান্তি সৃষ্টি করে, অন্যায়ের প্রচার-প্রসার করে এবং আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে, কিন্তু তারা মনে করে বা দাবী করে যে, তারা সংস্কার, শান্তি ও উন্নতি সাধন করার চেষ্টায় লেগে আছে।

মহান আল্লাহ তাদের জীবনের এই বাস্তবতা তুলে ধরে বলেছেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ قَالُواْ إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، أَلا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لاَّ يَشْعُرُونَ} سورة البقرة

অর্থাৎ, তাদেরকে যখন বলা হয়, 'পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না', তারা বলে, 'আমরা তো শান্তি স্থাপনকারীই।' সাবধান! এরাই অশান্তি সৃষ্টিকারী, কিন্তু এরা এটা বুঝতে পারে না। *(সূরা বাক্বারাহ ১১-১২ আয়াত)*

এদের এই শ্রেণীর আচরণের একটা চিত্র তুলে ধরা হয়েছে নিম্নের আয়াতগুলিতে,

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ

(٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক। আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীব-জন্তুর) বংশনিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। *(ঐ ২০৪-২০৬ আয়াত)*

এরা চায় শান্তিময় মুসলিম পরিবেশে অশান্তি সৃষ্টি করতে। এরা চায় নির্মল পানি গাবিয়ে নিজেদের স্বার্থ-মাছ ধরতে। মহান আল্লাহ আর একটি বাস্তবতার দিকে ইঙ্গিত ক'রে বলেন,

{لَوْ خَرَجُواْ فِيكُم مَّا زَادُوكُمْ إِلاَّ خَبَالاً وَلأَوْضَعُواْ خِلاَلَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، لَقَدِ ابْتَغَوُاْ الْفِتْنَةَ مِن قَبْلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ الأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ} سورة التوبة

অর্থাৎ, যদি তারা তোমাদের সাথে বের হত, তাহলে কেবল তোমাদের মাঝে বিভ্রাটই বৃদ্ধি করত এবং তারা তোমাদের মধ্যে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ছুটাছুটি করত। আর তোমাদের মধ্যে তাদের কতিপয় অনুগত (গুপ্তচর) রয়েছে। আল্লাহ যালেমদের সম্বন্ধে খুব অবগত আছেন। তারা তো পূর্বেও ফিতনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিল, আর তোমার (ক্ষতি সাধনের) জন্য কর্মসমূহ উলট-পালট করেছিল। পরিশেষে সত্য সমাগত হল এবং আল্লাহর দ্বীন বিজয় লাভ করল অথচ তাদের কাছে এটা অপ্রীতিকরই ছিল। *(সূরা তাওবাহ ৪৭-৪৮ আয়াত)*

এই মুনাফিকরা বানুল মুস্তালিক যুদ্ধে মুসলিমদের মাঝে গুরুতর রকম চাঞ্চল্য ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর বিরুদ্ধে নিকৃষ্টতম অপপ্রচার চালিয়েছিল; এমনকি তাঁর বিছানায় পর্যন্ত আঘাত করেছিল।

মুনাফিকদের স্বভাব হল চুগলীর মাধ্যমে ভায়ে-ভায়ে, জায়ে-জায়ে, বাপ-বেটায়, দলে-দলে, পাড়া-পাড়ায়, গ্রামে-গ্রামে, দেশে-দেশে কোন্দল লাগিয়ে দেয়। চালাকী

ও সতর্কতার সাথে এমনভাবে কথা বলে, যাতে কেউ বুঝতে না পারে যে, সে হিতাকাঙ্ক্ষী নয়। বাহ্যতঃ তারা বিবদমান দুই পক্ষের মাঝে শান্তি সৃষ্টি করতে যায়, কিন্তু আসলে গোপনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে দিতে চায়। এরা যে সমাজের জন্য কত বড় সাংঘাতিক, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

দু'মুখোপনা আচরণ

মুনাফিকরা এ জন্যই মুনাফিক যে, তাদের আচরণ দু'মুখোপনা। তারা মুখে এক বলে, আর মনে এক রাখে। কোন স্বার্থ উদ্ধারের জন্য অথবা কোন আসন্ন বিপদ থেকে বাঁচার জন্য তারা মনের বিপরীত কথা বলে। মহান আল্লাহ সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করে দিয়েছেন,

{وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللّهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ}

অর্থাৎ, যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটেছিল। যাতে তিনি মু'মিনদেরকে (ভালরূপে) জানতে পারেন এবং কপটদেরকে (ভালরূপে) জানতে পারেন। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, 'এস! তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর।' তারা বলেছিল, 'যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম।' সেদিন তারা বিশ্বাস (ঈমান) অপেক্ষা অবিশ্বাসের (কুফরীর) অধিক নিকটতম ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা গোপন রাখে, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত। *(সূরা আলে ইমরান ১৬৬- ১৬৭ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{ يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطاً } [النساء : ١٠٨]

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা

সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৮ আয়াত)*

মুহাম্মাদ ইবনে যায়েদ ﷺ হতে বর্ণিত, কতিপয় লোক তাঁর দাদা আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ-এর নিকট নিবেদন করল যে, 'আমরা আমাদের শাসকদের নিকট যাই এবং তাদেরকে ঐ সব কথা বলি, যার বিপরীত বলি তাদের নিকট থেকে বাইরে আসার পর। (সে সম্বন্ধে আপনার অভিমত কি?)' তিনি উত্তর দিলেন, "রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর যামানায় এরূপ আচরণকে আমরা 'মুনাফিক্বী' আচরণ বলে গণ্য করতাম।" *(বুখারী)*

সমাজে এমন অনেক লোক দেখা যাবে, যাদের নীতিই হল, 'কপট প্রেম লুকোচুরি, মুখে মধু হৃদে ছুরি।' 'উপরে উপরে সালাম-আলকি, ভিতরে ভিতরে হারাম-জাদকি।' তারা সামনে 'হুযুর হুযুর' করে, পিছনে গিয়ে 'শালা' বলে।

এদের 'বাহিরে হাসিখুশি, অন্তরে গরল রাশি।' এরা 'বাহিরে সরল, ভিতরে গরল।' এরা 'মিছরির ছুরি। অধরে ধরে মধু, গরল অন্তরে।' এদের 'কোকিলের মুখ, বখিলের বুক।'

আর 'যার মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, সেই তো হয় বিষম ক্রুর।'

এরা এক চোখে কাঁদে, এক চোখে হাসে। এদের 'মধুর বোতলে কেরোসিন তেল।' এদের 'মনে খিল, মুখে মিল।'

এদের থেকে সাবধান কিন্তু!

দোটানায় দোদুল্যমান হওয়া

মুনাফিকীর একটি গুণ হল উভয় পক্ষকে সন্তুষ্ট রাখা। একেও চটাতে চায় না, ওকেও চটাতে চায় না। শ্যামও বজায় রাখে, কুলও নষ্ট করে না। এরা দু'দলের মাদল হয়।

এরা উপরে সালাফী সাজে, ভিতরে চালাকী রাখে। প্রয়োজনে ওয়াহাবী সাজে, প্রয়োজন মিটলে খাজা-সাহেবী চাল চলে। পরীক্ষায় পাশ করার জন্য অথবা প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করার জন্য হক কথা লেখে, কিন্তু মনের ভিতরে সেই বাতিলই গুপ্ত রাখে। এরা যতক্ষণ লায়ে থাকে, ততক্ষণ মাঝিকে 'দাদা' বলে, অতঃপর নদী পার হলে তাকে 'গাধা' বলে!

এক শ্রেণীর মানুষকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'গোদা বাড়ি ছাঁদন দড়ি এখন তুমি কার?' তাহলে জবাব মিলে, 'যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার।'

মুনাফিক বরের ঘরের মাসী, কনের ঘরের পিসী হয়। চোরকে বলে চুরি করতে, গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে। চোর হয়ে চুরি করে পুলিশ হয়ে ধরে, সাপ হয়ে দংশন করে ওঝা হয়ে ঝাড়ে! সে দেশ গুণে বেশ ধারণ করে। যেখানে যেমন পরিবেশ পায় সেখানে তার অনুকূল কথা বলে। অবশ্যই তারা ভাল লোক নয়।

'স্বার্থের বালাই তরে কহিতে উচিত কথা
কুণ্ঠিত যারা তারা সৎলোক নহে,
যেদিকে পেটের সেবা সেই দিকে বলে কথা
যে মত সুবিধা দেখে সেই মত কহে।'

মুনাফিকরা চায়, যাতে মুসলিমরাও তাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকে এবং কাফেররাও বিরূপ না হয়। সুবিধা দেখে উভয় পক্ষে থাকে। ন্যায় ও সত্য দেখে একটি পক্ষ গ্রহণ এবং অন্যায় ও অসত্য দেখে অন্য পক্ষ বর্জন করে না।

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের এই স্বভাব সম্পর্কেও আমাদেরকে সতর্ক করেছেন, তিনি বলেছেন,

{مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لاَ إِلَى هَؤُلاء وَلاَ إِلَى هَؤُلاء وَمَن يُضْلِلِ اللّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلاً}

অর্থাৎ, (মুনাফিকরা) দোটানায় দোদুল্যমান, না এদিকে না ওদিকে! আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তুমি তার জন্য কখনও কোন পথ পাবে না। *(সূরা নিসা ১৪৩ আয়াত)*

রসূল ﷺ বলেন, "দু'মুখো লোক নিকৃষ্টতম মানুষদের অন্যতম। যে এর নিকট এক মুখে আসে এবং ওর নিকট আর এক মুখে আসে।" *(সহীহুল জামে' ৫৭৯৩নং)*

"যে ব্যক্তির ইহলোকে দু'মুখ হবে কিয়ামতে তার আগুনের দুটি জিহ্বা হবে।" *(ঐ ৬৩৭২নং)*

আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ-কে বলা হল, 'আমরা আমাদের বাদশাহ ও শাসকের নিকট উপস্থিত হয়ে এমন কথা বলি, যা তাদের নিকট বের হয়ে এসে যা বলি তার বিপরীত?' তিনি বললেন, "রসূল ﷺ-এর যুগে এ ধরনের কর্মকে আমরা মুনাফিকী গণ্য করতাম।" *(বুখারী)*

"মুনাফিকের উদাহরণ যেমন দুই ছাগপালের মাঝে (মিলনের উদ্দেশ্যে পাঁঠার খোঁজে) যাতায়াতকারী বিপথগামী ছাগী। যে এ পালে একবার আসে আবার ও পালে একবার যায়। স্থির করতে পারে না যে, সে কোন পালের অনুসরণ করবে।" *(আহমাদ, মুসলিম প্রমুখ)*

আসলেই মুনাফিক 'ধোবী কা কুত্তা, না ঘর কা না ঘাট কা।'

কুরআনের প্রতি অনীহা

মুনাফিকের বিশ্বাসই যখন সন্দিগ্ধ, তখন তার কুরআনের প্রতি শ্রদ্ধাই বা কতটুক থাকবে? সে কুরআন নিয়ে তর্ক করবে, ব্যবসা করবে, দুনিয়া কামাবে। আখেরাত কামাবার প্রশ্নই তো আসে না। কারণ, আখেরাত সম্পর্কে বিশ্বাসই তো তাদের নেই। আর যে ব্যক্তি দ্বীন জানা, মানা ও প্রচার ছাড়া অন্য উদ্দেশ্যে কুরআনের জ্ঞান লাভ করবে সে একজন ধর্মব্যবসায়ী। তার দ্বারা দ্বীনের প্রভূত ক্ষতি সাধন হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করো না এবং আল্লাহর কিতাবের কিছু অংশ দ্বারা কিছু অংশকে মিথ্যাজ্ঞান করো না। আল্লাহর কসম! মু'মিন কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে পরাজিত হবে এবং মুনাফিক কুরআন নিয়ে বিতর্ক করলে বিজয়ী হবে।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩৪৪৭নং)*

যিয়াদ বিন হুদাইর বলেন, একদা আমাকে উমার ﷺ বললেন, 'তুমি জান কি, ইসলামকে কিসে ধ্বংস করবে?' আমি বললাম, 'জী না।' তিনি বললেন, 'ইসলামকে ধ্বংস করবে আলেমের পদস্খলন, কুরআন নিয়ে মুনাফিকের বিতর্ক এবং ভ্রষ্ট শাসকদের রাষ্ট্রশাসন।' *(দারেমী)*

কুরআন নিয়ে বিতর্কে পড়লে অনেকে বিপাকে পড়বে। সাধারণ মানুষের মনে সন্দেহ সৃষ্টি হবে। অল্প-শিক্ষিতদের মনে সংশয় সৃষ্টি হবে। আর তাতে ইসলামের ক্ষতি অবশ্যই আছে।

ইসলামের স্বার্থেই মুসলিম কুরআন নিয়ে তর্ক করে না, মুনাফিক নিজের স্বার্থে তা করে। মুসলিম নিঃস্বার্থভাবে কুরআন শিক্ষা করে, মুনাফিক স্বার্থলাভের জন্য করে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কুরআন শিক্ষা কর এবং তার অসীলায় জান্নাত প্রার্থনা কর, সেই জাতি আসার পূর্বে, যারা তার অসীলায় দুনিয়া প্রার্থনা করবে। কুরআন তিন শ্রেণীর লোক শিক্ষা করবে; কিছু লোক তা নিয়ে ফখর করে বেড়াবে, কিছু লোক তার মাধ্যমে পেট চালাবে এবং কিছু লোক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য তা তেলাঅত করবে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৫৭)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যাট বছর পর কিছু অপদার্থ পরবর্তীগণ আসবে, তারা নামায নষ্ট করবে ও প্রবৃত্তিপরায়ণ হবে; সুতরাং তারা অচিরেই অমঙ্গল প্রত্যক্ষ করবে। অতঃপর এক জাতি আসবে, যারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের

অক্ষকাস্থি পার হবে না। (হৃদয়ে জায়গা পাবে না।) কুরআন তিন ব্যক্তি পাঠ করে; মু'মিন, মুনাফিক ও ফাজের।"

বর্ণনাকারী বাশীর বলেন, আমি অলীদকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা তিন ব্যক্তি কে কে?' তিনি বললেন, 'মুনাফিক তা অস্বীকার করে, ফাজের তার অসীলায় পেট চালায় এবং মু'মিন তার প্রতি ঈমান রাখে।' *(হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ১/২৫৭)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কুরআন পাঠকারী মুমিনের উদাহরণ হচ্ছে ঠিক বাতাবী লেবুর মত; যার ঘ্রাণ উত্তম এবং স্বাদও উত্তম। আর যে মু'মিন কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক খেজুরের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ তো নেই, তবে স্বাদ মিষ্ট। (অন্যদিকে) কুরআন পাঠকারী মুনাফিকের দৃষ্টান্ত হচ্ছে সুগন্ধিময় (তুলসী) গাছের মত; যার ঘ্রাণ উত্তম, কিন্তু স্বাদ তিক্ত। আর যে মুনাফিক কুরআন পড়ে না তার উদাহরণ হচ্ছে ঠিক মাকাল ফলের মত; যার (উত্তম) ঘ্রাণ নেই, স্বাদও তিক্ত।" *(বুখারী, মুসলিম)*

কুরআন পড়লেই তো হয় না। কুরআন মানতে হয়। কুরআন আল্লাহর ওয়াস্তে পড়তে হয়, তার মানে বুঝতে হয়। কেবল সুর ভেঁজে ক্বিরাআত ক'রে মানুষের মন মাতালে কোন ফল হয় না। মহানবী ﷺ সাক্ষ্য দিয়ে বলেছেন, "আমার উম্মতের অধিকাংশ মুনাফিক ক্বারীগণ।" *(সহীহুল জামে' ১২০৩নং)*

মুনাফিক কুরআন নিয়ে ব্যঙ্গ করে। কিন্তু সেই মজলিসে কোন মুসলিম থাকলে, তার উচিত কি?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا} (١٤٠) سورة النساء

অর্থাৎ, তিনি কিতাবে তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর কোন আয়াতকে প্রত্যাখ্যান করা হচ্ছে এবং তা নিয়ে বিদ্রূপ করা হচ্ছে, তখন যে পর্যন্ত তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় লিপ্ত না হয়, তোমরা তাদের সাথে বসো না; নচেৎ তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ কপট ও কাফের সকলকেই জাহান্নামে একত্র করবেন। *(সূরা নিসা ১৪০ আয়াত)*

আর ইতিপূর্বে তিনি কিতাবে যা অবতীর্ণ করেছেন, তা হল এই আয়াত,

{وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلاَ تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (٦٨) سورة الأنعام

অর্থাৎ, তুমি যখন দেখ, তারা আমার নিদর্শন সম্বন্ধে ব্যঙ্গ আলোচনায় মগ্ন হয়, তখন তুমি দূরে সরে পড়; যে পর্যন্ত না তারা অন্য প্রসঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় এবং শয়তান যদি তোমাকে ভ্রমে ফেলে, তাহলে স্মরণ হওয়ার পরে তুমি অত্যাচারী সম্প্রদায়ের সাথে বসবে না। *(সূরা আনআম ৬৮ আয়াত)*

সৎকাজে বাধা ও অসৎ কাজের আদেশ দান

মুনাফিকদের একটি চরিত্র এই যে, তারা মানুষকে সৎকাজে বাধা দান করে এবং অসৎ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। মাদ্রাসায় পড়তে মানা করে, অমুসলিম মিশনে পড়তে উদ্বুদ্ধ করে। পরিশ্রম ক'রে খেতে নিষেধ করে, হারাম ব্যবসা করতে উদ্বুদ্ধ করে। জালসা করতে বাধা দেয়, যাত্রা-থিয়েটার করতে উৎসাহিত করে। দান করতে নিষেধ করে, পূজোর চাঁদা দিতে আদেশ করে। হালাল ব্যবসা করতে নিষেধ করে, ব্যাংকের সূদ খেতে উদ্বুদ্ধ করে। পর্দা করতে নিষেধ করে, ছেলেমেয়েদের যৌথ খেলা ও শিক্ষায় উৎসাহিত করে। (জামাইকে) মা-বাপকে দেখতে নিষেধ করে, বউয়ের নামে বাড়ি-সম্পত্তি লিখতে আদেশ করে। ভাইকে দিতে নিষেধ করে, অসৎ বন্ধুকে দিতে আদেশ করে। দাড়ি-ওয়ালা জামাই করতে নিষেধ করে, দাড়িহীন জামাই করতে উদ্বুদ্ধ করে। ঈমানে বাধা দেয়, কুফরী করতে উদ্বুদ্ধ করে।

মহান আল্লাহ তাদের এই চরিত্রের কথা কুরআনে বলেছেন,

{الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُم مِّن بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُواْ اللّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (٦٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, মুনাফিক পুরুষেরা এবং মুনাফিক নারীরা এক অপরের অনুরূপ। তারা অসৎকর্মের নির্দেশ দেয়, সৎকর্ম হতে বিরত রাখে এবং নিজেদের হাতগুলিকে (আল্লাহর পথে ব্যয় করা হতে) বন্ধ করে রাখে। তারা আল্লাহকে ভুলে গেছে, সুতরাং তিনিও তাদেরকে ভুলে গেছেন। নিঃসন্দেহে মুনাফিকরাই হচ্ছে অতি অবাধ্য। *(সূরা তাওবাহ ৬৭ আয়াত)*

তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী চরিত্র ঠিকই আছে। তারা সমাজের উন্নতি তো চায় না।

তারা চায়, নৈতিক চরিত্রের অবক্ষয়। তারা চায়, ইসলামী সমাজ-ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাক। বিনা বাধায় তারা লাম্পট্য ও পাপাচরণে দুনিয়ার সুখ লুটতে চায়। এদের শ্লোগান হল,

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব সুখ তার যেন পুষ্পসম রহে।'

হ্যাঁ, এ জনই তো যাঁরা সৎকাজের আদেশ দেন এবং মন্দকাজে বাধা দান করেন তাঁরা তাদের চোখের বালি। তাঁরা তাদের ঘোর বিরোধী।

নামায না পড়লে তাঁরা পিছে লাগেন।

সূদ-ঘুস খেতে মানা করেন।

মদ খেতে নিষেধ করেন।

গান-বাজনা শুনতে বাধা দেন।

ফিল্ম্ দেখতে মানা করেন।

মেয়েদের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে বারণ করেন। ইত্যাদি ইত্যাদি।

আরে! এটা হারাম, ওটা হারাম, তাহলে দুনিয়ার সুখ আর রইল কোথায়? মোল্লাদের কথায় কান দিলে দুনিয়ার সুখ গোল্লায় যাবে। অত মানতে গেলে দুনিয়ায় কি বাঁচা যায় নাকি? আরে মোল্লারা সুখের শ্বাস নিতে দেয় না!

মহান আল্লাহ বলেন,

{رُّبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كَانُواْ مُسْلِمِينَ} (٢){ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} (٣) سورة الحجر

অর্থাৎ, কোন এক সময় কাফেররা আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তারা যদি মুসলিম হত! তাদেরকে ছেড়ে দাও তারা খেতে থাকুক, ভোগ করতে থাকুক এবং আশা ওদেরকে মোহাচ্ছন্ন ক'রে রাখুক, পরিণামে তারা বুঝবে। *(সূরা হিজর ২-৩ আয়াত)*

{إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ} (١٢)

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে তারা ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকে এবং জন্তু-জানোয়ারের মত উদর-পূর্তি করে। আর তাদের নিবাস হল জাহান্নাম। *(সূরা মুহাম্মাদ ১২ আয়াত)*

আকর্ষণীয় কথা বলা

মুনাফিকদের একটি লক্ষণ হল, তারা মনোমুগ্ধকর আকর্ষণীয় কথা বলে। কথার আকর্ষণে মানুষ আকৃষ্ট হয়, মনে হয়, সে যা বলছে সেটাই ঠিক। তার মতবাদ ঠিক, তার দাবী ঠিক।

বাক্‌পটু মুনাফিক মুসলিমদের পক্ষে বড় ভয়ানক। কারণ, তাদের মিষ্টি-মধুর বচনে মুগ্ধ হয়ে, তাদের উপস্থাপিত দলীল ও যুক্তিতে বিস্মিত হয়ে রসগোল্লার ঝোলে মাছি পড়ার মত শরয়ী জ্ঞানহীন মুসলিমরা বিপদে পড়বে। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেন, "আমি আমার উম্মতের উপর মুখের (জিবের) জ্ঞানী বা পণ্ডিত বাগ্মী মুনাফিকদেরকে অধিক ভয় করি।" *(মুসনাদে আহমদ ১/২২,৪৪)*

মহানবী ﷺ বলেন, "লজ্জাশীলতা ও মুখচোরামি ঈমানের দু'টি শাখা। আর মুখ খিস্তি করা ও বাক্‌পটু হওয়া মুনাফিকীর দু'টি শাখা।" *(তিরমিযী)*

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের এই আচরণের কথা কুরআনে উদ্ধৃত করেছেন,

{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} (٢٠٤) سورة البقرة

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক। *(সূরা বাক্বারাহ ২০৪ আয়াত)*

{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (٤)

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যখন কথা বলে, তখন তুমি সাগ্রহে তা শ্রবণ কর; তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটি, তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? *(সূরা মুনাফিকূন ৪ আয়াত)*

বলাই বাহুল্য যে, মুনাফিকরা প্রগল্‌ভতার সাথে কথা বলে, দাঁতভাঙ্গা শব্দ অথবা স্বেচ্ছায় মাঝে মাঝে বিদেশী শব্দ মিশিয়ে কথা বলে এবং তাতে মানুষকে তাক লাগিয়ে দেয়।

বাহ্যিক চাকচিক্য

মুনাফিকরা সামাজিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণেই মুসলিমরা অধিকন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাদের সুখ-সমৃদ্ধি, ধন-মাল ও লেবাস-পোশাক দেখে মনে হতে পারে যে, তারা খাঁটি মুসলিম। কিন্তু না, পার্থিব সুখ-সমৃদ্ধি হকপন্থী হওয়ার দলীল নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَلاَ تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلاَ أَوْلاَدُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ} (٥٥) سورة التوبة

অর্থাৎ, তাদের ধন-সম্পদ এবং সন্তানাদি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা শুধু এটাই যে, এসব বস্তুর মাধ্যমে তাদেরকে পার্থিব জীবনে শাস্তি প্রদান করবেন এবং তাদের প্রাণ কাফের অবস্থাতে দেহত্যাগ করবে। *(সূরা তাওবাহ ৫৫ আয়াত)*

তাদের যেমন সামাজিক প্রভাব আছে, তেমনি দৈহিক চাকচিক্য ও কথার চটকও আছে। তাদের কথায় মানুষ মুগ্ধ হয়। এমন দুষ্ট লোকের মিষ্ট কথায় প্রভাবান্বিত হয়ে মুসলিমরা ধোঁকা খায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (٤)

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও, তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যখন কথা বলে, তখন তুমি সাগ্রহে তা শ্রবণ কর; তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটি, তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু অতএব তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? *(সূরা মুনাফিকূন ৪ আয়াত)*

অর্থাৎ, তারা তাদের দেহের উচ্চতা, সৌন্দর্য ও শ্রীতে এবং বোধহীনতা ও কল্যাণ স্বল্পতায় ঐরূপ, যেরূপ দেওয়ালে ঠেকানো কাঠ। দর্শককে তা দেখতে ভাল লাগে, কিন্তু কারো কোন উপকারে আসে না। অথবা এরা রসূল ﷺ-এর মজলিসে ঐভাবে বসে, যেমন প্রাচীরে ঠেকানো কাঠ। এরা না কোন কথা শোনে, না বোঝে। *(ফাতহুল ক্বাদীর)*

হ্যাঁ, দাওয়াতের কাজে বাহ্যিক লেবাস-পোশাকেরও প্রভাব আছে। আর এই জন্যই দেখবেন, যদি কোন দ্বীনের দায়ী আপনার নিকট দ্বীনের কথা বলেন, কিন্তু

তাঁর দাড়ি ছাঁটা, পায়ের গাঁটের নিচে প্যান্ট্ পরা, অতঃপর তাঁর মোবাইল রিং হলে মিউজিক বেজে ওঠে, তাহলে নিশ্চয় আপনার মন তাঁর কথাকে গ্রহণ করতে চাইবে না, তাঁর প্রতি স্বভাবতই অশ্রদ্ধা জাগবে।

পক্ষান্তরে তিনি যদি বাইরে ফিট্‌ফাট থাকেন, তাঁর লম্বা দাড়ি, খাটো পায়জামা, মাথায় পাগড়ী ও দেহে সুন্নতী লেবাস থাকে, তাহলে নিশ্চয় আপনি তাঁর কথায় প্রভাবান্বিত হবেন। ভাল হলে ভাল, নচেৎ মন্দ হলে মন্দ কথায় আপনি ধোঁকা খাবেন। আর ধোঁকা দেওয়ার জন্যই মুনাফিকরা বাইরের দিকটা 'লেফাফা দুরস্ত' রাখে। আরবী কবি বলেন,

يا خادم الجسم كـــم تسعى لخدمته أتعبت نفسك فيما فيه الخســـران

أقبل على الروح واستكمل فضائلها فأنت بالـــروح لا بالجسم إنسان

অর্থাৎ, হে দেহের সেবক! তুমি কত তার সেবার জন্য চেষ্টা করবে? যাতে ক্ষতি আছে তাতেই তুমি নিজেকে ক্লান্ত ক'রে তুলেছ। আত্মার প্রতি মনোযোগী হয়ে তার মর্যাদাকে পরিপূর্ণ কর। যেহেতু তুমি আত্মা দ্বারাই মানুষ, দেহ দ্বারা নয়।

উক্ত আয়াতে এসেছে, মুনাফিকরা এত ভীতু যে, কোন শোরগোল বা হট্টগোল শুনলেই মনে করে, তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়েছে। কিংবা এই ভেবে আতঙ্কিত হয়ে ওঠে যে, হয়তো তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণের পরিকল্পনা শুরু হয়েছে। যেমন, চোর ও অপরাধীদের মন অভ্যন্তরীণভাবে সব সময় ধুক্‌পুক্ করতে থাকে। যেহেতু 'চোরের মন পুলিস পুলিস!'

তাদের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার আরো একটা দিক এই যে, মুসলিমদের তুলনায় তারা বিপদগ্রস্ত কম হয়। তাদের রোগ-বালা ও জ্বর-জ্বালা হয় না বললেই চলে। মহান আল্লাহ অমুসলিমদেরকে দুনিয়ায় এই সুবিধাটা দিয়ে রেখেছেন। এতে রয়েছে তার মহাপরীক্ষা।

মহানবী ﷺ বলেন, "মু'মিনের উদাহরণ হল নরম ফসলের মত, বাতাস তা হিলাতে-দুলাতে থাকে। মু'মিন বিপদগ্রস্ত হয় (আবার উঠে দাঁড়ায়)। পক্ষান্তরে মুনাফিকের উদাহরণ হল 'আরযা' (বিশাল সীডার) গাছের মত। তা বাতাসে হিলে না। কিন্তু (ঝড়ে) ভেঙ্গে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(বুখারী, মুসলিম)*

দ্বীন-বিষয়ক জ্ঞানের অভাব থাকা

মুনাফিকরা যে দ্বীন-বিষয়ক কথা শুনবে না, শিখবে না সেটাই স্বাভাবিক।

মুনাফিক যদি সেরা বেদ্বীন হয়, তাহলে সে দ্বীনী জ্ঞান অর্জন করবে কেন?

সুতরাং তারা দ্বীন-বিরোধী কথা বলবে, দ্বীনী শিক্ষার বিরোধিতা করবে, দ্বীনী ব্যাপারে মূর্খতা প্রদর্শন করবে - এটাই আশা করা যায়।

মহান আল্লাহ তাদের ঐ না বুঝা ও না জানার কথাই কুরআনের কয়েক স্থানে বলেছেন,

{رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ} (৮৭)

অর্থাৎ, তারা অন্তঃপুরবাসিনী নারীদের সাথে থাকতে পছন্দ করল এবং তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হল। সুতরাং তারা বুঝতে অক্ষম। *(সূরা তাওবাহ ৮৭ আয়াত)*

{إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} (৯৩)

অর্থাৎ, অভিযোগ তো শুধুমাত্র ঐ লোকদের বিরুদ্ধেই যারা ধনবান হওয়া সত্ত্বেও (যুদ্ধে গমন না করার) অনুমতি চায়। তারা অন্তঃপুরবাসিনী মহিলাদের সাথে থাকতে পছন্দ করল। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিলেন, সুতরাং তারা জ্ঞানলাভে অক্ষম। *(ঐ ৯৩ আয়াত)*

{ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لاَ يَفْقَهُونَ} (৩)

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, তারা বিশ্বাস করার পর অবিশ্বাস করেছে, ফলে তাদের হৃদয় মোহর করে দেওয়া হয়েছে, সুতরাং তারা বুঝবে না। *(সূরা মুনাফিকূন ৩ আয়াত)*

{هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لاَ يَفْقَهُونَ } (৭) {يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, তারাই বলে, আল্লাহর রসূলের কাছে যারা আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না; যতক্ষণ না তারা সরে পড়ে। বস্তুতঃ আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধন-ভান্ডার তো আল্লাহরই। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা বুঝে না। তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে। বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না। *(ঐ ৭-৮ আয়াত)*

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "দু'টি স্বভাব কোন মুনাফিকের ভিতরে

জমা হতে পারে না; না সুন্দর চরিত্র, আর না দ্বীনী জ্ঞান।” *(তিরমিযী, সহীহুল জামে’ ৩২২৯নং)*

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “আমার মনে হয় না যে, অমুক অমুক লোক আমাদের দ্বীন সম্পর্কে কিছু জ্ঞান রাখে।” *(বুখারী)* এই হাদীসের অন্যতম রাবী লাইস বিন সা’দ বলেন, ‘ঐ লোক দু’টি মুনাফিক ছিল।’

বলাই বাহুল্য যে, মুনাফিকরা দ্বীনী শিক্ষার কোনই গুরুত্ব দেয় না। যেহেতু দ্বীন তাদের নিকট কোন দিনই শিক্ষার বিষয় নয়, তাদের শিক্ষার বিষয় হল দুনিয়া। আসলে তারা তো মনে করে, দ্বীনই মানুষকে জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রগতির পথে বাধা দান করে। তাছাড়া তা শিক্ষা ক’রে কোন অর্থকরী চাকরি বা কাজ পাওয়া যায় না।

তাদের প্রথম কথাটি মিথ্যা। আর দ্বিতীয় কথাটি সত্য হলেও তার পার্থিব দৃষ্টিভঙ্গির পরিণাম। যেহেতু দ্বীন শিখতে হয় দ্বীন বাঁচানোর জন্য, আর দ্বীন বাঁচাতে হয় নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচানোর জন্য। কিন্তু মুনাফিকরা তা জানে না।

তারা দ্বীনের জ্ঞান রাখে না, রাখতে চায় না, কিন্তু দুনিয়ার জ্ঞান টনটনে রাখে। ফিল্ম্ ও অভিনেতা-অভিনেত্রী, খেলা ও খেলোয়াড়, শেয়ার বাজার, রাজনীতি প্রভৃতির খবর তাদের জ্ঞান-ভাণ্ডারে স্থান পায়। যেহেতু দুনিয়াদারের দৌড় গোর পর্যন্ত।

গোপনে অবৈধ কাজ করা

মুনাফিক যেহেতু বাহ্যিকভাবে মুসলিম ও গুপ্তভাবে অমুসলিম, তাই গোপনে পাপ করা তার আচরণ হওয়া স্বাভাবিক। এরা ‘দিনের বেলায় মোল্লাগিরী, রাতের বেলায় কলাই চুরি’ করে। দিনে রহমানের বন্ধু সাজে এবং রাতে শয়তানের বন্ধু হয়। লোকচক্ষুর সম্মুখে পরহেযগার সাজে, কিন্তু অন্তরালে ফাসেকের কাজ করে। এরা মানুষকে সম্মান ও ভয় ক’রে নোংরা কাজ থেকে ‘তওবা তওবা’ করে, কিন্তু আল্লাহকে সম্মান ও ভয় ক’রে পাপ বর্জন করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِـــنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} (١٠٨) سورة النساء

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যখন রাত্রে তারা তাঁর

(আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৮ আয়াত)*

সওবান ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, একদা নবী ﷺ বললেন, “আমি নিঃসন্দেহে আমার উম্মতের কয়েক দল লোককে চিনি যারা কিয়ামতের দিন তিহামা (মক্কা ও ইয়ামানের মধ্যবর্তী এক বিশাল লম্বা শ্রেণীবদ্ধ) পর্বতমালার সমপরিমাণ বিশুদ্ধ নেকী নিয়ে উপস্থিত হবে; কিন্তু আল্লাহ তাদের সে সমস্ত নেকীকে উড়ন্ত ধূলিকণাতে পরিণত করে দেবেন।”

সওবান ﷺ বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে লোকেরা কেমন হবে তা আমাদের জন্য খুলে বলুন ও তাদের হুলিয়া বর্ণনা করুন, যাতে আমরা আমাদের অজান্তে তাদের দলভুক্ত না হয়ে পড়ি।’

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “শোন! তারা তোমাদেরই ভাই এবং তোমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত হবে। তোমরা যেমন রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত কর, তেমনি তারাও করবে। কিন্তু যখনই তারা আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে, তখনই তা অমান্য ও লংঘন করবে!” *(সহীহ ইবনে মাজাহ ৩৪২৩ নং)*

মুনাফিকরা প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করে না, সুতরাং তারা গোপনে ভয় করবে কেন? আরবী কবি বলেন,

إذا ما خلوت الدهـــر يوما فلا تقل   خلـــوت ولكن قل علي رقـــيب

ولا تحســـبن الله يغفـــل ساعـــة   ولا أن مـــا تخفـــيه عنه يغـــيب

অর্থাৎ, যদি কোন সময় তুমি নির্জন হও, তাহলে বলো না যে, আমি নির্জন আছি। বরং বল, আমার পর্যবেক্ষক আছে। এ ধারণা করো না যে, আল্লাহ কোন সময়ের জন্য উদাস হন, আর না তুমি যা গোপন করছ তা তার অজানা থাকে।

অন্য এক কবি বলেন,

وإذا خـــلوت بريـــبة في ظلـــمة   والنفس داعـــــية إلى الطـــغيان

فاستـــحي من نظـــر الإلـــه وقل لـــها   إن الـــذي خلـــق الظـــلام يـــراني

অর্থাৎ, যখন অন্ধকারে কোন পাপ নিয়ে গোপনীয়তা অবলম্বন কর এবং মনও চায় অবাধ্যতা করতে, তাহলে আল্লাহর দৃষ্টিকে শরম করো এবং বলো, যিনি অন্ধকার সৃষ্টি করেছেন, তিনি আমাকে দেখছেন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِن قُرْآنٍ وَلاَ تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلاَّ كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الأَرْضِ وَلاَ فِي السَّمَاء وَلاَ أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا أَكْبَرَ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ} (٦١) سورة يونس

অর্থাৎ, তুমি যে অবস্থাতেই থাক না কেন, যে অবস্থাতেই তুমি কুরআন হতে যা কিছু পাঠ কর না কেন এবং তোমরা যে কাজই কর না কেন, যখন তোমরা সে কাজ করতে শুরু কর, তখন আমি তোমাদের পরিদর্শক হই। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর ধূলিকণা পরিমাণও কোন বস্তু তোমার প্রতিপালকের (জ্ঞানের) অগোচর নয় এবং তা হতে ক্ষুদ্রতর অথবা তা হতে বৃহত্তর কোন কিছু নেই, যা সুস্পষ্ট গ্রন্থে (লাওহে মাহ্‌ফুযে লিপিবদ্ধ) নেই। *(সূরা ইউনুস ৬১ আয়াত)*

কিন্তু মুনাফিকদের তো সেই ঈমান নেই। তাছাড়া তাদের গোপন পাপ প্রকাশ ক'রে দেওয়া সত্ত্বেও তারা কি ভয় করত না?

মুসলিমদের ছেড়ে অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব গড়া

মুনাফিকরা তো ইসলাম পেয়ে ধন্য নয়, মুসলিম হয়ে গর্বিত নয়। সুতরাং তাদেরকে অনেক ক্ষেত্রে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে লজ্জা লাগারই কথা। তারা অমুসলিমদের লেজুড় ধরতে চায়, তাদের ছায়াতলে আশ্রয় পেতে চায়, তাদের ছত্রছায়ায় জীবন কাটাতে চায়, তাদের আওতায় বৃদ্ধিলাভ এবং তাদের সহায়তায় ঋদ্ধিলাভ করতে চায়। তাদের নিকট নেতৃত্ব ও মর্যাদালাভ করতে চায়।

{بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (١٣٨) {الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا} (١٣٩) سورة النساء

অর্থাৎ, কপট (মুনাফিক)দেরকে শুভ সংবাদ দাও যে, তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি! যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই। *(সূরা নিসা ১৩৮-১৩৯ আয়াত)*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ (٥١) فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ

يُسَارِعُونَ فِيهِم يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنْفُسِهِمْ نَادِمِينَ (٥٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। যাদের অন্তঃকরণে ব্যাধি রয়েছে তুমি তাদেরকে সত্বর এ বলে তাদের সাথে মিলিত হতে দেখবে যে, আমাদের আশংকা হয় আমাদের ভাগ্য-বিপর্যয় ঘটবে। হয়তো আল্লাহ বিজয় অথবা তাঁর নিকট হতে এমন কিছু দেবেন যাতে তারা তাদের অন্তরে যা গোপন রেখেছিল তার জন্য অনুতপ্ত হবে। *(সূরা মাইদাহ ৫১-৫২ আয়াত)*

أَلَمْ تَرَى إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٤) أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٥)

অর্থাৎ, তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, যারা সেই সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের প্রতি আল্লাহ রাগান্বিত? তারা (মুনাফিকগণ) তোমাদের দলভুক্ত নয়, তাদেরও দলভুক্ত নয়। আর তারা জেনে-শুনে মিথ্যা শপথ করে। আল্লাহ তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কঠিন শাস্তি। নিশ্চয় তারা যা করে তা মন্দ! *(সূরা মুজাদিলাহ ১৪-১৫ আয়াত)*

মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে অমুসলিম দেশের স্বার্থে জাসূসি করা অথবা মুসলিমদের খবর অমুসলিমদের কাছে লিক করা অথবা মুসলিমদের বিশ্বাসঘাতকতা করা অথবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অমুসলিমদের সহযোগিতা করা মুনাফিকদের কাজ। মহানবী ﷺ যখন খায়বার অভিযানের প্রস্তুতি নেন, তখন ইয়াহুদীদের সাহায্যার্থে মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাই তাদের নিকট এই মর্মে সংবাদ প্রেরণ করে যে, 'এখন মুহাম্মাদ তোমাদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করতে যাচ্ছে। অতএব তোমরা সাবধান হয়ে যাও এবং উত্তমরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ কর। দেখ, তোমরা ভুল করো না যেন। যথাযথ প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাক। ভয়ের কিছু নেই। কারণ একদিকে তোমাদের যেমন সংখ্যাধিক্য রয়েছে, অন্য দিকে তেমনি অস্ত্রশস্ত্র এবং মাল-সামানও অধিক রয়েছে। পক্ষান্তরে মুহাম্মাদের জনবল যেমন সামান্য, অন্য দিকে তেমনি সে প্রায় রিক্তহস্ত। তার অস্ত্রশস্ত্র খুব সামান্যই আছে।'

সুতরাং এই সংবাদ পাওয়ার পর ইয়াহুদীরা পরিপূর্ণরূপে প্রস্তুতি গ্রহণ করল এবং মিত্রদের নিকট থেকে সাহায্য কামনা ক'রে নিজেদেরকে যথেষ্ট শক্তিশালী ক'রে তুলল। *(আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২০৭)*

উক্ত কাজ যে কত নিকৃষ্ট, তা হাত্বেব বিন আবী বালতাআহর ঘটনাতে বুঝা যায়। মহানবী ﷺ অতি সংগোপনে মক্কা-বিজয়ের প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন। কিন্তু হাত্বেব মক্কায় কুরাইশদের নিকট এই সংবাদ দিয়ে পত্র লিখেন যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মক্কা আক্রমণ করতে যাচ্ছেন। পারিশ্রমিক প্রদানের প্রতিশ্রুতি সাপেক্ষে তিনি এক মহিলার মাধ্যমে পত্রটি প্রেরণ করেন। মহিলাটি তাঁর চুলের খোঁপার ভিতরে পত্রটি রেখে পথ চলছিল। কিন্তু আল্লাহর রসূল ﷺ আল্লাহর পক্ষ হতে অহীর মাধ্যমে হাত্বেবের উক্ত কর্মকান্ড সম্পর্কে অবহিত হলেন। সুতরাং তিনি আলী, মিক্বদাদ, যুবাইর ও আবূ মারসাদ ﷺ-কে এই বলে প্রেরণ করলেন যে, তোমরা 'রওযাতু খাখ' নামক জায়গায় গিয়ে সেখানে এক হাওদা-নশীন মহিলাকে দেখতে পাবে। ঐ মহিলাদের নিকট কুরাইশদের জন্য লিখিত ও প্রেরিত একটি পত্র আছে। সেই পত্রটি তার কাছ থেকে উদ্ধার করতে হবে।

উল্লিখিত সাহাবাগণ অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণপূর্বক অত্যন্ত দ্রুতগতিতে মহিলার নাগাল পাওয়ার জন্য ছুটে গেলেন এবং এক পর্যায়ে যথাস্থানে সেই মহিলাকে দেখতে পেলেন। তাঁরা ঐ মহিলাকে উটের পিঠ থেকে অবতরণ করিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন তার কাছে কোন পত্র আছে কি না? কিন্তু সে তার নিকট পত্র থাকার কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করল। তার উটের হাওদায় তল্লাশী চালিয়েও কোন পত্র না পাওয়ায় তাঁরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে আলী ﷺ বললেন, 'আমি আল্লাহর কসম ক'রে বলছি যে, আল্লাহর রসূল ﷺ মিথ্যা বলেননি। অথবা আমরাও মিথ্যা বলছি না। হয় তুমি পত্রখানা বের ক'রে দাও, নচেৎ তোমাকে সম্পূর্ণ উলঙ্গ ক'রে তল্লাশী চালাব।'

মহিলা যখন তাঁদের দৃঢ়তা অনুভব করল, তখন বলল, 'আচ্ছা! তাহলে তোমরা অন্য দিকে মুখ ফিরাও।'

তাঁরা অন্য দিকে মুখ ফিরালে সে তার মাথার চুলের খোঁপা থেকে পত্রখানা বের ক'রে তাঁদের হাতে দিল। তাঁরা তা নিয়ে মহানবী ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি হাত্বেবকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তুমি এমন সাংঘাতিক কাজ করেছ কেন?"

হাত্বেব বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এ ব্যাপারে তাড়াতাড়ি আমার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন না। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর

আমার পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে। আমি ধর্মত্যাগী নই এবং আমার মধ্যে কোন পরিবর্তনও আসেনি। কুরাইশদের সঙ্গে আমার কোন রক্তের সম্পর্কও নেই। তবে কথা হচ্ছে এই যে, কোন কোন ব্যাপারে আমি তাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলাম এবং আমার পরিবারের সদস্য ও সন্তান-সন্ততিরা সেখানেই আছে। তাদের সাথে আমার এমন কোন আত্মীয়তা বা সম্পর্ক নেই যে, তার ফলে আমার পরিবারের লোকজনদের দেখাশোনা করবে। পক্ষান্তরে আমার সঙ্গে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের সকলেরই আত্মীয়-স্বজন রয়েছে, যারা তাদের আপনজনদের দেখাশোনা করবে। যদিও এ কাজ সম্পূর্ণ বেআইনী ও আমার অধিকার বহির্ভূত, তবুও ঐ একটি উদ্দেশ্যেই আমি কুরাইশদের প্রতি একটু এহসানী করতে চেয়েছিলাম। যাতে তারা তার বিনিময়ে আমার আত্মীয়-স্বজনদের প্রতি যত্নশীল হয়।'

সে কাজ এত বড় মারাত্মক ছিল যে, উমার ﷺ উত্তেজিত হয়ে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অনুমতি দিন, আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিই। কারণ সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিশ্বাসঘাতকতা করেছে এবং মুনাফিক হয়ে গেছে।'

আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে উমার! তুমি কি জান না যে, সে বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে? আর সম্ভবতঃ আল্লাহ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের (অবস্থা) জেনে ও দেখে বলেছেন, 'তোমরা যা ইচ্ছা তাই কর, আমি তোমাদেরকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছি।"

এ কথা শুনে উমার ﷺ-এর চক্ষুদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠল। তিনি বললেন, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূলই ভাল জানেন।' *(বুখারী + মুসলিম, আর-রাহীকুল মাখতূম ২/২৬০-২৬২)*

এ মর্মে মহান আল্লাহ অবতীর্ণ করলেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاء تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءكُم مِّنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِن كُنتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاء مَرْضَاتِي تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنتُمْ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاء السَّبِيلِ} (١) {إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاء وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ} (٢) {لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٣) {قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ

كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ} (٤)

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে, তা প্রত্যাখ্যান করেছে, রসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিষ্কৃত করেছে এই কারণে যে, তোমরা তোমাদের প্রতিপালক আল্লাহকে বিশ্বাস কর। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশ্যে বহির্গত হয়ে থাক (তাহলে তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না)। তোমরা গোপনে তাদের প্রতি বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও, অথচ তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেউ এটা করে সে তো সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়। তোমাদেরকে কাবু করতে পারলে তারা তোমাদের শত্রু হবে এবং হস্ত ও রসনা দ্বারা তোমাদের অনিষ্ট সাধন করবে এবং চাইবে যে, তোমরা কাফের হয়ে যাও। তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দিবেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা দেখেন। অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছ। *(সূরা মুমতাহিনাহ ১-৪ আয়াত)*

সুতরাং যে মুসলিম ইসলাম-বিদ্বেষীদের পা-চাঁটা গোলাম হয়, তারা কি মুনাফিক নয়?

যে মুসলিম ব্যক্তি মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ রেখে মুসলিম-বিদ্বেষীদের হাতে হাত মিলায়, সে কি মুনাফিক নয়?

যে ব্যক্তি মুসলিম পরিবেশে জন্ম নিয়েছে, কিন্তু ইসলাম পছন্দ করে না, ইসলামী আইন পছন্দ করে না, বরং ধর্মনিরপেক্ষতা (ধর্মহীনতা) পছন্দ করে, 'সব ধর্ম সমান' বলে, অনেক ক্ষেত্রে অন্য আইন ও ধর্মকে শ্রেষ্ঠ মনে করে এবং বিধর্মীদের সাথে আঁতাত গড়ে, সে কি মুনাফিক নয়?

যে মুসলিম ইসলাম-বিদ্বেষী দেশের নুন খেয়ে তাদের গুণ গাইতে গিয়ে স্বজাতির দোষ গায়, দ্বীন, নবী ও সাহাবাদেরকে গালাগালি করে, তারা কোন্ শ্রেণীর

মুনাফিক?

'ইসলামে তুমি দিয়ে কবর
মুসলিম বলে কর ফখর
মুনাফিক তুমি সেরা বেদ্বীন,
ইসলামে যারা করে যবেহ
তুমি তাহাদের হও তাবে
তুমি জুতা বহা তারও অধীন।'

অবশ্য ইসলাম সম্বন্ধে অজ্ঞতার কারণে এবং বর্তমান মুসলিম পরিবেশ দর্শনে এবং কাফেরদের মুসলিম-বিদ্বেষের ফলে তথাকথিত বহু শিক্ষিত ও খ্যাতনামা মানুষ নিজে 'মুসলিম' বলে ফখর করে না, এমনকি নিজেকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতেও লজ্জাবোধ করে, অনেকে তো স্বার্থবশে ছদ্ম নামই ব্যবহার করে। আবার অনেকে প্রকাশ্যে ধৃষ্টতার সাথে বলে, 'আমি যদি মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ না করতাম!' (তাহলে কাফেরদের মাথার মুকুট ও চোখের মণি হতে পারতাম।)

কিন্তু মিসকীনরা জানে না যে,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِـــكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (٦) {إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (٧)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা দোযখের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম। নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। *(সূরা বাইয়িনাহ ৬-৭ আয়াত)*

মুসলিমদেরকে বিপদে ফেলা

উহুদ যুদ্ধের সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ সাহাবায়ে কিরামের সামনে প্রতিরক্ষামূলক কর্মসূচী সম্পর্কে এই মত পেশ করেন যে, এবার নগরের বাইরে বের হয়ে যুদ্ধ করা কোন মতেই সঙ্গত হবে না, বরং নগরের অভ্যন্তরে থেকে যুদ্ধ করাই সঙ্গত হবে। কেননা, মদীনা একটি সুরক্ষিত শহর। সুতরাং শত্রু-সৈন্য নগরের নিকটবর্তী হলে মুসলিমরা সহজেই তাদের ক্ষতি সাধন করতে সক্ষম হবে। আর মহিলারা ছাদের উপর থেকে তাদেরকে ইট-পাটকেল ছুঁড়বে। এটাই ছিল সঠিক মত। আর মুনাফিকদের নেতা আব্দুল্লাহ বিন উবাইও এই মত সমর্থন করে। সে এই পরামর্শ-সভায় খাযরাজ গোত্রের একজন প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত হয়েছিল। সে সামরিক

দৃষ্টিকোণ থেকে এ মত সমর্থন করেনি, বরং যুদ্ধে ফাঁকি দেওয়াই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ, এর ফলে সে যুদ্ধকে এড়িয়ে যেতে পারবে, আবার কেউ এর টেরও পাবে না। কিন্তু মহান আল্লাহর ইচ্ছা ছিল ভিন্ন। তিনি চেয়েছিলেন যে, এ লোকটি তার সঙ্গীসাথী সহ সর্বসম্মুখে লাঞ্ছিত হোক এবং তার কপটতার উপর যে পর্দা পড়েছিল, তা অপসৃত হয়ে যাক। আর মুসলিমরা সেই চরম বিপদের সময় যেন তাদের জামা ও আস্তীনের নিচে চলমান বিষধর সাপগুলিকে চিনতে পারে। *(আর-রাহীকুল মাখতূম ২/৫-৬)*

ফজর হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেনাবাহিনী সহ উহুদের দিকে চলতে শুরু করলেন। 'শাওত' নামক স্থানে পৌঁছে ফজরের নামায আদায় করলেন। এখন তিনি শত্রুদের একেবারে নিকটেই ছিলেন এবং উভয় সেনাবাহিনী একে অপরকে দেখতে পাচ্ছিল। এখানে মুনাফিক আব্দুল্লাহ বিন উবাই বিদ্রোহী হয়ে উঠল। সে এক তৃতীয়াংশ সৈন্য অর্থাৎ, তিনশ' জন সৈন্য নিয়ে এ কথা বলতে বলতে ফিরে গেল যে, অযথা কেন জীবন দিতে যাবে? সে এ বিতর্কও উত্থাপন করল যে, মুহাম্মাদ তার কথা না মেনে অন্যদের কথা মেনে নিয়েছে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ যে তার কথা মেনে নেননি, এটা তার মুসলিম বাহিনী হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ার কারণ অবশ্যই ছিল না। কেননা, তাহলে এ অবস্থায় মুসলিম বাহিনীর সাথে এত দূর পর্যন্ত আসার কোন প্রয়োজনই পড়ত না। বরং সেনাবাহিনীর যাত্রা শুরু হওয়ার পূর্বেই সে পৃথক হয়ে যেত এবং মদীনা থেকে বেরই হত না। সুতরাং প্রকৃত ব্যাপার তা নয়, যা সে প্রকাশ করেছিল। বরং প্রকৃত ব্যাপার ছিল এই যে, ঐ সংকটময় মুহূর্তে পৃথক হয়ে গিয়ে মুসলিম বাহিনীর মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করা। যখন শত্রুরা তাদের প্রতিটি কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল, তখন মুসলিম বাহিনীর মধ্যে একটি অস্বস্তিকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করাই ছিল তার মুখ্য উদ্দেশ্য। যাতে একদিকে সাধারণ সৈন্যরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গত্যাগ করে এবং যারা বাকী থাকবে তাদেরও উদ্যম ও মনোবল ভেঙ্গে পড়ে। পক্ষান্তরে এই দৃশ্য দেখে শত্রুদের সাহস বৃদ্ধি পায়। সুতরাং তার এ ব্যবস্থাপনা ছিল মহানবী ﷺ এবং তাঁর সহচরবর্গকে শেষ ক'রে দেওয়ারই এক অপকৌশল। মূলতঃ ঐ মুনাফিকের এই আশা ছিল যে, শেষ পর্যন্ত তার ও তার বন্ধুদের নেতৃত্বের জন্য ময়দান সাফ হয়ে যাবে।

এই মুনাফিকের কোন কোন উদ্দেশ্য সফল হবারও উপক্রম হয়েছিল। কেননা, আরো দু'টি দলের অর্থাৎ, আওস গোত্রের মধ্যে বানু হারিসাহ এবং খাযরাজ গোত্রের মধ্যে বানু সালামারও পদস্খলন ঘটতে যাচ্ছিল এবং তারা ফিরে যাবার

চিন্তা-ভাবনা করছিল। কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের সহায়তা করেন। ফলে তাদের চিত্তচাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় এবং তারা ফিরে যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করে। তাদের সম্পর্কেই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِذْ هَمَّت طَّآئِفَتَانِ مِنكُمْ أَن تَفْشَلاَ وَاللّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ}

অর্থাৎ, যখন তোমাদের মধ্যে দু'টি দলের মনোবল হারাবার উপক্রম হয়েছিল এবং আল্লাহ ছিলেন উভয়ের সহায়ক। আর মু'মিনদের উচিত, আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা। *(সূরা আলে ইমরান ১২২ আয়াত)*

যা হোক, মুনাফিকরা ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে ঐ সংকটময় সময়ে জাবের ﷺ-এর পিতা আব্দুল্লাহ বিন হারাম ﷺ তাদেরকে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার ইচ্ছা করলেন। সুতরাং তিনি তাদেরকে ধমকের সুরে যুদ্ধে ফিরে আসার প্রতি উৎসাহ প্রদান পূর্বক তাদের পিছনে পিছনে চলতে লাগলেন এবং বলতে থাকলেন, 'এসো! আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরোধ কর।' কিন্তু তারা উত্তরে বলল, আমরা যদি জানতাম যে, তোমরা যুদ্ধ করবে, তাহলে ফিরে যেতাম না।'

এ উত্তর শুনে আব্দুল্লাহ বিন হারাম ﷺ নিম্নরূপ কথা বলতে বলতে ফিরে এলেন, 'ওরে আল্লাহর দুশমনরা! আল্লাহ তোদেরকে দূর করুক। মনে রাখিস যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে তোদের অমুখাপেক্ষী করবেন।'

এ সকল মুনাফিকদের ব্যাপারে আল্লাহ পাক বলেন,

{ وَلْيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْاْ قَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَوِ ادْفَعُواْ قَالُواْ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالاً لاَّتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ } [آل عمران : ١٦٧]

অর্থাৎ, (যেদিন দু'দল পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল, সেদিন তোমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল, তা আল্লাহর অনুমতিক্রমে ঘটেছিল। যাতে তিনি মু'মিনদেরকে ভালরূপে জানতে পারেন।) এবং কপটদেরকে (ভালরূপে) জানতে পারেন। আর তাদেরকে বলা হয়েছিল, এস, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর অথবা প্রতিরক্ষা কর। তারা বলেছিল, যদি আমরা যুদ্ধ জানতাম, তাহলে নিশ্চিতভাবে তোমাদের অনুসরণ করতাম। সেদিন তারা বিশ্বাস (ঈমান) অপেক্ষা অবিশ্বাসের (কুফরীর) অধিক নিকটতম ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই, তা তারা মুখে বলে। আর তারা যা

গোপন রাখে, আল্লাহ তা বিশেষভাবে অবহিত।

(যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্বন্ধে বলত যে, তারা তাদের কথা মত চললে নিহত হতো না। তাদেরকে বল, যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তাহলে নিজেদেরকে মৃত্যু হতে রক্ষা কর। যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে, তাদেরকে কখনই মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত; তারা জীবিকা-প্রাপ্ত হয়ে থাকে।) *(সূরা আলে ইমরান ১৬৬- ১৬৯ আয়াত, আর-রাহীকুল মাখতূম ২/৯- ১১)*

মুসলিমদের বিপদ দেখে খুশী হওয়া

কিছু মানুষ আছে, যারা অপর মানুষকে বিপদগ্রস্ত দেখলে আনন্দিত হয়, অপরের সুখ দেখলে মনে কষ্ট পায়। আসলে কিন্তু হিংসা ও পরশ্রীকাতরতার ফলে তারা এই কদর্যতায় পতিত হয়।

অমুকের ছেলে ডাক্তার হয়েছে, অমুকের ছেলে বড় আলেম হয়েছে, তার ছেলে হতে পারেনি অথবা আসলে তার ছেলেই নেই, তবুও তার প্রতি হিংসায় জ্বলে ওঠে। অমুক সাহেবের বাড়ি ভেঙ্গে গেছে শুনে আনন্দে যেন নেচে ওঠে। বিশেষ ক'রে একজন ভাল লোকের বিপদে মনের নদীতে এমন আনন্দের জোয়ার মুনাফিকীর নিদর্শন।

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের এই চরিত্র সম্বন্ধে আমাদেরকে অবহিত করেছেন, তিনি বলেছেন,

{إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لاَ يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ} (١٢٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, যদি তোমাদের কোন মঙ্গল হয়, তাহলে তারা নাখোশ হয়, আর তোমাদের অমঙ্গল হলে তারা খোশ হয়। যদি তোমরা ধৈর্য ধর এবং সাবধান হয়ে চল, তাহলে তাদের ষড়যন্ত্র তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা করে নিশ্চয় তা আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা আলে ইমরান ১২০ আয়াত)*

{إِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُواْ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِن قَبْلُ وَيَتَوَلَّواْ

وَّهُمْ فَرِحُونَ} (٥٠) سورة التوبة

অর্থাৎ, যদি তোমার প্রতি কোন মঙ্গল উপস্থিত হয়, তাহলে তাতে দুঃখিত হয়। আর যদি তোমার উপর কোন বিপদ এসে পড়ে, তখন তারা বলে, 'আমরা তো প্রথম থেকেই সতর্কতা অবলম্বন করেছিলাম' এবং তারা খুশী হয়ে ফিরে যায়। *(সূরা তাওবাহ ৫০ আয়াত)*

সুযোগ সন্ধান করা

মুনাফিক সুযোগ-সন্ধানী হয়। যেহেতু ক্ষমতাসীন মুসলিম সমাজে সে চামচিকার মত বাস করে। কিন্তু হাতি কখন দহে পড়ে, সেই সুযোগের সন্ধানে থাকে, যাতে সে তাকে লাথি মেরে নিজের গায়ের ঝাল ঝাড়তে পারে! 'খাদের মাঝে পড়লে হাতি, চামচিকাতেও মারে লাথি। হাতি পড়লে দকে, ঠোকর মারে বকে। মাতঙ্গে পড়িলে দয়ে, পতঙ্গে প্রহার করে।'

এরা এমন এক শ্রেণীর মানুষ যে, সুযোগ বুঝে মুসলিম-কাফের উভয় দলের সাথে হাত মিলিয়ে চলে। সুতরাং "যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে, তখন বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি (আমরা মুসলমান)।' আর যখন তারা নিভৃতে তাদের দলপতিগণের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে, 'আমরা তো তোমাদের সাথেই রয়েছি (আমরা মুসলমান হইনি); আমরা শুধু তাদের সাথে ঠাট্টা-তামাশা করে থাকি।" *(সূরা বাক্বারাহ ১৪ আয়াত)*

এরা মুসলিমদের জয় হলে বলে, আমরা তোমাদেরই দলভুক্ত, আমরা তোমাদের সমর্থনে ছিলাম বলে জয় হল। আর কাফেরদের জয় হলে বলে, আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী। আমাদের সহযোগিতার কারণে তোমরা জয়লাভ করেছ!

এই শ্রেণীর ঘৃণ্য আচরণের কথা কুরআন বলেছে,

{الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (١٤١) سورة النساء

অর্থাৎ, (মুনাফিকরা) যারা তোমাদের (শুভাশুভ পরিণতির) প্রতীক্ষায় থাকে;

সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় লাভ হলে তারা (তোমাদেরকে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর যদি কাফেরদের আংশিক বিজয় লাভ হয়, তাহলে তারা (তাদেরকে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?' অতএব আল্লাহই কিয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করবেন এবং আল্লাহ কখনই মু'মিনদের বিরুদ্ধে কাফেরদের জন্য কোন পথ রাখবেন না। *(সূরা নিসা ১৪১ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন, "সেদিন তুমি মু'মিন নর-নারীদেরকে দেখবে, তাদের সামনে ও ডানে তাদের আলো প্রবাহিত হবে। (বলা হবে,) আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ জান্নাতের; যার নিম্নে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে। এটাই মহাসাফল্য। সেদিন মুনাফিক (কপট) পুরুষ ও মুনাফিক নারী মু'মিনদেরকে বলবে, তোমরা আমাদের জন্য একটু থাম, যাতে আমরা তোমাদের আলো কিছু গ্রহণ করতে পারি। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনে ফিরে যাও ও আলোর সন্ধান কর। অতঃপর উভয়ের মাঝামাঝি স্থাপিত হবে একটি প্রাচীর যাতে একটি দরজা থাকবে, ওর অভ্যন্তরে থাকবে করুণা এবং বহির্ভাগে থাকবে শাস্তি। মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে আমরা কি (দুনিয়ায়) তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না? তারা বলবে, অবশ্যই, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্ত করেছ, তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং আল্লাহর হুকুম (মৃত্যু) আসা পর্যন্ত অলীক আশা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল; আর আল্লাহ সম্পর্কে মহাপ্রতারক (শয়তান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল। আজ তোমাদের নিকট হতে কোন মুক্তিপণ গ্রহণ করা হবে না এবং যারা অবিশ্বাস করেছিল তাদের নিকট হতেও নয়। তোমাদের আবাসস্থল জাহান্নাম, এটাই তোমাদের চিরসঙ্গী। আর কত নিকৃষ্ট এই পরিণাম! *(সূরা হাদীদ ১২-১৫ আয়াত)*

মুনাফিকরা শুধু স্বার্থময় সুযোগ-সন্ধানে ছিল তাই নয়; বরং মহানবী ﷺ-কে হত্যা করে ফেলার মতও সুযোগের সন্ধানে ছিল তারা!

তবূক যুদ্ধের কথা। সংঘর্ষ ও রক্তক্ষয় ছাড়াই মুসলিম বাহিনী বিজয়ী বেশে মদীনা প্রত্যাবর্তন করে। যুদ্ধের ব্যাপারে মু'মিনদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হন। কিন্তু পথিমধ্যে এক জায়গায় একটি গিরিপথের নিকট ১২জন মুনাফিক মহানবী ﷺ-কে হত্যা ক'রে ফেলার এক ঘৃণ্য অপচেষ্টা চালায়। তিনি সেই গিরিপথ দিয়ে যাচ্ছিলেন।

তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেবল আম্মার ﷺ, তিনি তাঁর উটনীর লাগাম ধরে পথ চলছিলেন এবং হুযাইফা বিন ইয়ামান উটনী ডাকাচ্ছিলেন। অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম ﷺ দূরবর্তী উপত্যকার নিম্নভূমির মধ্য দিয়ে পথ চলছিলেন। উক্ত কারণে মুনাফিকরা তাদের এই ঘৃণ্য চক্রান্তের জন্য এটিকে একটি মোক্ষম সুযোগ মনে ক'রে মহানবী ﷺ-এর দিকে অগ্রসর হতে থাকল।

সঙ্গীদ্বয় সহ আল্লাহর রসূল ﷺ সম্মুখ পানে অগ্রসর হচ্ছিলেন। এমন সময় পশ্চাৎ দিক থেকে অগ্রসরমান মুনাফিকদের পায়ের শব্দ তিনি শুনতে পান। তারা সকলেই মুখোশ পরিহিত ছিল। তাদের আক্রমণের উপক্রমমুখে তিনি হুযাইফাকে তাদের দিকে প্রেরণ করলেন। হুযাইফা তাঁর ঢালের সাহায্যে মুনাফিকদের বাহনগুলোর মুখে প্রবলভাবে আঘাত করতে থাকলেন। এর ফলে আল্লাহর ইচ্ছায় তারা ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় পলায়ন করে লোকেদের সাথে মিলিত হল।

আল্লাহর রসূল ﷺ (অহীর মাধ্যমে) তাদের নাম বলে দেন এবং তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সম্পর্কে সকলকে অবহিত করেন। এ জন্য হুযাইফা ﷺ-কে রসূল ﷺ-এর রহস্যবিদ বলা হত।

উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র ক'রে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় ঃ-

{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّواْ بِمَا لَمْ يَنَالُواْ وَمَا نَقَمُواْ إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ}

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর নামে শপথ ক'রে বলে যে, তারা (গালি) বলেনি, অথচ নিশ্চয়ই তারা কুফরী কথা বলেছে এবং নিজেদের ইসলাম গ্রহণের পর কাফের হয়ে গেছে, আর তারা এমন বিষয়ের সংকল্প করেছিল যা তারা কার্যকরী করতে পারেনি। আর তারা শুধু এই জন্য দোষারোপ করেছিল যে, তাদেরকে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে এবং তাঁর রসূল অভাবমুক্ত করে দিয়েছিলেন, অনন্তর যদি তারা তওবা করে, তাহলে তা তাদের জন্য কল্যাণকর হবে; আর যদি তারা বিমুখ হয়, তাহলে আল্লাহ তাদেরকে ইহকালে ও পরকালে যন্ত্রণাময় শাস্তি প্রদান করবেন এবং ভূপৃষ্ঠে তাদের না কোন অলী (অভিভাবক) হবে, আর না কোন সাহায্যকারী। *(সূরা তাওবাহ ৭৪ আয়াত, আর-রাহীকুল মাখতূম ২/৩২৩)*

দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ও সন্দেহে পড়া

মুনাফিকদের একটি স্বভাব এই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ব্যাপারে কোন সুধারণা রাখে না, সুব্যাখ্যা করে না। বরং সামান্য সন্দেহ হলেই, তাতে জড়িয়ে গিয়ে নিজেদেরকে ফিতনায় ফেলে। কুধারণা ও কুব্যাখ্যা করে। কুরআন মাজীদ থেকে তার দু'টি উদাহরণ নিম্নরূপ ঃ-

وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُوْلَئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (٥١) وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلا نَبِيٍّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (٥٢) لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ (٥٣) وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (٥٤)

অর্থাৎ, যারা আমার আয়াতকে ব্যর্থ করার অপচেষ্টা করে, তারাই হবে জাহান্নামের অধিবাসী। আমি তোমার পূর্বে যে সব রসূল কিংবা নবী প্রেরণ করেছি তাদের কেউ যখনই আকাঙ্ক্ষা করেছে, তখনই শয়তান তার আকাঙ্ক্ষায় কিছু প্রক্ষিপ্ত করেছে। কিন্তু শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে আল্লাহ তা বিদূরিত করেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর আয়াতসমূহকে সুদৃঢ় করেন এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। এটা এ জন্য যে, শয়তান যা প্রক্ষিপ্ত করে তিনি তা পরীক্ষা স্বরূপ করেন তাদের জন্য যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে এবং যারা পাষাণ-হৃদয়। নিশ্চয় অত্যাচারীরা চরম বিরোধিতায় রয়েছে। আর এ জন্যেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে প্রেরিত সত্য; অতঃপর তারা যেন তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন তার প্রতি অনুগত হয়। যারা বিশ্বাস করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই সরল পথে পরিচালিত করেন। *(সূরা হাজ্জ ৫১-৫৪ আয়াত)*

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلاَّ مَلائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلاَّ فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَاناً وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلاَّ هُوَ وَمَا هِيَ إِلاَّ ذِكْرَى لِلْبَشَرِ (٣١)

আমি ফিরিশ্তাদেরকেই করেছি জাহান্নামের প্রহরী। আর কাফেরদের পরীক্ষা স্বরূপই

আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি; যাতে কিতাবধারীদের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে, মু'মিনদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং মু'মিনরা ও কিতাবধারীরা সন্দেহ পোষণ না করে। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফেররা বলবে, এ বর্ণনায় আল্লাহর উদ্দেশ্য কি? এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা পথ নির্দেশ করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (জাহান্নামের) এই বর্ণনা তো মানুষের জন্য উপদেশ বাণী। *(সূরা মুদ্দাসসির ৩১ আয়াত)*

বহু মানুষ আছে যারা কুরআন-হাদীসের বহু উক্তি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করে। যেহেতু তা তাদের মাথায় ধরে না তাই। কুরআন-হাদীসের তথ্যকে অস্বীকার ক'রে তারা অবশ্যই ফিতনায় পড়ে। আর সে ফিতনা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়।

আল্লাহর বিধানকে অপছন্দ করা

মুশরিকরা সত্য গ্রহণ করত না এবং তা গ্রহণ না করার ব্যাপারে ওজুহাত পেশ করত। যে কোন অসীলায় কুরআন হাদীসের ফায়সালা তথা ইসলামী অনুশাসনকে তারা অস্বীকার করত। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلاَ يَهْتَدُونَ} (١٧٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন তাদের বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার তোমরা অনুসরণ কর। তারা বলে, '(না-না) বরং আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদেরকে যাতে (যে মত ও ধর্মাদর্শে) পেয়েছি তার অনুসরণ করব।' যদিও তাদের পিতৃপুরুষগণ কিছুই বুঝত না এবং তারা সৎ পথেও ছিল না। *(সূরা বাক্বারাহ ১৭০ আয়াত)*

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ} (٢١) سورة لقمان

অর্থাৎ, আর যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তোমরা তার অনুসরণ কর, তখন তারা বলে, 'আমাদের বাপ-দাদাকে যাতে পেয়েছি আমরা তো তাই মেনে চলব।' যদিও শয়তান তাদেরকে দোযখ-যন্ত্রণার দিকে আহবান করে (তবুও কি তারা বাপ-দাদারই অনুসরণ করবে)? *(সূরা লুক্বমান ২১ আয়াত)*

মুনাফিকদেরও একটি স্বভাব হল, হক ও সত্য গ্রহণ না করা। তারা সত্য গ্রহণ করে না, বরং সত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। কুরআন-হাদীসের আইনের দিকে

আহবান করা হলে তারা পিছল কাটতে শুরু করে। রাজনৈতিক নানা কারণ পেশ করে। পক্ষান্তরে যখন কুরআন-হাদীস ও সত্যের দিকে, ইসলামী সংবিধান ও বিচারের দিকে কোন মুসলিমকে আহবান করা হয়, তখন তার জবাব হয়, 'শুনলাম ও মান্য করলাম।' মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً (٦٠) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُوداً (٦١) فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ إِحْسَاناً وَتَوْفِيقاً (٦٢) أُوْلَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً (٦٣) سورة النساء

অর্থাৎ, তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা ধারণা (ও দাবী) করে যে, তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তাতে তারা বিশ্বাস করে? অথচ তারা তাগূতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়; যদিও তা প্রত্যাখ্যান করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আর শয়তান তাদেরকে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট করতে চায়। তাদেরকে যখন বলা হয়, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এস' তখন তুমি মুনাফিক (কপট)দেরকে তোমার নিকট থেকে মুখ একেবারে ফিরিয়ে নিতে দেখবে। সুতরাং তাদের কৃত অপরাধের পরিণামে যখন তাদের উপর কোন বিপদ এসে পড়বে, তখন তাদের কি অবস্থা হবে? অতঃপর তারা তোমার নিকট এসে আল্লাহর শপথ করে বলবে, আমরা কল্যাণ এবং সম্প্রীতি ব্যতীত অন্য কিছুই চাইনি। এরাই তো তারা, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, তাদেরকে সদুপদেশ দাও এবং তাদেরকে তাদের সম্বন্ধে মর্মস্পর্শী কথা বল। *(সূরা নিসা ৬০-৬৩ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِنْهُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُوْلَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (٤٧) وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ (٤٨) وَإِنْ يَكُنْ لَهُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ (٤٩) أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ

يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُوْلَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (٥٠) إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُوْلَئِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ (٥١) وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِيهِ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْفَائِزُونَ (٥٢)

অর্থাৎ, ওরা বলে, 'আমরা আল্লাহ ও রসূলে বিশ্বাসী এবং আমরা আনুগত্য করি'; কিন্তু এরপর ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। বস্তুতঃ ওরা বিশ্বাসী নয়। ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে ওদের আহবান করা হলে, ওদের একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। সিদ্ধান্ত ওদের স্বপক্ষে হবে মনে করলে, ওরা বিনীতভাবে রসূলের নিকট ছুটে আসে। ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে, না ওরা সংশয় পোষণ করে? না ওরা ভয় করে যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল ওদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং ওরাই তো সীমালংঘনকারী। যখন মু'মিনদেরকে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের দিকে আহবান করা হয়, তখন তারা তো কেবল এ কথাই বলে, 'আমরা শ্রবণ করলাম ও মান্য করলাম।' আর ওরাই হল সফলকাম। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর শাস্তি হতে সাবধান থাকে, তারাই হল কৃতকার্য। *(সূরা নূর ৪৭-৫২ আয়াত)*

জাহেলী যুগে ইয়াহুদীদের দু'টি দল ছিল। এদের মধ্যে প্রায় দ্বন্দ-লড়াই লেগে থাকত। একটি দল ছিল সবল এবং অপরটি দুর্বল। এরা এক সময় এই সন্ধিচুক্তিতে উপনীত হয়েছিল যে, দুর্বল দলের কাউকে সবল দলের কেউ হত্যা করলে, তার মুক্তিপণ হবে পঞ্চাশ অসাক এবং সবল দলের কাউকে দুর্বল দলের কেউ হত্যা করলে, তার মুক্তিপণ হবে একশ' অসাক।

অতঃপর শেষ নবী ﷺ-এর আগমনের পর উভয় দলই দমিত হয়ে গেল। দুর্বলরা ভাবল যে, এবার আমরা ন্যায় বিচার পাব।

একদা সবল দলের কাউকে দুর্বল দলের কেউ হত্যা করল এবং সবল দলের লোকেরা দুর্বল দলের লোকেদের নিকট একশ' অসাক দাবী করল। দুর্বল দলের লোকেরা তা আদায় করতে অস্বীকার করল। তারা বলল, 'উভয়ের দ্বীন এক, বংশ এক এবং বাসভূমি এক। তাহলে একদলের মুক্তিপণ অপর দলের ডবল হয় কিভাবে? আমরা তখন তোমাদের অত্যাচারের ভয়ে আদায় করেছি। কিন্তু মুহাম্মাদের আগমনের পর আর তা করছি না।'

সুতরাং এরই প্রেক্ষিতে উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ ও যুদ্ধ বাধার উপক্রম হল।

অতঃপর তারা এই সন্ধিতে রাজী হল যে, এ ব্যাপারে মুহাম্মাদকে সালিস মানবে।

সবল দলটি আপোসে বলাবলি করল, 'আল্লাহর কসম! মুহাম্মাদ তোমাদেরকে তার ডবল দেবে না, যা তোমরা ওদেরকে দিয়ে থাক। ওরা ঠিকই বলেছে। আগে যা দিয়েছে, তা আমাদের অত্যাচার ও জোরের ভয়ে দিয়েছে।'

এরপর তারা নবী ﷺ-এর কাছে গোয়েন্দা স্বরূপ কিছু মুনাফিক লোককে গোপনে প্রেরণ করল, যাতে তারা এ ব্যাপারে তাঁর রায় জানতে পারে। সুতরাং তিনি তাদের স্বপক্ষে ফায়সালা দিলে তাঁকে বিচারক বা সালিস মানবে, নচেৎ না। মুনাফিকরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে উক্ত মানসে এলে মহান আল্লাহ তাঁকে অবহিত ক'রে আয়াত অবতীর্ণ করেন,

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لاَ يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنْ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنْ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَـمْ يَـأْتُوكَ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْـذَرُوا وَمَنْ يُرِدْ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئاً أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدْ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُـوبَهُمْ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٤١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে রসূল! যারা মুখে বলে, বিশ্বাস করেছি কিন্তু অন্তরে বিশ্বাসী নয় ও যারা ইয়াহুদী হয়েছে তাদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসে তৎপর তাদের আচরণ যেন তোমাকে দুঃখ না দেয়। ওরা মিথ্যা শ্রবণে (ও অনুসরণে) অত্যন্ত আগ্রহশীল, যে সম্প্রদায় তোমার নিকট আসেনি ওরা তাদের জন্য (তোমার কথায়) কান পেতে (গোয়েন্দাগিরি করে) থাকে। (তাওরাতের) বাক্যগুলিকে ওর স্বস্থান হতে পরিবর্তন করে। তারা বলে, এ প্রকার (বিকৃত বিধান) দিলে গ্রহণ কর এবং এ (বিকৃত বিধান) না দিলে বর্জন কর। আর আল্লাহ যার পথচ্যুতি চান তার জন্য আল্লাহর নিকট তোমার কিছুই করার নেই। ঐ সকল লোকের হৃদয়কে আল্লাহ বিশুদ্ধ করতে চান না। তাদের জন্য আছে ইহকালে লাঞ্ছনা ও পরকালে মহাশাস্তি। *(সূরা মাইদাহ ৪১ আয়াত)*

মুনাফিকরা ইয়াহুদী-খ্রিষ্টানদের আইন চায়, আল্লাহর আইন চায় না। আর তার জন্যই তাতে তারা নানা দোষ ধরে, খুঁত বের করে। তাদের কলমের খোঁচাতেও কেঁচো খুঁড়তে কেউটে বেরিয়ে যায়। শরীয়তের কিছু বিধানকে তাদের ঠনঠনে জ্ঞান-বুদ্ধির প্রতিকূল মনে ক'রে রদ্দ করতে চায়। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তাদের

কথায় ইসলাম-বিদ্বেষ প্রকাশ পেয়ে যায়। মহান আল্লাহ বহু পূর্বেই তা প্রকাশ ক'রে দিয়েছেন, তিনি বলেছেন,

أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْـغَانَهُمْ (٢٩) وَلَـوْ نَـشَاءُ لأَرَيْنَاكَهُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ (٣٠)

অর্থাৎ, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ ভাব কখনই প্রকাশ করবেন না? আমি ইচ্ছা করলে তোমাকে তাদেরকে দেখিয়ে দিতাম, ফলে তুমি তাদের লক্ষণ দেখে তাদেরকে চিনতে পারতে, তবে তুমি অবশ্যই কথার ভঙ্গীতে তাদেরকে চিনতে পারবে। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবগত। *(সূরা মুহাম্মাদ ২৯-৩০ আয়াত)*

আল্লামা আলবানী (রঃ) বলেন, এই শ্রেণীর মুনাফিক আমাদের বর্তমান যুগে অনেক। *(আহকামুল জানাইয ১/৯৩)*

এই মুনাফিকরা যখন কথা বলে, তখন তাদের কথায় বিদ্বেষ ও উপহাস প্রকাশিত হয়। যেমন, 'অতঃপর তিনি দাড়ি হিলিয়ে বললেন---। আলখাল্লা গুটিয়ে বসলেন---। বোরকার ভিতরে গোবেচারী---। একজন মোল্লা বললেন---। মোল্লাতন্ত্র কায়েম---। মৌলবাদী, গোঁড়া, রক্ষণশীল----।' ইত্যাদি।

যারা মহান আল্লাহর বিধানকে অপছন্দ করে, তাদের জন্য তাঁর ঘোষণা হল,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْساً لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ (٨) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ (٩) سورة محمد

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে দুর্ভোগ এবং তিনি তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিবেন। এটা এ জন্যে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। সুতরাং আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন। *(ঐ ৮-৯ আয়াত)*

সুতরাং তারা যতই মানবতার দরদ দেখিয়ে যতই ভাল কাজ করুক না কেন, তাদের ঐ 'জীবে প্রেম'-এর কোন মূল্য নেই। যতই তারা দুর্যোগ-দুর্ঘটনার সময় ত্রাণ-সামগ্রী বিতরণ করুক না কেন, তাদের ঐ মানব-প্রেম প্রকাশের কোন দাম নেই। কারণ, তা হল ঈমানহীন কর্ম। তাছাড়া তারা তা করে এই দুনিয়ায় কোন স্বার্থ লাভের জন্য, সুনাম ও ভোট নেওয়ার জন্য।

আল্লাহকে সন্তুষ্ট না ক'রে মানুষকে সন্তুষ্ট করা

তারা যেহেতু আল্লাহকে সঠিকরূপে বিশ্বাস করে না, সেহেতু তাঁর সন্তুষ্টির বিষয়টি তাদের নিকট গৌণ। তাদের কাছে মুখ্য বিষয় হল, মানুষের ভালবাসা, মানুষের সন্তুষ্টি। সৃষ্টিকে সন্তুষ্ট করতে গিয়ে যদি স্রষ্টা অসন্তুষ্ট হয়, তাতেও তাদের কোন এসে যায় না।

একই কারণে তারা মানুষকে ভয় করে, আল্লাহকে নয়। তারা কোন পাপ বর্জন করলে আল্লাহর ভয়ে করে না, বরং মানুষের ভয়ে করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِـــنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} (١٠٨) سورة النساء

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্তে। *(সূরা নিসা ১০৮ আয়াত)*

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

{يَحْلِفُونَ بِاللّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ} (٦٢)

অর্থাৎ, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর শপথ ক'রে থাকে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূল হচ্ছেন বেশী হকদার (এই বিষয়ে) যে, তারা যেন তাঁকে সন্তুষ্ট করে; যদি তারা মু'মিন হয়ে থাকে। *(সূরা তাওবাহ ৬২ আয়াত)*

{يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِن تَرْضَوْاْ عَنْهُمْ فَإِنَّ اللّهَ لاَ يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ }

অর্থাৎ, তারা এ জন্য শপথ করবে যেন তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, অনন্তর যদি তোমরা তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও, তবে আল্লাহ তো এমন দুষ্কর্মকারী লোকদের প্রতি রাজী হবেন না। *(সূরা তাওবাহ ৯৬ আয়াত)*

মদীনার এক ব্যক্তি হতে বর্ণিত, একদা মুআবিয়া ﷺ আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)কে এই আবেদন জানিয়ে চিঠি লিখলেন যে, 'আমার জন্য একটি চিঠি লিখুন এবং তাতে আপনি আমাকে কিছু অসিয়ত করুন (মন্ত্রণা ও উপদেশ দেন)। আর বেশী ভার দেবেন না।' সুতরাং আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) মুআবিয়া ﷺ-কে চিঠিতে লিখলেন যে, 'সালামুন আলাইক। অতঃপর আমি আপনাকে জানাই যে, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি

লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির জন্য লোকেদের কষ্টদানে আল্লাহই যথেষ্ট হন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকেদের সন্তুষ্টি খোঁজে, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ লোকেদের প্রতিই সোপর্দ করে দেন।" অস্‌সালামু আলাইক্‌।' *(তিরমিযী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৩১১নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে ব্যক্তি লোকেদেরকে অসন্তুষ্ট করেও আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে লোকদেরকে সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে, সে ব্যক্তির প্রতি আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং লোকদেরকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।" *(ইবনে হিব্বান প্রমুখ)*

সন্দিহান বিষয় ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করা

মুনাফিকদের হৃদয় যেহেতু রোগা ও ব্যাধিগ্রস্ত, সেহেতু তাতে নানা সন্দেহ ও কুপ্রবৃত্তি বাসা বাঁধবেই। রোগা মুখে পানিও তেঁতো লাগে, জলাতঙ্ক রোগী জলেও কুকুর দেখে থাকে। তাদের সেই অবস্থাই স্বাভাবিক। আর সে রোগ কিন্তু নিজেদেরই সৃষ্টি করা। পরন্তু সেটাকে তারা রোগ মনে করে না, বরং 'নীতি' মনে করে। মাতাল কি নেশার ঘোরকে মাতলামি বলে? সে ভাবে সেটা তার মনের আমেজ। যার ফলে সে রোগ তাদের বৃদ্ধিই পেতে থাকে। মহান আল্লাহ বলেন,

{فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ}

অর্থাৎ, তাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে। অতঃপর আল্লাহ তাদের ব্যাধি বৃদ্ধি করেছেন ও তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি, কারণ তারা মিথ্যাচারী। *(সূরা বাক্বারাহ ১০ আয়াত)*

রোগা অন্তরে কুপ্রবৃত্তি স্থান পায় খুব বেশী। পার্থিব সুখ-সম্ভারের প্রতি তার নেশা জন্মে। যে পাপাচরণে মানসিক সুখ আছে, তাতেই সে বিভোর থাকে।

লাম্পট্য তার পেশা হয়। কাম তার কামনা হয়। নারী তার নেশা হয়। কাছে না পেলেও দূর থেকে তার রূপের মদিরা পান করতে বড় আমেজ লাগে। এমনকি আল্লাহর ঘর মসজিদে এসেও সে নেশার ঘোর কাটে না। সেখানে মহিলা পেলে তার দিকে তাকিয়ে দর্শন-তৃপ্তি উপভোগ করতে শরম করে না।

মসজিদে নববীতে মহিলারা পুরুষদের পিছনে কাতার বেঁধে নামায পড়তেন। তাঁদের মধ্যে কোন কোন মহিলা সৌন্দর্যে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কোন কোন মুনাফিক তাদেরকে দেখার জন্য শেষ কাতারে জায়গা নিত। আর ভাল লোকেরা নজর থেকে

বাঁচার জন্য সামনের কাতারগুলিতে জায়গা নেওয়ার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হতেন। মহান আল্লাহ সে ব্যাপারে আয়াত অবতীর্ণ ক'রে বললেন,

{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} (٢٤) سورة الحجر

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে জানি এবং অবশ্যই জানি তোমাদের পশ্চাদ্‌গামীদেরকেও। *(সূরা হিজ্‌র ২৪ আয়াত, সিলসিলাহ সহীহাহ ৫/৪৭১)*

এ ছাড়া মহানবী ﷺ নির্দেশ দিয়ে বললেন, "পুরুষদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের শ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।" *(মুসলিম, আহমাদ, মিশকাত ১০৯২নং)*

এ নির্দেশ লঙ্ঘন ক'রে মুনাফিকরা নিজেদের ধৃষ্টতা প্রদর্শন করত! বর্তমানেও কি সেই শ্রেণীর মানুষের অভাব আছে?

অপর দিকে যে মহিলারা পুরুষ দেখার জন্য অথবা পুরুষকে দেখা দেওয়ার জন্য উক্ত নির্দেশ লংঘন ক'রে প্রথম কাতারে জায়গা নেয়, সে মহিলাও মুনাফিক বৈকি?

যারা পর্দায় থাকতে চায় না, পর্দাকে নাকে-চোখে ঘৃণা করে, বেপর্দায় পাড়া বেড়ায়, বাজার করে তারাও এক শ্রেণীর মুনাফিক মহিলা।

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা, অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্য হতে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক মেয়ে বেহেশ্তে যাবে।" *(বাইহাক্বী)*

একই শ্রেণীর মহিলা প্রবৃত্তিবশে স্বামীর সামান্য দোষে অথবা অন্য রসিক নাগর পাওয়ার আশে তালাক নেয়। খোলা তালাক নেওয়া মেয়েও কিন্তু এক শ্রেণীর মুনাফিক মেয়ে। এমন মেয়েরা জান্নাতের সুগন্ধিও নাকে পাবে না। *(তিরমিযী, নাসাঈ)*

মুনাফিকরা নারীর সাক্ষাৎ না পেলে তার মধুক্ষরা কণ্ঠের শব্দ শুনেও মনে যৌন-কামনা জাগ্রত করে। পর্দার আড়াল হতে অথবা ফোনের মাধ্যমে কথোপকথন ক'রে মনে তৃপ্তি নেয়। এই জন্যই মহান আল্লাহ পর-পুরুষের সাথে কথা বলার আদব শিক্ষা দিয়েছেন মুসলিম রমণীদেরকে। তিনি বলেছেন,

{يَا نِسَاءِ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا} (٣٢) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে নবী-পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মত নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলো না, যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা সদালাপ কর। (স্বাভাবিকভাবে কথা বল।) *(সূরা আহযাব ৩২ আয়াত)*

সুতরাং যে মহিলা এ নির্দেশ উল্লংঘন করে, সে অবৈধ প্রেমের ভয়ানক জালে জড়িয়ে যায়। তারপর যা হয়, তা আমাদের আলোচ্য বিষয় নয়।

এক শ্রেণীর মুনাফিকরা গান-বাজনা শুনতে অভ্যস্ত হয়। গান-বাজনাকে হালাল বলে। গানে-বাদ্যে পাড়া মাতায়, গ্রাম মাতায়; বরং এলাকার মানুষকে মাতিয়ে তোলে। আর এক শ্রেণীর 'হুযুর' আছেন, যাঁরা 'গানে জ্ঞান বাড়ে' বলেন। হ্যাঁ, সত্যিই। তবে প্রেমের জ্ঞান বেশীই। আর বাজনা হল, তাঁদের রূহের খোরাক। আর মদও তো রূহের খোরাক। এমন ফতোয়া ও মন না হলে কি তাতে মুনাফিকী জন্ম নেয়?

ইমাম শা'বী বলেন, 'নিশ্চয় গান হৃদয়ে মুনাফিকীর জন্ম দেয়, যেমন পানি চারাগাছ জন্মায়। আর নিশ্চয় যিক্‌র ঈমানের জন্ম দেয়, যেমন পানি চারাগাছ জন্মায়।' *(তাহরীমু আলাতিত ত্বার্ব, আলবানী ১/১৩)*

মুসলিমদের যথাসাধ্য ক্ষতিসাধন

মুসলিমদের ক্ষতিসাধনের উদ্দেশ্যে মুনাফিকরা একটি মসজিদ নির্মাণ করে। (কুরআন উক্ত মসজিদটিকে 'মাসজিদু য্বিরার' নামে অভিহিত করেছে।) তারা নবী ﷺ-কে বুঝাতে চায় যে, বৃষ্টি, ঠান্ডা ইত্যাদির সময়ে দুর্বল ও অসুস্থ লোকদের দূরে (মসজিদে ক্বুবায়) যেতে বড় কষ্ট হয়। ফলে তাদের সুবিধার্থে আমরা অপর একটি মসজিদ নির্মাণ করেছি। আপনি সেখানে গিয়ে নামায পড়ুন, যাতে আমরা বর্কত লাভে ধন্য হই। নবী ﷺ তখন তবূক অভিযানে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পর নামায পড়ার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু ফিরার পথে আল্লাহ তাআলা অহী দ্বারা মুনাফিকদের আসল উদ্দেশ্য ফাঁস করে দিলেন। তাঁকে সতর্ক করে দেওয়া হল যে, আসলে এই মসজিদ তারা মুসলিমদের ক্ষতিসাধন, কুফরীর প্রচার, মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রুদের জন্য আশ্রয়স্থল বানাবার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করেছে। তুমি সেখানে গিয়ে নামায পড়ার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে, সে অনুযায়ী সেখানে গিয়ে নামায পড়বে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ اتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ وَلَيَحْلِفَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلاَّ الْحُسْنَى وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، لاَ تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَّمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْ

وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ، أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَى تَقْوَى مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَم مَّنْ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ عَلَىَ شَفَا جُرُفٍ هَارٍ فَانْهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللّٰهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، لاَ يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاْ رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلاَّ أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} سورة التوبة

অর্থাৎ, আর কেউ কেউ এমন আছে যারা ক্ষতি সাধন করার উদ্দেশ্যে, কুফরী করার উদ্দেশ্যে, মু'মিনদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে এবং যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তার ঘাঁটিস্বরূপ (একটি নতুন) মসজিদ নির্মাণ করেছে। তারা অবশ্যই শপথ ক'রে বলবে, মঙ্গল ভিন্ন আমাদের অন্য কোন উদ্দেশ্য নেই। আর আল্লাহ সাক্ষি দেন যে, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী। তুমি কখনো ওতে (নামাযের জন্য) দাঁড়াবে না; অবশ্যই যে মসজিদের ভিত্তি প্রথম দিন হতেই আল্লাহভীতির উপর স্থাপিত হয়েছে, তাতেই (নামাযের জন্য) দাঁড়ানো তোমার অধিক সমুচিত। সেখানে এমন সব লোক রয়েছে, যারা উত্তমরূপে পবিত্র হওয়াকে পছন্দ করে। আর আল্লাহ উত্তমরূপে পবিত্রতা সম্পাদনকারীদেরকে পছন্দ করেন। তবে কি সে ব্যক্তি উত্তম, যে নিজ ইমারতের ভিত্তি আল্লাহভীতি ও তাঁর সন্তুষ্টির উপর স্থাপন করেছে অথবা সেই ব্যক্তি, যে স্বীয় ইমারতের ভিত্তি স্থাপন করেছে কোন পতনমুখী গর্তের কিনারায়, অতঃপর তা তাকে নিয়ে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়? আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে পথ দেখান না। তাদের এই ইমারত যা তারা নির্মাণ করেছে, তা সদা তাদের মনে সন্দেহ সৃষ্টি করতে থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের হৃদয় ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা তাওবাহ ১০৭-১১০ আয়াত)*

সুতরাং মহানবী ﷺ সেখানে নামায তো পড়েননি; বরং কতিপয় সাহাবীকে পাঠিয়ে সেই তথাকথিত মসজিদটিকে ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

এই কর্ম দ্বারা দলীল নিয়ে উলামাগণ বলেন, যদি কোন মসজিদ আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত, মুসলিমদেরকে বিভক্ত করার উদ্দেশ্যে নির্মাণ করা হয়, তবে তাকে 'মসজিদে যিরার' বলা যাবে এবং তা ভেঙ্গে ধ্বংস ক'রে দিতে হবে। যাতে মুসলিমদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ও ভেদাভেদ সৃষ্টি না হয়।

শেষোক্ত আয়াতে মু'মিন ও মুনাফিকদের আমলের উদাহরণ বর্ণনা করা হয়েছে। মু'মিনদের আমল আল্লাহ-ভীতির উপর ও তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে হয়। আর মুনাফিকের আমল লোক প্রদর্শন ও উদ্দেশ্য-ভ্রষ্টতার উপর ভিত্তি ক'রে হয়। যা ভূমির সেই অংশের মত যার তলদেশ দিয়ে উপত্যকার পানি প্রবাহিত হয়

এবং সেখানকার মাটিকে নিজের সাথে বয়ে নিয়ে যায়। ফলে সেই অংশের তলদেশ ফাঁকা হয়ে যায়। বিদিত যে, তার উপর কোন ঘর নির্মাণ করলে অতি সত্বর তা ভেঙ্গে পড়ে। সেই মুনাফিকদের মসজিদ নির্মাণের কাজও অনুরূপ, যা তাদের নিয়ে জাহান্নামে পতিত হবে।

শুধু মসজিদই কেন? মাদ্রাসার মোকাবেলায় মাদ্রাসা, লাইব্রেরীর মোকাবেলায় লাইব্রেরী, মিশনের মোকাবেলায় মিশন, চ্যানেলের মোকাবেলায় চ্যানেলও 'যিরার'-এর কাজ ক'রে মুসলিমদের ক্ষতি সাধন করছে পৃথিবীর বহু জায়গায়। সুতরাং আল্লাহই একমাত্র সাহায্যস্থল।

স্বার্থপরতা

মুনাফিক ও দুর্বল ঈমানের লোকেদের অবস্থা এই যে, যখন ঈমান আনার কারণে কোন আপদ-বিপদ আসে তখন তা আল্লাহর আযাবের মতই তাদের অসহনীয় হয়ে ওঠে। যার ফলে সে ঈমান হতে ফিরে যায় এবং ধর্মকেই দুর্বিষহ মনে ক'রে বসে।

পক্ষান্তরে যদি মুসলিমরা বিজয় ও আধিপত্য লাভ করে, তাহলে তারা নিজেদেরকে মুসলিম ও তার দ্বীনী ভাই বলে দাবী ক'রে সুখের ভাগী হতে চায়। এমন স্বার্থপরতার কথা মহান আল্লাহ বলে দিয়েছেন,

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ (١٠) وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ (١١) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে কিছু লোক বলে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি, কিন্তু আল্লাহর পথে যখন ওদেরকে কষ্ট দেওয়া হয়, তখন ওরা মানুষের পীড়নকে আল্লাহর শাস্তির মত গণ্য করে। আর তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে কোন সাহায্য এলে, অবশ্যই ওরা বলতে থাকে, 'আমরা তো তোমাদেরই সঙ্গী।' বিশ্ববাসী (মানুষের) অন্তরে যা কিছু আছে আল্লাহ কি তা সম্যক অবগত নন? আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন কারা মু'মিন এবং কারা মুনাফিক (কপট)। *(সূরা আনকাবূত ১০-১১ আয়াত)*

এ কথাটি অন্যত্র এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

{الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللّهِ قَالُواْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُواْ أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُم مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَن يَجْعَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (١٤١) سورة النساء

অর্থাৎ, যারা তোমাদের (শুভাশুভ পরিণতির) প্রতীক্ষায় থাকে; সুতরাং আল্লাহর অনুগ্রহে তোমাদের বিজয় লাভ হলে তারা (তোমাদেরকে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলাম না?' আর যদি কাফেরদের আংশিক বিজয় লাভ হয়, তাহলে তারা (তাদেরকে) বলে, 'আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে জয়ী ছিলাম না এবং আমরা কি তোমাদেরকে মু'মিনদের হাত থেকে রক্ষা করিনি?' *(সূরা নিসা ১৪১আয়াত)*

এই শ্রেণীর মুনাফিকরা অনেকটা উট পাখীর মত। তারা কর্তব্য পালনে ফাঁক খোঁজে; যদি তাদেরকে বলা হয়, 'তোমরা পাখী, তাহলে আকাশে উড়ো না কেন?' বলে, 'আমরা তো উট।' আর যদি বলা হয়, 'তাহলে বোঝা বহন কর না কেন?' বলে, 'আমরা তো পাখী!' পক্ষান্তরে কর্তব্যে ফাঁকি দিয়ে পারিশ্রমিক নিতে আসতে কোন ত্রুটি করে না তারা।

অবশ্য যদি আপনাকে কেউ না পুছে, তাহলে সে কথা ভিন্ন। কেউ যদি উট মনে ক'রে উড়ার কাজে না লাগায় অথবা পাখী মনে ক'রে বোঝা বহনের কাজে না লাগায়, তাহলে কি করার আছে? কোন কোন সভায় হাযির না দেখে আমাকে অনেক ভাই প্রশ্ন করেন, 'আপনি যাননি কেন?'

আমি বলি, 'আমি আহূত ছিলাম না। হিন্দী উলামাগণ তাঁদের খাস সাংগঠনিক বৈঠক করেন। তাতে তাঁরা আমাকে ডাকেন না। কারণ, আমি বাঙ্গালী। আর বাঙ্গালী উলামাগণ তাঁদের খাস সাংগঠনিক সভা ডাকেন, তাতে তাঁরা আমাকে খোঁজেন না। কারণ, আমি হিন্দী। এতে আমাকে যদি কেউ কর্তব্য-বিমুখ মনে করেন, তাহলে তিনি ভুল করবেন।'

কেবল ধারণাবশে কাউকে মুনাফিক বলা যাবে না

কারো মধ্যে মুনাফিকীর কোন কোন নিদর্শন দেখে সরাসরি তাকে 'মুনাফিক' বলা যাবে না। কারণ, অন্তরের খবর না জেনে নির্দিষ্টভাবে কোন মুসলিমকে

'কাফের' বা 'মুনাফিক' বলার বিষয়টি সহজ নয়।

একদা নবী ﷺ নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, "মালেক ইবনে দুখ্‌শুম কোথায়!" একটি লোক বলে উঠল, 'সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।' নবী ﷺ বললেন, "ও কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়? যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে (কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন।" *(বুখারী, মুসলিম)*

۞۞۞۞۞۞۞

কোন মুনাফিককে 'সর্দার' প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা নিষেধ

কোন মুনাফিক, কাফের, পাপী ও বিদআতী মানুষকে সাইয়েদ, মালিক, লর্ড, মহাশয়, স্যার, প্রভু, কর্তা, সর্দারজী প্রভৃতি দ্বারা সম্বোধন করা বৈধ নয়। যেহেতু প্রকৃত সম্মান কেবল মুসলিমদের জন্য।

বুরাইদা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মুনাফিককে 'সর্দার' বলো না। কেননা, সে যদি তোমাদের 'সর্দার' হয়, তাহলে তোমরা (অজ্ঞাতসারে) তোমাদের মহামহিমান্বিত প্রতিপালককে অসন্তুষ্ট করে ফেলবে।" *(আবূ দাঊদ)*

যেহেতু উক্তরূপ সম্মান প্রদর্শনে অন্যায়ে সহযোগিতা হয়, পাপ, বিদআত ও মুনাফিকীর জয়জয়কার হয়। আর

'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।'

সুতরাং কোন মুনাফিককে কোন প্রকার সম্মান দেওয়া, তাকে আসন ছেড়ে বসতে দেওয়া, নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব দেওয়া এবং মোবারকবাদ বা স্বাগত জানানো বৈধ নয়; তাতে সে যত বড়ই শিক্ষিত হোক না কেন। যেহেতু সম্মানের মূল ভিত্তিই

হল, ঈমান ও ইসলাম। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاء مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ العِــزَّةَ لِلّهِ جَمِيعًا} (١٣٩) سورة النساء

অর্থাৎ, যারা মু'মিনদের পরিবর্তে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে। তারা কি তাদের নিকট সম্মান অনুসন্ধান করে? অথচ সমস্ত সম্মান তো আল্লাহরই। *(সূরা নিসা ১৩৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

{يَقُولُونَ لَئِن رَّجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَلِلَّــهِ الْعِــزَّةُ وَلِرَسُــولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ} (٨) سورة المنافقون

অর্থাৎ, তারা বলে, আমরা মদীনায় ফিরে গেলে সেখান হতে সম্মানী অবশ্যই হীনকে বহিষ্কার করবে। বস্তুতঃ যাবতীয় সম্মান তো আল্লাহরই এবং তাঁর রসূল ও মু'মিনদের। কিন্তু মুনাফিক (কপট)রা তা জানে না। *(সূরা মুনাফিকূন ৮ আয়াত)*

মুনাফিকদের কোন সম্মান নেই, কোন নেতৃত্ব নেই বলেই তাদের আনুগত্য করতে, তাদের কথা মেনে নিতে মহান আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً}

অর্থাৎ, হে নবী ! আল্লাহকে ভয় কর এবং কাফের ও কপটাচারীদের আনুগত্য করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা আহযাব ১ আয়াত)*

{وَلا تُطِعْ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَدَعْ أَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً}

অর্থাৎ, তুমি কাফের ও কপটাচারীদের কথা মান্য করো না ; ওদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর ওপর নির্ভর কর। কর্মবিধায়করূপে আল্লাহই যথেষ্ট। *(ঐ ৪৮ আয়াত)*

মুনাফিকরা ইসলাম দ্বারা সম্মান চায় না বলেই অন্য পথে সম্মান লাভ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অথচ মুসলিমদের কাছে তাদের কোন সম্মান নেই। মুসলিমরা কেবল ইসলাম দ্বারা সম্মান পায় এবং ইসলাম দেখে সম্মান দেয়।

উমার ফারূক ﷺ বলেছেন, 'আমরা ছিলাম সবার চেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। আল্লাহ আমাদেরকে ইসলাম দ্বারা সম্মান দান করেছেন। সুতরাং আল্লাহ আমাদেরকে যে জিনিস দ্বারা সম্মানিত করেছেন, তা ছাড়া অন্য জিনিস দ্বারা যখনই আমরা সম্মান অনুসন্ধান করব, তখনই আল্লাহ আমাদেরকে লাঞ্ছিত করবেন।'

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'আমরা এমন এক জাতি, যাদেরকে আল্লাহ ইসলাম দ্বারা সম্মানিত করেছেন। সুতরাং আমরা তা ছাড়া অন্য কিছু দ্বারা সম্মান অনুসন্ধান করব না।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১/১১৭)*

মুনাফিকী থেকে পানাহ চাওয়ার দুআ

اَللّهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَالْهَرَمِ وَالْقَسْوَةِ وَالْغَفْلَةِ وَالْعَيْلَةِ وَالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ. وَ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفْرِ وَالْفُسُوْقِ وَالشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَالــسُّمْعَةِ وَالرِّيَاءِ. وَأَعُوْذُ بِكَ مِنَ الصَّمَمِ وَالْبَكَمِ وَالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَسَيِّءِ الأَسْقَامِ.

উচ্চারণঃ- আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিনাল আজযি অলকাসালি অলজুবনি অলবুখলি অলহারামি অলক্বাসওয়াতি অলগাফলাতি অলআইলাতি অয্‌যিল্লাতি অলমাস্কানাহ। অ আউযু বিকা মিনাল ফাক্বরি অলকুফ্‌রি অলফুসূক্বি অশ্‌শিক্বা-ক্বি অন্‌নিফা-ক্বি অস্‌সুমআতি অররিয়া-'। অ আউযু বিকা মিনাস সামামি অলবাকামি অলজুনূনি অলজুযা-মি অলবারাসি অসাইয়্যিইল আসক্বা-ম।

অর্থঃ- হে আল্লাহ! অবশ্যই আমি তোমার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কার্পণ্য, স্থবিরতা, কঠোরতা, ঔদাস্য, দারিদ্র, লাঞ্ছনা এবং দীনতা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি। তোমার নিকট অভাব-অনটন, কুফরী, ফাসেকী, বিরোধিতা, কপটতা এবং (আমলে) সুনাম ও লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্য থেকে পানাহ চাচ্ছি। আর আমি তোমার নিকট বধিরতা, মূকতা, উন্মাদনা, কুষ্ঠরোগ, ধবল এবং সকল প্রকার কঠিন ব্যাধি থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। *(সহীহুল জামে' ১২৮৫নং)*

সমাপ্ত